

ক
৫৪৬

শ্রীশ্রীগঙ্গামাহাত্ম্য।

অর্থাৎ

বায়ুপুরাণানুগত অষ্টাধিকারী বৃত্তক।

শ্রীমদকুমার কবিরত্ন ভট্টাচার্য্য কর্তৃক সমূল গোড়ীয়

সাম্ভাষণে প্রাপ্তিলাভ।

মহিলাসকলি নিবাসে।

শ্রীমদ্রীমুক্ত বাবু রন্দাবনচন্দ্র দাস মহাশয়ের

অনুমতানুসারে

কলিকাতা।

চিৎপুর রোড বটভালা ২৪৬ সংখ্যক ভবনে

শ্রীমুক্ত বাবু বেণীমাধব দে এণ্ড কোম্পানির

বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত।

শকাব্দঃ ১৭৮৭

প্রতিজ্ঞাপত্র ।

ইউ নিষ্ঠ গরিষ্ঠ পার্শ্বাষ্ঠ হিন্দু মহামুত্তাব জনগণের সম্মিলনে মনীয় নিবেদন নেতৃত্ব সহর্ষি বেদবাস প্রণীত স্মৃতশৌনক সংবাদ সমন্বিত বায়ু পুরাণ, যাহা ত্রয়োদশ মহাপুরাণ মধ্যে এক প্রধান পুরাণ রূপে গণ্য হয়, তদনুসৃত বায়ুপ্রোক্ত গয়ানাহাওয়া, যদভিমতা গয়াশ্রাদ্ধাশ্রুতান পদ্ধতি, তথা মন্ত্রোপাধায় ক্রায়ুক্ত বাচস্পতিমিশ্র কর্তৃক বিরচিতা; এতদ্বেশে এতদ্ব্যক্তদ্বয়ের একপার্শ্ব ভাষা প্রবন্ধে প্রতিভাষিত না থাকা প্রযুক্ত মাদারগ লোকের গয়াধামের প্রবৃত্ত মহিমা এবং তৎক্ষেত্রে কৃতশ্রাদ্ধের শোভন কালের পরিগ্রহ হয় না। কেবল শাস্ত্র সিদ্ধ জন ক্রটি বশতঃ দৃঢ় বিশ্বাসে মন্ত্রের করতঃ সকলেই গয়াধামে গিয়া শ্রাদ্ধাদি করিতে সমুৎসুক হইয়া পিতৃ পিতৃপিতৃদের সে কোন্ স্থানে কোন্ কর্ম করিতে হয় তাহাব কিছুমাত্র পরিবেশন করিবার ক্ষমতা রাখেন না। শুদ্ধ আত্মের ন্যায় গত্যন্তর্য্য করিয়া থাকেন, অর্থাৎ সাগরীয় পুরোহিতগণেরা যে স্থানে জইয়া যান সেই স্থানেই যাইতে হয়, যে রূপ মন্ত্র পাঠ করান তাহাই পাঠ করিতে হয়, বিহিতা বিহিত ও শুদ্ধাশুদ্ধের বিষয় কিছুই পরিগ্রহ করা যায় না।

তদ্বিনিবৃত্ত জেলা বর্দ্ধমানান্তর্গত মণিরামবাটী নিবাসী পরোপকার পরায়ণ, ধার্মিকবর, ধর্ম সংস্থাপনা কাজ্জী, দেশহিতৈষী, মান্য ধন্য বদান্যাত্ম গণ্য, কারুণ্য গুণশালী, সুধীর গভীর বুদ্ধি, সুনির্মল নীরোপম স্বচ্ছান্তঃকরণ সম্পন্ন, বিপন্ন জন পরিজ্ঞান করণ পটু, বটু রক্ষণ অসীমগুণ গরিম ভূবিভাবুক ভূম্যধিপতি শ্রীল শ্রী রূদ্দাবনচন্দ্র রায় মহোদয় সমধিক

কর্তব্য সম্বন্ধিত চিত্তে লোকের হিতসাধন প্রয়াসে অনেক আয়াসে গয়ামাহা-
 ত্মাহাশ্রম গ্রহণ সংগ্রহ করতঃ সমূল গোড়ীয় সাধুভাষায় স্থূললিত গদ্যচ্ছন্দে
 প্রবৃত্তি করিতে অসুমতি করেন। তদাজ্ঞানুসারে ক্রীযুক্ত উমাচরণ
 সেনগুপ্ত কবিবরজের সহায়তায় অস্মৎ কর্তৃক বহুকোবিদ সম্ভা গয়ামাহা-
 ত্মাহাশ্রমাদিত ভাষা পুস্তিকা বিবচিতা হইয়াছে। প্রত্যাশা করি যে এতৎ
 পুস্তক প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সাধুসদাশয় ও মহদয় ধার্মিকবর্গে নিরতিশয়
 আনন্দ পাথোধি সলিলে অবশ্যই নিমজ্জমান হইবেন? পিত্রাদি ঋণত্ৰয়
 পরিমোচক পরম পুরুষার্থ সাধনোপায়ীভূত সর্বতীর্থোত্তম গয়াতীর্থ;
 যাহাকে পিতৃ তীর্থ বলিয়া সকলেই নমস্কার করেন। তৎক্ষেত্রোচিত কর্তব্য
 কর্ম, ও তৎস্থান ক্রম বিধি নিয়মাদি এবং তৎ তৎফলাদি নিয়োগ বিষয়ক
 পরিজ্ঞানে পরাজ্ঞানুখতাচারী হওয়া অতিশয় চূর্তাগের কার্য্য বলিতে হয়।
 কিন্তু কালক্রমে তাহাই ঘটিয়া উঠিয়াছে; যে হেতু এতদেশজাত ধরনী
 দ্বিবুধ বুধগণেরা তদুৎসাহ সযত্ননার্থ সাধারণ জন প্রতি বিশেষ উপদেশ
 করেন না। তাহারও কারণ এই উপলব্ধি হয়, যে তৎ তৎশাস্ত্রের অপ্রাপ্তি
 নিবন্ধন বা শাস্ত্রাদি সত্ত্বে অলসতা অথবা নিরর্থ পরিশ্রম দ্ব্যনে পরাং
 মুখতাচরণ করিয়া থাকেন; কিন্তু ইহাও অতিশয় অসুচিত, যে হেতু এত-
 দেশজাত আর্ধ্যধর্মাবস্থিপ্রবরাবর জাতি সামান্য স্ত্রী পুরুষাদি সক
 লেরই প্রায় এতৎ গয়া ক্ষেত্রোচিত কর্তব্য কর্মের প্রতি বিশেষ যত্ন
 আছে; এবং তন্মাহাত্ম্য শ্রবণ সম্বন্ধিত তীর্থ কর্তব্যতার পরিজ্ঞানে
 সম্পূর্ণরূপ আগ্রহতাও আছে; এমত স্থলে তদুপযোগিগ্রন্থাদির প্রচার
 বাহুসা রাখা অতি আবশ্যক। এক্ষণে উপদেশ বৈগুণ্যে বা সত্বপদেষ্টাব
 অভাবে জনসকলের সনাক্তরূপ অভিলাষের পরিপূর্তি হইতেছে না।
 ভগ্নিমিত্ত সুনির্মল চিত্ত প্রসত্ত্বিলাভের ব্যাঘাতও জন্মিতেছে।

বস্তুতঃ, আদৌ তীর্থ মাহাত্ম্য শ্রবণ, পরে তীর্থ কর্তব্যতার পরিজ্ঞান,
 এতদুভয়ের অভাবে তীর্থ নিষ্পাদ্য কর্মের তদ্ব বৈলক্ষণ্যাদি দোষ জন্মিতে

পারে; এবং সেই জনিত দোষে ফলগত ভারতমাদি ও বৈকল্যের বিস্তার সম্ভাবনা বিশেষতঃ ভীষণ গমন প্রতি প্রবৃত্তিও অসম্ভাবিত হয়। এতজ্ঞান পূর্বোক্ত ভূম্যধিকাৰিবরের অনুমতি ক্রমে অস্বং কর্তৃক এই গোক্ষোপ যোগিনী পরমার্থকবী পুস্তিকা প্রকল্পিত হয়। এক্ষণে উক্ত মহামুখ্য ভূম্যধিপতির আশুকুলো মুদ্রাঙ্কিত হইয়া জনোপকারার্থে তৎকর্তৃক বিতরিত হইবেক।

অনন্তর সুধীগণ সন্নিধানে এই প্রার্থনা করি যে এই লঘুবিদ্যা ব্যক্তি কর্তৃক গুচ্যতাব সমন্বিত সংস্কৃত শাস্ত্রানুবাদ পরিশুদ্ধরূপে সম্পাদিত হওয়া সুদূর পরাহত, শুদ্ধ কর সিঞ্চনে সমুদ্র শোষণ ন্যায় অথবা বামনের চত্র গ্রহণবৎ আশামাত্র! অযোগ্য ফললোভা কৃষ্টিচিন্ততা প্রযুক্ত উপহাসের পাত্রভূত হওয়াই সার হইয়াছে। সুতরাং বুধগণ সন্নিধানে সাক্ষিগণ বিনয় সহকায়ে এই নিবেদনঃ যে এতদ্রুপে প্রণালীগত, বা অলঙ্কার গত কি ভাবগত বৈলক্ষণ্যাদি, অথবা অনন্বিত শব্দ বিন্যাসাদি জন্য রচনার কোন দোষোদ্ধাৰিত হইয়া থাকে, তবে সাধুগণেরা তাহার প্রতি কটাক্ষপাত না করিয়া অস্বহুংসাহ সংবর্দ্ধনার্থে শূৰ্পবৎ দোষবর্জন পুরঃসর গুণগ্রহণ করিলেই যৎপরোনাস্তি চরিতার্থতা লাভ করিব। অলমতি বিস্তরেণ।

শ্রীমদকুমার শর্মা

অথ গ্রন্থানুক্রমণিকা ।

অশুকার গঙ্গা তুণময়ী জম্বুদি সপ্তদ্বীপবতী ধরণীর অন্যান্য দ্বীপ
হইতে জম্বুদ্বীপ অতিশ্রেষ্ঠ, তদাপভারতাদি নববর্ষের মধ্যে ভারতবর্ষ সর্ব
পুণ্যপ্রায় অতি পবিত্রস্থান, হিমালয়াদি পুণ্য পর্বতগণে, গঙ্গাদি পুণ্যানদী
নিকরে, নৈমিষাদি পুণ্যশ্রম বন সমূহে পরিবৃত্ত, এবং অষোধ্যা, নম্বুরা,
নায়া, কাশী, কাশী, অবন্তী এবং দ্বারাবতীত্যাди সপ্তমোকপুৰী সমন্বিত;
অপর কুরুক্ষেত্র, গয়া, পুষ্কর, শ্রাভাস, কেদার, চল্লিশিখর, কোণার্ক, গোকর্ণ,
সেতুবন্ধা, একাম্বকানন ও শ্রীহৃন্দাদিনাদি পুণ্যস্থান নিচয় নিচিত ক্ষেত্র মধ্যে
গয়াক্ষেত্র যেমন পিতৃকামী জীবের উপকারক ক্ষেত্র, ধরণীতলে এমন ক্ষেত্র
আর নাই। যে হেতু অন্যান্য তীর্থে কেবল আপনার পরিজ্ঞান, কিন্তু
গয়াক্ষেত্র জীব সকলকে পিতৃগণের সহিত পরিজ্ঞান করেন। বাহারা
ইপুণ্যদ ভারতভূমে জন্ম গ্রহণ করিয়া গয়াধামে গমন না করে, তাহা-
দিগের সর্ব রোগাকর মলবাহী এই নশ্বর শরীর ধারণে জীবিত থাকি
নিরর্থক, কেবল অমেধ্য মূত্র পুরীষ পূরিত কলেবরের বুঝা ভারবহন
করাই সার হয়। গয়াক্ষেত্রে শ্রাদ্ধ না করিয়া অন্য উপায় দ্বারা
পিতৃলোকের উদ্ধার করিতে যে বাসনা করা সে কেবল সর্বতীর্থময়ী
গঙ্গাতীরে কুপখনন করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করণ ন্যায় হয়। যে সকল
চক্ষুস্থান ব্যক্তি ক্ষেত্ররাজ গয়াধামকে ও তদ্রূপ তীর্থ নিবহকে দর্শন না
করে, তাহাদিগের সে চক্ষুকে চক্ষু বলাই সম্ভব হয় না, বরং মনুরপুত্র
চিত্রিত চল্লিকার ন্যায় বলিতে কে অপেক্ষা করে! বাহারা পাদবান
হইয়া গয়াক্ষেত্রে গমন না করে, তাহাদিগের চরণের সহিত অরণ্যজ

কল্পনের আর বিশেষ কি? সবল করতঃ ধারণ করিয়া বাহার। পিতৃ
কল্পনে গয়াকেত্রে পিণ্ড নিপাতন না করে, তাহারদিগের ব্রথা জন্ম, ব্রথা
জীবিত; সেই পিতৃ জীবিতদিগের কর, অশুভকর, শুভকরের অন্তর অপ-
স্মিত কর; শুদ্ধ শব করনাং অশিব কর হয়।

অতএব তীর্থরাজ গয়াধামের মাহাত্ম্য বর্ণন সমন্বিত অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থ,
কাহ্না বায়ু পুরাণোদিত স্মৃত শৌনক ও সনৎকুমার নারদ সংবাদে উক্ত
হইয়াছে; তাহার প্রথমাধ্যায়ে যজ্ঞসাধন জন্য গয়াসুর দেহ ভিক্ষার্থ
ব্রহ্মার যজ্ঞাণ্ডা এবং গয়াশিরে পিণ্ডদানের মাহাত্ম্যবর্ণন, ও গয়াসুরের
যজ্ঞকোপরি গয়াধামের সীমাস্থকীৰ্ত্তন, ও পিণ্ডদানোপযোগিসামগ্রী
কথন। গদাধর এবং কল্পতীর্থাদির মহিমা ও অক্ষয়বটাদি সমস্ত তীর্থাস্থ-
বর্ণন।

দ্বিতীয়াধ্যায়ে। গয়াসুরোৎপত্তি ও তত্তপস্বাদি কথন; ব্রহ্মা কর্তৃক
তৎশরীর ভিক্ষা ও গয়াসুরের বর প্রার্থনা; ব্রহ্মাদিদেব দ্বারা গয়াসুরের
সুপুণ্য বর প্রাপ্তি; গয়াকেত্রে বিষ্ণুর আগমন; ব্রহ্মার যজ্ঞারম্ভ, ও গয়া-
সুরের নিশ্চলার্থ দেবদেবের আগমন; এবং গয়াশিরোপরি ধর্মশিলা সন্-
স্থাপন; গয়াধামে সর্ব তীর্থাস্থগমন; গয়া শিরোপরি বিষ্ণুদি দেবতাদিগের
পাদাস্ত্র সংস্থাপন; এবং অনেক গিরি কূটাদি দ্বারা গয়াশরীরের নিশ্চলতা
সাধন তৎ কারণস্বর্ণন।

তৃতীয়াধ্যায়ে। ধর্মব্রতের উপাখ্যান, তৎপতি ব্রহ্মপুত্র মরীচি, তৎ-
শাপে ধর্মব্রতের অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ; তাহার তপস্বী ও তৎপ্রতি পরিতুষ্ট
হইয়া ব্রহ্মাদিদেবগণে বর প্রদান করেন; এবং তৎশরীরের শিলাস্ত্র
প্রাপ্তি।

চতুর্থীধ্যায়ে। বিস্তরশঃ ধর্মশিলার মহিমাস্বর্ণন প্রসঙ্গে গয়াকেত্রে
সর্ব দেবদেবী ও সমস্ত তীর্থাদি পুণ্য স্থান সকলের সমাগম; এবং ধর্ম-

শিলার ও গয়াসুরের মুণ্ড পৃষ্ঠাদিতে বিশেষ বিশেষ পুণ্য স্থানাদির উৎপত্তি কথন ; ভরতাশ্রমাদি তীর্থে স্নান পিণ্ডদানাদি করণাদেশ ; রাম গয়া-বর্ণন ; শ্যাম শরল কুকুরোপাখ্যান ; অগস্ত্যতীর্থ ; বটেশ্বরোপাখ্যান ; গৃধ্রেশ্বর, বিহুেশ্বর, অরবিন্দাদ্রি ও শ্রেতশিলাদির মহিমা কথন ; বিষ্ণুপাদ ও কৌঞ্চপাদাদি সমস্ত পাদাক্ষ বর্ণন ; এবং কৃষ্ণবেণী, চর্ম্মভূমী, ব্রহ্মযোনি প্রভৃতি তীর্থ মহিমামুলকীকৃতন ; সর্বতীর্থে পিণ্ডদান ও তন্তুমন্ত্র নমস্কারাদি করণাদেশ ইতি :

পঞ্চমাধ্যায়ে । আদি গদাধর মহিমামূলবর্ণনে গদাধর উৎপত্তি কথন ; তৎপ্রসঙ্গে হেতিবাক্স সহিত ভগবানের সংগ্রামাদি বর্ণন ; গয়াক্ষেত্রে গদাধরের নিত্যাস্থান এবং গদাধর দর্শন ফলাদি কথন ; বাস্তুমবাস্তুরূপে দেবাদির অবস্থিতি বর্ণন ।

ষষ্ঠাধ্যায়ে । গয়াধাম যাত্রার পূর্বক্রিয়ামুষ্ঠান করণীয় বিধি কথন । গয়া প্রবেশানন্তর কর্তব্য কৰ্ম্মাদি ও স্নান তর্পণ শ্রাদ্ধাদি করণ বিধি ; এবং গয়া শ্রাদ্ধাধিকারীর বর্ণন ও ক্রিয়ামুষ্ঠানীয়রীত্যাক্ত পদ্ধতি কথন । পিতৃ ষোড়শী ও মাতৃ ষোড়শী শ্রাদ্ধামুষ্ঠান করণের বিধি ; অপর গদাধরাদি দেবগণকে কৃতশ্রাদ্ধেব সাক্ষীকরণ প্রকার বর্ণন ; শ্রাদ্ধানন্তর তর্পণাদি করণাদেশ ইতি :

সপ্তমাধ্যায়ে । গয়াস্থ উত্তর মানসাদি তীর্থে স্নান তর্পণাদি করণাদেশ ও ফলতীর্থে স্নান ও তর্পণের মহিমা ; এবং গয়াশিখরের বিশেষ নিকূপণ ; অক্ষয়বটের প্রণামাদি করণ ; একাহাদি পঞ্চ সংখ্যক দিনকুতা কথন ; বিষ্ণু পাদপদ্মাদিতে পিণ্ডদান মহিমামূলবর্ণনে পুরাতনীয় ইতিহাস কথন । অনন্তর অক্ষয়বটে শ্রাদ্ধ ও বটপত্র শাখী ভগবানেয় স্তুতি বন্দনাদির অমুষ্ঠানাদেশ ইতি :

উপক্রমণিকা ।

অষ্টমধ্যায়ে । গয় যজ্ঞোপাখ্যান ; এবং ভগবানের প্রসন্নতায় গয়র সর্বপূজ্যতা প্রাপ্তি ও গয়রাজার অক্ষয় স্বর্গ লাভ ; অত্রান্তরে বণিজ্যোপাখ্যান ; এবং গয়ামাহাত্ম্য তীর্থনিকরে স্নান তর্পণের ফলাফলবর্ণন ; অপিচ মরীচি ঋষির বিশেষরূপ উপাখ্যান ; গয়াম্হ শিব শিবাতির পূজা বন্দন প্রণামাদির অবশ্য কর্তব্যতেতা দেশ ; যদ্ গয়া কখন ; এবং গয়ামাহাত্ম্য পাঠন পাঠন শ্রবণ শ্রাবণ ফলাধিক্যাদি বর্ণন ; গৃহস্থিত গয়ামাহাত্ম্য পুস্তকের মহিমা বর্ণনাদি অর্থাৎ ঋগ্ভয় পরিমোচনকারণ যে রূপ গয়াতীর্থ আদরণীয় ; সেইরূপ তন্ত্রমহিমাখ্যান সূচক পুস্তকও আদরণীয় হয় । যে হেতু এতৎ গ্রন্থাখ্যানেও তদ্রূপ ফললাভ হইয়া থাকে ; ইহাই সর্ব ঋষিদিগের বচন সম্মতা উপক্রমণিকা সমাপ্ত ।

নমো ঋষিভ্যঃ । নমঃ সর্ব ঋষিভ্যঃ । নমঃ পরম ঋষিভ্যঃ ।

নিম্নলিখিত পত্র ।

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	পঞ্জি
প্রথম প্রতিক্রিয়াপত্র ।	১	১
প্রদ্বাদ্যকর্মণিকা ।	৫	১

প্রথম অধ্যায়ঃ ।

খ্রিস্টীয় ঐতিহাসিকতা	১	১
খ্রিস্টীয় ঐতিহাসিকতা	১০	১
খ্রিস্টীয় ঐতিহাসিকতা	১১	১
খ্রিস্টীয় ঐতিহাসিকতা	১২	১
খ্রিস্টীয় ঐতিহাসিকতা	১৮	১৮
খ্রিস্টীয় ঐতিহাসিকতা	২০	৮
খ্রিস্টীয় ঐতিহাসিকতা	২৩	১২

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ ।

গয়াসুরোৎপত্তি কথন ।	২৬	১
গয়াসুরোৎপত্তি কথন ।	২৭	১১
গয়াসুর দেহভিক্ষার্থ ব্রহ্মাদির গমন	৩২	২৬
গয়াসুরের শয়ন ও ব্রহ্মার যজ্ঞারম্ভে		
ব্রহ্মণ্যাদির উৎপত্তি ।	৩৫	১৪
বুপারোপণ ।	৩৭	১৩
গয়াসুরোপরি ধর্মশিলা সংস্থাপন ।	৩৮	৭

১০.

নিষ্পত্তি পত্র ।

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	পাঁতি ।
গয়াধর মূর্তি স্থাপন ।	৩৯	৫
জনার্দনাদি দেবমূর্তি স্থাপন ...	৪১	৯
গয়ান্থর প্রতিজ্ঞা ।	৪২	২০
গয়াক্ষেত্রের স্থান পরিমাণ ।	৪৫	১৯
গয়া পুরোহিতদিগকে ব্রহ্ম কর্তৃক প্রদত্ত গ্রামাদি ও অভিশাপ ।	৪৭	৭

তৃতীয়াধ্যায়ঃ ।

ধর্মব্রতের উপাখ্যান ।	৫২	১
ধর্মব্রতের প্রতি মরীচিৎ শাপ ।	৫৯	১১
মরীচির প্রতি ধর্মব্রতের শাপ ।	৬০	৩
ধর্মব্রতের প্রতি দেবতাদিগের বরপ্রদান ও তৎ শিলাদ্ব প্রাপ্তি ।	৬২	১৮

চতুর্থাধ্যায়ঃ ।

ধর্মশিলায় নাহায়া কথন ।	৭১	১
রানতীর্থ কথন ।	৭৭	৯
যমবলি ও কাকবলি প্রদান । ..	৭৯	১
প্রেতশিলা বর্ণন ।	৮৯	৮
ভস্মকূটে জনার্দন নাহায়া । ...	৯৪	৫

নির্ঘণ্ট পত্র ।
পঞ্চম অধ্যায়ঃ ।

১৭

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি ।
বাক্তাবাক্ত গদাধর মূর্তিকথন ...	৯৭	১
গদা সমুৎপত্তি বিষয়ক গদা		
সুরোপাখ্যান .	৯	১১
এবং হেতিবোধোপাখ্যান ।	৯৮	১৭
ব্রহ্মকর্তৃক গদাধর স্তুতি ।	১০৪	৫
গদাধানে গদাধরাধিষ্ঠান ।	১০৮	১৪
গদাধর মহিমা ।	১০৯	১
শিবকর্তৃক গদাধর স্তব ।	১১০	৫

ষষ্ঠাধ্যায়ঃ ।

গয়াধাম যাত্রা বিধি	১১৪	১
এ প্রবেশপূর্বক শ্রাদ্ধ		
স্তান ক্রমঃ ।	১১৫	১১
অথ পিতৃ ঘোড়শী শ্রাদ্ধ ।	১২১	১৮
মাতৃ ঘোড়শী শ্রাদ্ধ ।	১২৭	১৯
গদাধরাদি দেবগণকে সাক্ষী- করণ বিধি ।	১৩২	১৬

সপ্তমাধ্যায়ঃ ।

পঞ্চতীর্থে প্রথম দিন কূতা । ...	১৩৫	১
সূর্য্য প্রণাম ।	১৩৬	৭
কক্কন্নান মন্ত্র ।	১৩৯	৭
গয়াশির নিরূপণ ।	১৪১	১
দ্বিতীয় দিন কূতা ।	৯	৭

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	পঞ্জি ।
অষ্টম প্রণাম ।	১৪২	৩
তৃতীয় দিন কৃত্য ।	১৪৪	১
চতুর্থ দিন কৃত্য ।	১৪৭	১
গয়ানির্দেশ ।	ঐ	১২
বিষ্ণু পাদপদ্মে পিণ্ডদান মহিমা ।	১৪৮	১৯
এবং কীৰ্ত্তিপাদিপদে পিণ্ডদান মহিমা ।	১৪৯	১
পুরাতন ইতিহাস কথন ।	১৫১	৭
গয়াশিরসি পিণ্ডদান মহিমা ।	১৫৫	১৪
পঞ্চমদিবস কৃত্য ।		
গদালোলে স্নান মাহাত্ম্য ।	১৫৬	১
অক্ষয়বট ও বটশায়ী ভগ-		
বানের মহিমা ।	১৫৬	২২

অষ্টম অধ্যায়ঃ ।

গয় বজ্রোপাখ্যান ।	১৬০	১
বিশাল রাজোপাখ্যান ।	১৬২	১৯
প্রোভ রাজোপাখ্যান ।	১৬৫	২০
সাবিত্রী তীর্থে সঙ্ক্যাকরণ মাহাত্ম্য ।	১৬৮	৪
মথতীর্থ ও বাশিষ্ঠতীর্থ কথন ।	১৭৭	২
ধেনুকারণ্য কথন ।	১৬৮	৭
বজ্রায়া কথন ।	১৭৯	৭
গয়োপাখ্যান পুস্তক মাহাত্ম্য		
এবং ফলশ্রুতি কথন ।	১৭৯	১৯

শ্রীশ্রীগয়ামাহাত্ম্য ।

ঋষিজুহু প্রতি বায়ুরুক্তি ।

বায়ুরূবাচ ।

অতউক্কং প্রবক্ষ্যামি গয়ামাহাত্ম্য মুত্তমং ।

যচ্ছ্রুত্বা সৰ্বপাপেভ্যো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১ ॥

জগৎপ্রাণ সমীরণ ঋষিগণ প্রতি কহিতেছেন । অতঃপর আমি সর্বোত্তম গয়াক্ষেত্রের মাহাত্ম্য কহি শ্রবণ করহ, যন্মাহাত্ম্য শ্রবণে নিঃসংশয় সর্ব প্রকার পাতকে লোক সকল পরিমুক্ত হয় ॥ ১ ॥

এই বায়ুপ্রোক্ত গয়ামাহাত্ম্য, যাহা নারদাদি ঋষি বৃন্দকে মহা-
যোগী সনৎকুমার পূর্বে কহিয়াছিলেন ; সনৎকুমার নারদ সংবাদে
গয়ামাহাত্ম্য সূচক উপাদেয়প্রস্তাব নৈমিষীয় বহুচ ঋষিগণকে
পুরাণবক্তা লোমহর্ষণপুত্র সূতগোস্বামী বিস্তার করিয়া কহি-
তেছেন ।

শ্রীসূতউবাচ ।

সনকাদ্যৈ মহাভাগৈ দেবর্ষিঃ সহনারদঃ ।

সনৎকুমারং পপ্রচ্ছ প্রণম্য বিধিপূর্বকং ॥ ২ ॥

হে ঋষয়ঃ ! একদা ব্রহ্মপুত্র দেবর্ষি নারদ সনকাদি মহাভাগ
ঋষি বৃন্দের সঙ্কীর্ণ ভগবান সনৎকুমারপ্রমে উপস্থিত হইয়া যথা

বিধি প্রণাম পুরঃসর যোগীশ্বর ব্রহ্মপুত্র সনৎকুমারকে এই শ্রদ্ধা
জিজ্ঞাসা করেন ॥ ২ ॥

নারদউবাচ ।

সনৎকুমার মেক্রাহিতীর্থং তীর্থোত্তমোত্তমং ।

তারকং সৰ্বভূতানাং পঠতাং শৃণুতাং তথা ॥ ৩ ॥

দেবর্ষি নারদ কহিতেছেন । হে সনৎকুমার ! এই ত্রিলোকে
সকল উৎকৃষ্ট তীর্থ হইতে সৰ্বভূত নিস্তারক কোন্ তীর্থ উৎকৃষ্ট
তম; যন্মাহাত্ম্য শ্রবণ পঠনে সৰ্ব জীবের নিস্তারক বিষ্ণুর পরম
পদে অধিগমন হয় ॥ ৩ ॥

সনৎকুমারউবাচ ।

বক্ষ্যে তীর্থবরংপুণ্যং আত্মাদৌ সৰ্বতারকং ।

গয়াতীর্থং সৰ্বদেশে তীর্থেভ্যোহপ্যধিকং শৃণু ॥ ৪ ॥

নারদের এই প্রশ্ন শ্রবণানন্তর যোগীশ্বর সনৎকুমার কহিতেছেন ।
বৎস ! স্বর্গ নর্তা পাতালাদি লোকত্রয় মধ্যে সৰ্বদেশস্থিত সকল
তীর্থ হইতে অভিশ্রেষ্ঠ, পবিত্র হইতে পবিত্রতম বরিষ্ঠক্ষেত্র গয়া
নামে তীর্থরাজ ; তদপেক্ষা কোন তীর্থই অধিকতর নহে, যেখানে
শ্রাদ্ধাদি করিলে জীবের পীরিত্রাণ হয় ; অতএব সৰ্বলোক তারক
সেই গয়াতীর্থের মহিমা বলিতেছি তোমরা সকলে সাবধানমনা
হইয়া শ্রবণ কর ॥ ৪ ॥

আত্মান দ্বারা পূৰ্ব্ব কল্পনাসূত্রে, পুরা বিবরণ সংক্ষেপে লিখি-
তেছি । তারক নামে এক উদ্ধত মহা অস্তুর ছিল, সেই তারকাস্তুর
শিবনন্দন কার্তিকের হস্তে বিনিহত হয় ; ঐ তারকের ধনামালী,
কমলাক্ষ ও ত্রিপুর নামে তিন পুত্র ; ধনামালীরপুত্র শুভ নিগুপ্ত,
কমলাক্ষের পুত্র সুহোপসুক্ষ, ত্রিপুরাস্তুরের পুত্র গয়াস্তুর ; সেই

গয়াসুর বিষয়বিত্ত্ব হইয়া এক কল্পমানে উপোধেষে লগ্ন হয়; তদ্বিবরণ বিস্তার করিয়া সনৎকুমার নারদকে কহিতেছেন, এই অবধি প্রকৃত গ্রহরহিত হইল । যথা—

গয়াসুর স্তপস্তপে ব্রহ্মণা ক্রান্তবেহর্ষিতঃ ।

প্রাপ্তশ্চ তশ্চ শিরসি শিলাং ধর্মোহুধারয়ৎ ॥ ৫ ॥

পূর্বকল্পে গয়া নামা অসুর সূদৃঢ় তপস্যা করেন, সেই অত্যাশ্রিতপঃ প্রভাবে সে অসুর স্বভাব পরিত্যাগ পূর্বক দেব প্রসাদে পবিত্র দেহ প্রাপ্ত হয়; ঐ পবিত্র দেহ প্রাপ্ত গয়াসুর, ব্রহ্মা কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া যজ্ঞ সাধন জন্য ব্রহ্মাকে আশ্রমদেহ প্রদান করেন; অনন্তর ধর্ম তাহার মস্তকোপরি এক বৃহৎশিলা সংস্থাপন করিয়া ছিলেন ॥ ৫ ॥

তত্র ব্রহ্মাকরোদ্ভাগঃ স্থিতশ্চাদি গদাধরঃ ।

কল্মষতীর্থাদিক্রপেণ নিশ্চলার্থ মহর্নিশং ॥ ৬ ॥

সেই গয়াসুরের মস্তকোপরি শিলাতে ব্রহ্মা স্বয়ং স্থিত হইয়া যজ্ঞ কর্ম সম্পন্ন করেন । আর দৈব বরোন্মত্ত সেই গয়াসুর পুনর্গা-ত্রোস্থান করতঃ পাছে জগতের অনিষ্ট করে, এতদাশঙ্কাসুন্দারে আদি দেব নারায়ণও গদাধর রূপে ঐ শিলাতে নিত্য অধিষ্ঠান করিয়া থাকিলেন; এবং তাহাকে নিশ্চল করিয়া রাখিবার নিমিত্ত অপর কল্মষতীর্থ রূপেও সেই নারায়ণ নিরন্তর শিলোপরি অবস্থান করিলেন ॥ ৬ ॥

গয়াসুরশ্চ বিপ্রেন্দ্র ব্রহ্মাদ্যৈ দৈবতৈঃসহ ।

কৃতযজ্ঞো দদৌব্রহ্মা ব্রাহ্মণেভ্যো গৃহাদিকং ॥ ৭ ॥

হে বিপ্রেন্দ্র ! দেবগণের সহিত গয়াসুরের শিরোপস্থি কৃতযজ্ঞ হইয়া ব্রহ্মা বজ্রাহত ব্রাহ্মণগণকে সেই ধর্মশিলাতে বাস করিবার নিমিত্ত গৃহাদি প্রদান করেন ॥ ৭ ॥

ভাংগিয়া । যখন ব্রাহ্মা স্বাক্ষর করেন তৎকালে কুশকণ্ঠাদিতে কয়েকটি ব্রাহ্মণকে নিম্নাণ করিয়াছিলেন ; সেই কুশকণ্ঠিত ব্রাহ্মণেরা মূর্ত্তিমান হইয়া যজ্ঞে অধিষ্ঠিত হন ; ব্রাহ্মা ঐ সকল ব্রাহ্মণকে বিবিধোপকরণ দ্বারা অর্চনা করতঃ গয়াশিরে ধর্ম্মশিলাতে বাস করানু ; এক্ষণে তাঁহারদিগের বংশোদ্ভূত হইয়া গয়ালী ব্রাহ্মণ রূপে গয়াতে বিখ্যাত আছেন । ফলিতার্থে তাঁহারা ব্রহ্মপুত্র নহেন, শুদ্ধ ব্রাহ্মর্চিত জন্য অদ্যাপিও ব্রাহ্মণাদি সকলের পূজা গ্রহণ করিয়া থাকেন ।

শ্বেতকম্পেতু বারাহে গয়ো যাগ মকারয়ৎ ।

গয়নাম্মা গয়াখ্যাতা ক্ষেত্রং ব্রহ্মাভিকাজ্জিতং ॥ ৮ ॥

গয়াসুর ব্রাহ্মাকে আত্ম শরীর প্রদান পূর্বক যে ক্ষেত্রে যজ্ঞ করাইয়াছিলেন, এই শ্বেতবরাহ কল্পে পূর্বে গয়রাজাও ঐ ক্ষেত্রে যজ্ঞ করেন; একারণ গয়নামাসুসারে এবং গয়াসুরাধিষ্ঠিত স্থানকে গয়াক্ষেত্র বলিয়া সর্ব্বদা বিখ্যাত করিয়াছেন । গয়াক্ষেত্র অতিপবিত্র স্থান, জগৎ পিতা প্রজাপতি ব্রহ্মারও সর্ব্বতোভাবে প্রাথনীয় হইয়াছেন ॥ ৮ ॥

কাজ্জক্স্তিপিতরঃ পুত্রান্নরকাস্তম্ভীরবঃ ।

গয়াং যাস্ততি যঃ পুত্রঃ সনন্তাতা ভবিষ্যতি ॥ ৯ ॥

নরক ভয়ে ভীত পিতৃগণেরা বহু পুত্রের প্রার্থনা করিয়া থাকেন । কেননা তন্মধ্যে কোন এক পুত্র যদি গয়াতে গমন করে, তবে সেই পুত্রই আগাদিগের নরকার্ণব হইতে পরিত্রাণের কারণ হইবে ॥ ৯ ॥

গয়াপ্রাপ্তং সূতং দৃষ্ট্বা পিতৃণা যুৎসবোত্তবেৎ ।

পশ্চ্যামপি জলং স্পৃষ্ট্বা মোহম্মত্যং কিং নদাস্ততি ॥ ১০ ॥

গয়াধাম প্রাপ্ত পুত্রকে দেখিয়া পিতৃলোকদিগের মহা উৎসব হয় ; অর্থাৎ তাঁহারা পরমোৎসাহিত চিত্ত হন । কেননা পিতৃগণেরা সর্ব্বদাই মানস করেন, যে পুত্রগণেরা গয়াধামে গিয়া বদ্যাপি পানদ্রব্য দ্বারা

তীর্থ জলকে স্পর্শ করে, তবেই আমরাগকে কি না দেওয়া হইবে ? অর্থাৎ এমনি পিতৃ তীর্থের গৌরব যে তাহারা কি স্নান তর্পণাদি না করিবে ? অবশ্যই করিবে ইত্যাদিপ্রায়ঃ ॥ ১০ ॥

গয়াং গয়ায় দাতা যঃ পিতরোস্তেন পুত্রিণঃ ।

পক্ষত্রয় নিবাসীচ পুনাত্য সপ্তমংকুলং ॥ ১১ ॥

যে পুত্র গয়াধামে গমন করতঃ পিতৃলোকের উদ্দেশে অন্নদান করেন, সেই কক্ষ জন্য তাঁহার পিতৃলোকের পুত্রবান রূপে প্রতিষ্ঠিত হন। নচেৎ বহুপুত্র সত্ত্বেও তাঁহাদিগকে অপুত্রক কহিতে হয়। যে ব্যক্তি গয়াক্ষেত্রে গমন করতঃ যদি তথায় পক্ষত্রয় বাস করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার পিতৃ মাতৃ পক্ষীয় আসপ্তম কুলপর্যন্ত পবিত্র হয় অর্থাৎ পক্ষত্রয় নিবাসী ব্যক্তি পিতৃপক্ষে সপ্তম ও মাতামহপক্ষে সপ্তম পুরুষকে উদ্ধার করেন ॥ ১১ ॥

নচেৎ পঞ্চাদশাহংবা সপ্তরাত্রং ত্রিরাত্রকং ।

মহাকল্পকৃতং পাপং গয়াংপ্রাপ্য বিনশ্চতি ॥ ১২ ॥

যদি দ্বিপক্ষ বাসে অক্ষম হন, তবে এক পক্ষও বাস করিবেন, তদ-
গক্ষে এক সপ্তাহ, তদশাক্ষে ত্রিরাত্র বাস করিলেও গয়া প্রাপ্ত ব্যক্তির
মহাকল্পকৃত পাপ সকল বিনষ্ট হয় ॥ ১২ ॥

পিণ্ডদ্ব্যচ পিত্রাদে রাঅনোহপি তিলৈর্গিণা ।

ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তন্যং গুর্বাঙ্গনাগমঃ ।

পাপংতৎ সজ্জংসর্বং গয়াশ্রাদ্ধাধীনশ্চতি ॥ ১৩ ॥

গয়াক্ষেত্রে পিত্রাদির পিণ্ডদান করতঃ তিল বর্জিত আপনার
পিণ্ড প্রদান করিলে, গয়া শ্রাদ্ধাধীন ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, স্তন্য,
গুর্বাঙ্গনা গমনাদি জমিত মহাপাতক, এবং তৎসংসর্গজ পাত-
কাদি সকল আশু বিনষ্ট হয় ॥ ১৩ ॥

আত্মকোইপ্যন্যকোবাপি গয়াভূমৌ যদাতদা ।

যস্মান্ন পাতয়েৎপিণ্ডং তন্নয়েৎ ব্রহ্মশাস্ততং ॥ ১৪ ॥

আগনার উৎসজাত পুত্র বা অন্য দ্বাদশ প্রকার পুত্রের মধ্যে কোন এক পুত্র হউক, যদি গয়া ভূমিতে যৎকালে যাহার নামে পিণ্ড প্রদান করে, তবে ঐ পিণ্ডদান ফলে সেই ব্যক্তি তাহাকে তৎক্ষণাৎ নিত্যশাস্ত তদ্বিক্রম পরমপদ প্রাপ্ত করায় ॥ ১৪ ॥

নামগোত্র সমুচ্চাৰ্য্য পিণ্ডপাতন মীক্ষতে ।

যেন কেনাপি কস্মৈচিৎ সযাতি পরমাংগতিং ॥ ১৫ ॥

অপর গয়াক্ষেত্রে সম্বন্ধাপেক্ষা করিবার প্রয়োজনাত্মক । গয়াধাম কেবল পিণ্ড পাতনের প্রতিই দৃষ্টি করিয়া থাকেন; অর্থাৎ যে কোন ব্যক্তি যে কোন ব্যক্তির নাম গোত্র উচ্চারণ পূর্বক পিণ্ডদান করিলেই তাহার পরমাংগতি লাভ হয়; অর্থাৎ তদ্বিক্রম পরমপদে তাহার গমন হয় ॥ ১৫ ॥

ব্রহ্মজ্ঞানং গয়াশ্রাদ্ধং গোগৃহেমরণং তথা ।

বাসঃপুংসাং কুরুক্ষেত্রে মুক্তিরেষা চতুর্বিধা ॥ ১৬ ॥

ব্রহ্মজ্ঞান, গয়া শ্রাদ্ধ, গোশালাতে প্রাণ পরিত্যাগ করণ, এবং কুরুক্ষেত্রে অবস্থিতি করণ, জীবের মুক্তির পক্ষে এই কারণ চতুষ্টয় নির্ণীত আছে ॥ ১৬ ॥

ইহার তাৎপর্য্য । গোশালায় প্রাণ ত্যাগ করণ সামান্য গোগৃহ নহে, ইহাতে গোশালা উপলক্ষ্য মাত্র, কলতঃ ব্রহ্মভূমে মরণ, আর কুরুক্ষেত্রে বাসে মুক্ত্য সাক্ষাৎ মোক্ষপ্রাপ্ত হয়; বস্তৃতঃ মরণ অতি কঠিন তাহার ঘটনা ইচ্ছামত হইতে পারে না । বেদান্তাদি শাস্ত্র সিদ্ধ শমদমাদি সাধন সম্পন্ন যে পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞান সেই জ্ঞানকেই ব্রহ্মজ্ঞান বলেন, ঐ ব্রহ্মজ্ঞানই মোক্ষ প্রতিপাদক হয় ।

কিন্তু তদপেক্ষা সুলভ সাধা গয়া শ্রাদ্ধকে আশু মুক্তির কারণ মান্য
করিতে হইবে; অতএব গয়াক্ষেত্রে পিতৃশ্রাদ্ধ করা জীবন্ত অত্যন্ত
আবশ্যক হয়। যথা।

ব্রহ্মজ্ঞানেন কিং সাধ্যং গোগৃহেমরণেন কিং।

বাসেন কিং কুরুক্ষেত্রে যদি পুত্রো গয়াং ব্রজেৎ ॥ ১৭ ॥

যদি পুত্রবান ব্যক্তির পুত্র গয়াতে গিয়া পিণ্ডদান করে, তবে
তাহার মুক্তির উপায়ীভূত ব্রহ্মজ্ঞানের আর প্রয়োজন কি? ও
গোগৃহে মরণের ইবা আবশ্যক কি? এবং কুরুক্ষেত্রে বাসের ইবা
বিশেষ ফল কি? অর্থাৎ কিছুই কিছু নহে, এক গয়া শ্রাদ্ধেই সম্যক
শান্তি লাভ হয় ॥ ১৭ ॥

গয়ায়াং সর্বকালেযু পিণ্ডদন্য দ্বিচক্ষণঃ।

অধিমাংসে জন্মদিনে চান্তেপি গুরুশুক্রেয়োঃ।

নতাস্তব্যঃ গয়াশ্রাদ্ধং সিংহস্থেপি বৃহস্পতৌ ॥ ১৮ ॥

বিচক্ষণ মনুষ্যেরা গয়াতে সর্বকালেই পিণ্ডদান করিবেন; তাহাতে
শ্রাদ্ধকালের বিচার নাই। অর্থাৎ মলমাস কি জন্মদিন বা গুরু
শুক্রেবৃদ্ধান্ত বালো যে অশুভকাল হয়, এবং বৃহস্পতি সিংহ-
বাশিস্থ হইলে যে অপ্রশস্ত কাল হয়, তাহাতেও গয়াশ্রাদ্ধতাগ
করিবে না; যেহেতু গয়াশ্রাদ্ধ প্রতি অকাল প্রতিবন্ধক হয় না ॥ ১৮ ॥

তথা দৈব প্রমাদেন প্রবহন্তু ব্রাহ্মণাঃ।

পূতঃ কৰ্ম্মাধিকারীচ শ্রাদ্ধকৃত্ত্বক লোকভাক্ ॥ ১৯ ॥

যদি দৈব প্রমাদ বলতঃ আপৎকাল উপস্থিত হইলে, বা ক্ষত
পীড়িত ব্যক্তি রক্ত পুণ্যাদি অবজনা দোষেদূষিত হইলেও গয়া-
শ্রাদ্ধ করিতে সে পরমপবিত্র রূপে অধিকারী হয়। বরং না করায়
প্রত্যাচারী শ্রাদ্ধ করিলে শ্রাদ্ধ কৃৎপুরুষ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয় ॥ ১৯ ॥

প্রীত্যাশ্রয়কৃত্ত কর্তব্যং সর্বেষাং বর্ণালঙ্কিতাং ।

এবং কুর্কব্ধমরঃ সম্যক্ মহতীং শ্রিয়মাণুয়াং ॥ ২০ ॥

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি সকল বর্ণের পক্ষেই প্রীতিপূর্বক গয়াশ্রদ্ধ অবশ্য কর্তব্য ; শ্রীকৃষ্ণ পূর্বক গয়াতে শ্রদ্ধা করিলে শ্রদ্ধাকৃতপুরুষ মহতী শ্রীপ্রাপ্ত হয়,—মহতী শ্রীপদে যোক সম্পত্তি লাভে সমর্থ হয় ॥ ২০ ॥

সকুংগর্যভিগমনং সকুংপিণ্ডস্তা পাতনং ।

হুগ্নভং কিং পুনর্নিত্য মন্মিমেব ব্যবস্থিতঃ ॥ ২১ ॥

ক্ষাপ্যক্রমে গয়াধামে একবার গমন ও একবার পিণ্ডদান করাই জীবের হুগ্নভ, তাহাতে সেই গয়াধামে নিত্য অবস্থিতি করিয়া যে ব্যক্তি পিতৃলোকের উদ্দেশে নিত্য পিণ্ডদান করে, তাহাতে সেই ব্যক্তির যে কি কপ ফললাভ হয়, ইহা কোনমতেই বলবার সাধ্য নাই ॥ ২১ ॥

প্রমাদা ম্মু যতে ক্ষেত্রে ব্রহ্মাদৈ্য মুক্তিদায়কৈঃ ।

ব্রহ্মজ্ঞানো ল্যথামুক্তি লভ্যাতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২২ ॥

ব্রহ্মাদি মুক্তিপ্রদায়ক ঈশ্বরগণ কর্তৃক পরিসেবিত সে গয়াধাম, সেই গয়াক্ষেত্রে প্রমাদ বশতঃ অর্থাৎ দৈবদুর্ঘটন বিষয়ে ইটাত্ যদি কেহ জীবনোপন্যাস করে, তবে ব্রহ্মজ্ঞানাত্মী যাদৃশী মুক্তিলাভ হইয়া থাকে, তাহারও তাদৃশী মুক্তিলাভ হয় ॥ ২২ ॥

কীকটাদি মৃতানাঞ্চ পিতৃণাং তারণায় চ ।

তস্মাৎ সর্বযজ্ঞেন বস্তব্যং সবিচক্ষণৈঃ ॥ ২৩ ॥

কীকটাদি কুৎসিতদেশে মৃতপিতৃগণের সমুদ্বরণার্থ এবং আত্ম পরিভাণার্থেও বটে, এই মৃতপিতৃগণের সর্বপ্রকার প্রযত্নসহকারে গয়াধামে নিত্য বাস করা কর্তব্য; যেহেতু গয়াক্ষেত্র বিচক্ষণদিগের নিত্য বাসের উপযুক্ত স্থান হয় ॥ ২৩ ॥

ব্রহ্ম প্রকৃষ্পিতান্ বিপ্রান্ হব্য কব্যাদিনার্চয়েৎ ।

তৈস্ত্বৈ স্তোষিতাঃ সর্বাঃ পিতৃভিঃ সহদেবতাঃ । ২৪

গয়াধামে গিয়া আদ্বাদি করতঃ ব্রহ্মকর্তৃক পূর্বকল্পিত ব্রাহ্মণ-
গণকে যথা বিধি হব্য কব্যাদি দ্বারা অর্চনা করিবেন কেন না
ব্রহ্মার্চিত ঐ সকল ব্রাহ্মণেরা পরিতুষ্ট হইলেই, পিতৃলোকের
সহিত সমস্ত দেবতারা পরিতুষ্ট হইবেন ॥ ২৪ ॥

মুণ্ডনধোপবাসশ্চ সর্বতীর্থেষু যঃ বিধিঃ ।

বর্জয়িত্বা কুরুক্ষেত্রং বিশালাং বিরজাংগয়াং ॥ ২৫ ॥

সকল তীর্থেতেই শিরোমুণ্ডন ও উপবাসাদি করণ বিধি হয়,
কেবল কুরুক্ষেত্রে, বিশালাতীর্থে অর্থাৎ বদরিকাশ্রমে আর দক্ষিণ
বিরজাতীর্থে, এবং গয়াক্ষেত্রে তাহার নিষেধ আছে, অর্থাৎ
অন্য তীর্থের ন্যায় গয়াধামে মুণ্ডন উপবাসাদি ব্যতীত যে কোন
অবস্থায় পিণ্ডদান করিলেই সূক্ষ্ম হয় ॥ ২৫ ॥

তাৎপর্য।—পিতৃতীর্থ গয়াতে পিতৃউদ্দেশে শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডপ্রদান
করাই মুখ্যকার্য্য। মুণ্ডনক্ষতা শোচ হয়, এবং শ্রাদ্ধকৃত পুরুষের
শেষ ভোজনের বিধি আছে, স্মরণ্য উপবাস করিলে শেষ ভোজন
করা হয় না, তদভাবে শ্রাদ্ধও পণ্ড হইয়া যায়, একারণ গয়াতে
মুণ্ডনোপবাসের বিধি করেন নাই ॥

দণ্ডং প্রদর্শয়েন্তি কুর্নয়াংগস্তান পিণ্ডদঃ ।

দণ্ডনাস্তা বিষ্ণুপদে পিতৃভিঃ সমুচ্যতে ॥ ২৬ ॥

ভিক্ষুকশ্রমী দণ্ডীগণেরও পিতৃলোকের উদ্ধারার্থ গয়াক্ষেত্রে
গমন করা কর্তব্য; যেহেতু সর্বসম্মান হোনেও ঘোষীর গয়া-
ক্ষেত্রে ভিক্ষা নহে, ইত্যাদি মাত্র।

বহুভাষী ব্যক্তির প্রতি পিণ্ডদানের বিধি নাই; তাঁহারি গয়া-
ধামে গিয়া পিণ্ডদান না করিয়া কেবল দণ্ডমাত্র দর্শন করাইবেন;
এবং একবার বিষ্ণুপাদপদ্মে দণ্ডন্যাস করিলেই অর্থাৎ বিষ্ণু পদে
একবার দণ্ড স্পর্শ করাইলেই পিতৃলোকের সহিত তাঁহাদিগের
পরিমুক্তি হয় ॥ ২৩ ॥

নন্দগৌ কিলিষৎ ধত্তে পুণ্যং বা পরমার্থতঃ ।

অন্তঃসর্বক্ৰিয়াংত্যন্তা বিষ্ণুং ধ্যায়তিভাবুকঃ । ২৭ ।

পরমার্থ চিন্তন জনা দণ্ডিব্যক্তি পাপ এবং পুণ্য এতদুভয়কেই
ধারণ করেন না। অতএব তাঁহারা সর্বক্রিয়াকে পরিত্যাগ করিয়া
একমাত্র সারায়ণকেই নিবন্তর ভাবভরে অমুখ্যান করেন । ২৭ ॥

সংন্যাসেৎ সর্বকর্মাণি বেদমেকং নসংত্যজেৎ । ২৮ ।

দণ্ডিব্যক্তির সকল কর্মকেই পরিত্যাগ করিবেন, কিন্তু একমাত্র
বেদই দণ্ডিদিগের অপরি ত্যজ্য হয়; অর্থাৎ দণ্ডিরা কেবল এক বেদ
কেই পরিত্যাগ করিবেন না । ২৮ ॥

অতরাং দণ্ডীগণেরা গয়াক্ষেত্র গমন করিবেন, কিন্তু বিষ্ণুপদে
দণ্ডন্যাস বাজীত পিণ্ডদানাদি কোন ক্রিয়াই তাঁহাদিগের পক্ষে
করণীয় নহে ॥ • ॥

গয়া-সীমা বর্ণন ।

ব্রহ্মপৃষ্ঠাচ্চ পূর্বোন্মিন্ পশ্চিমে দক্ষিণোত্তরে ।

সর্পিং ক্রোশহয়ং মানং গয়েতি ব্রহ্মণেরিতং ॥ ২৯ ॥

ব্রহ্ম পৃষ্ঠ ইহিতে পূর্ব, পশ্চিম, ও উত্তর দক্ষিণ এই চতুঃসীমা
বদ্ধের মধ্যে লাক্ষিক্রোশ বর্ষা যে স্থান তাহার নাম গয়া, ইহা ব্রহ্ম-
পৃষ্ঠা হইয়াছে ॥ ২৯ ॥

মুণ্ডপুষ্ঠপদে গয়াসুরের মস্তকে মধ্য ভাগ হইতে পূর্ব, পশ্চিম
উত্তর, দক্ষিণ, সীমাপর্যন্ত সাড়ে দুই কোশক্ষেত্র গয়ানামে ব্যাপ্ত,
অর্থাৎ পূর্ব পশ্চিম আড়াই কোশ এবং উত্তর দক্ষিণ আড়াই কোশ
এই মাত্র গয়ার পরিমাণ হয় ॥

পঞ্চকোশং গয়াক্ষেত্রং ক্রোশমেকং গয়াশিরঃ ।

তন্মধ্যে সর্বতীর্থানি ত্রৈলোক্যে ষানিসম্ভিবে ॥ ৩০ ॥

এই মুণ্ডপুষ্ঠের পূর্ব পশ্চিম ও উত্তর দক্ষিণ সীমাক্রমে দীর্ঘ-
প্রস্থ পরিমাণে পঞ্চকোশ গয়াক্ষেত্র, তন্মধ্যে এককোশ পরিমিত
গয়াসুর মস্তক হয় ; এতৎ পঞ্চকোশী গয়ার মধ্যে জিলেকী তলস্থ
সমস্ত তীর্থই অধিবাস করেন ॥ ৩০ ॥

শ্রাদ্ধকুলো গয়াক্ষেত্রে পিতৃণামনুগোহি সঃ ।

শিরসি শ্রাদ্ধ কুলস্থ কুলানাং শতমুদ্রদ্বয়ং ॥ ৩১ ॥

এই মহীয়ান্ তীর্থরাজ গয়াক্ষেত্রে যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধ করে, সেই
ব্যক্তি শাস্ত্রাজ্ঞাহুসারে পিতৃকণ্ঠে পরিমুক্ত হয় । এতদ্ভিন্ন ক্রোশমাত্র
পরিমিত গয়াশিরে যে ব্যক্তি পিতৃশ্রাদ্ধ করে, সে ব্যক্তি স্বীয়
একশত কুলের উদ্ধরণ কর্ত্তা হয় ॥ ৩১ ॥

গৃহাচ্চলিত মাত্রেণ গয়ায়াং গমনং প্রতি ।

স্বর্গারোহণ সোপানং পিতৃণাঞ্চ পদে পদে ॥ ৩২ ॥

গয়াধামে গমনার্থে সমুদেয়াগী হইয়া গৃহ হইতে বহির্গত মাত্রে
তাহার প্রতিপদ বিক্ষেপই পিতৃলোকনিগের স্বর্গারোহণের সোপান
বদ্ধ হয়, অর্থাৎ স্বর্গ গমনের শিড়ি বাঁধা হয় ॥ ৩২ ॥

পদে পদেই শ্রমেধস্য বৎকলং গচ্ছতো গয়াং ।

তৎকলঞ্চ ভবেন্ন গাং সমগ্রং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৩ ॥

অন্যমেব যজ্ঞের যে কল হয়; অন্যথামে সমসংক্রান্তিভেদে পদে
পদে সেই অর্থমেব ক্রমিত সমগ্র কললাভ হইয়া থাকে; ইহাতে
স্বপ্নর আঁক নাই ॥ ৩৩ ॥

পিতৃসম্বন্ধী কথন ।

দায়সেনাথ চকুণা শক্তুনা পিষ্টকেন বা ।

ততুলৈঃ কলমূলানৈর্গয়ায়া° পিতৃপাতনং ॥ ৩৪ ॥

গয়ায়ামে পিতৃদানে এই সকল দ্রব্য উক্ত আছে । যথা পায়স
দ্বারা বা চকু পাক করিয়া তদ্বারা, কি শক্তু দ্বারা, অথবা ততুল কি
কলমূলাদি, ইহাব যে কোন দ্রব্য দ্বারা গয়াতে পিতৃপ্রদান কবিতে
পারে ॥ ৩৪ ॥

তিলাজ্য দধিমহাদি পিতৃদ্রব্যেষু যোজয়েৎ ।

স্তুতিমাত্র প্রমাণেন আত্মমিলক মাত্রতঃ ।

শমীপত্র প্রমাণেন পিতৃং দদ্যাদগয়াশিরে ॥ ৩৫ ॥

উদ্ধরেৎ সপ্তগোত্রাণি কুলমেকোত্তরং শতং ॥

উপর্য উক্ত পিতৃদ্রব্যেতে তিল মধু হৃত দধি প্রভৃতি যুক্ত করিয়া
একমুষ্টি প্রদান, বা পকু আমলকী কলমাত্র প্রমাণ অথবা শমীপত্র
প্রদান দ্বারা গয়াশিরে পিতৃদান করিবে । তাহাতেই পিতৃদাতার
কপ্তগোত্র ও একোত্তর শতকুলের সমাকু উদ্ধার হয় ॥ ৩৫ ॥

কৈবলকৈকম খণ্ডেন গুড়েন সহৃতেন বা ।

কৈবলেনৈবদগ্না বা তুর্কেন মধুনাথবা ॥ ৩৬ ॥

পূর্বোক্ত দ্রব্যনির অভাবে কৈবল্য তিলকলক দ্বারা বা কৈবল
গুড় কি গুড় বা কৈবল্য হৃত দ্বারা অথবা তুর্ক মধু কি হুই দ্বারা
কৈবল্য পিতৃকলনা করিয়া প্রদান করিবেক ॥ ৩৬ ॥

পিন্যাকং সমুত্তং খণ্ডং পিতৃভোজ্যং মিত্রভ্যং

ইহ্যভে বাপ্তরে ভোজ্যং হবিষ্যং মনুরব্রবীৎ ॥ ৩৭ ॥

সমুত্তং, সমুত্তং পিন্যাক অর্থাৎ তিলকঙ্কের পিতৃমাত্র পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে প্রদান করিলেও তাঁহারদিগের অক্ষয় কললাত হয়; এবং তীর্থপ্রাপ্তে এই সকল হবিষ্যাদ প্রাপ্তে পিতৃলোকের পূজা ও ভোজ্যাদান করিবে, ইহা মনু কহিয়াছেন। অর্থাৎ ইহাই শাস্ত্রবিহিত হবিষ্যাদ হয় ॥ ৩৭ ॥

একতঃ সর্ববস্তুনি রসবন্তি মধুনি হি ।

মুহু গদাধরোজ্জ্বলঃ কঙ্কতীর্থামু চৈকতঃ ॥ ৩৮ ॥

যদ্যপি উপরি উক্ত বস্তু সকলের অভাব হয়, তবে সর্বরস বিশিষ্ট কেবল এক মধু মাত্র দান করিলেও সিদ্ধ হয়, তদভাবে কঙ্কতীর্থের জলেও তৎফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। কেননা একদিকে মধু ও একদিকে কঙ্ক তীর্থের জল সমতুল্য; সুতরাং মধুর অভাব হইলে ত্রীগদাধরের পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া কেবল কঙ্ক তীর্থের জল দ্বারা পিতৃদানাদি করিলেও প্রাক্ত সুসিদ্ধ হইবৈক ॥ ৩৮ ॥

পিণ্ডাসনং পিণ্ডদানং পুনঃ প্রত্যাবনে জলং ।

দক্ষিণাচান্ন সংকল্পং তীর্থপ্রাক্বেদ্যরং বিধিঃ ॥ ৩৯ ॥

তীর্থাদিতে প্রাক্বেদ্য করিতে হইলে অনাত্মের মত সম্যক্ তত্ত্বজ্ঞানের অপেক্ষা করে না, কেবল পিণ্ডাসন, ও পিণ্ডদান, পুনঃ প্রত্যাবনে জল, এবং দক্ষিণা আর অন্ন সংকল্প, এই মাত্র তীর্থ প্রাক্বেদ্য বিধি হয় ॥ ৩৯ ॥

নাবাহনং নদিত্রয়ো নদোযৌ দৃষ্টি সত্ত্বয়ঃ ।

সকাক্ষ্যেন কর্তব্যং তীর্থপ্রাক্বেদ্যং বিচক্ষণৈঃ ॥ ৪০ ॥

তীর্থপ্রাপ্তি পিতৃলোকের আবাহনের অপেক্ষা করে না, এবং
দিগ্‌ব্রজ করিবার আবশ্যক নাই, এতদ্বিন শূদ্রাদি অপরাধের জাতি
দর্শনজনিতদোষও তীর্থপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধক নহে। কেবল সতরূপ
চিত্তে বিচক্ষণদিগের দ্বারা গয়াদি তীর্থে এক প্রাক্ক কৰ্ম্মই সম্পাদনীয়
হয় ॥ ৪০ ॥

অন্যত্রাবাহিতঃ কালে পিতরোযান্ত্যমুং প্রতি ।

তীর্থে সদাবসন্ত্যেতে তস্মাদাবাহনং নহি ॥ ৪১ ॥

অন্যত্র প্রাক্কালে পিতৃগণ আবাহিত হইলে প্রাক্কবহানে
গমন করেন, কিন্তু তীর্থস্থলে তাঁহাদিগের সর্কট বাস, একারণ
তীর্থপ্রাক্ক কালে পিতৃদিগের আবাহন নাই ॥ ৪১ ॥

তীর্থপ্রাক্কং প্রযচ্ছতিঃ পুরুষৈঃ কলকাজিক্রিতিঃ ।

কামং ক্রোধং তথালোভং ত্যক্ত্ব। কার্যাক্রিয়ানিশং ॥ ৪২

তীর্থপ্রাক্ক কৃত কলকাজিক পুরষদিগের কাম ক্রোধ এবং লোভে-
জিয়াক পরিত্যাগ করতঃ অতন্ত্রিত ক্রিয়া কর্তব্য হয়, তাহা না
হইলে সংপূর্ণ রূপ প্রাক্কের কল প্রাপ্তি হইতে পারে না ॥ ৪২ ॥

ব্রহ্মচর্য্যেক ভোজীচ ভূশাগ্নী সত্যবাক্ শুচিঃ ।

সর্কভূত হিতৈরক্তঃ সতীর্থ কলমল্পুতে ॥ ৪৩ ॥

ব্রহ্মচর্য্য একভোজী, ভূশাগ্নী, সত্যবাদী শুচি, এবং
সর্কভূতের হিতৈরক্ত হয়, সেই ব্যক্তিই সম্যক্ রূপ তীর্থের
কললাভ করিতে পারে, নুচেৎ সমস্ত ক্রিয়াই বিফল হয় ॥ ৪৩ ॥

তীর্থান্যন্তু সর্কধীরঃ পাবণ্ডঃ পূর্বতন্ত্যজেন্ ॥

পাবণ্ডং তচ্চবিজ্ঞেয়ং বহুবৈ কামকারতঃ ॥ ৪৪ ॥

তীর্থস্থগামী ধীর ব্যক্তি সকল তীর্থে অধিবাস করিবার পূর্বেই
পাবণ্ড তাগ করিবেন, যে ব্যক্তি কামকারে দেখাচারে কৰ্ম

সম্পন্ন করে, অর্থাৎ শাস্ত্র বিরুদ্ধ যথেষ্টাহারি, যথেষ্টাচার ও যথেষ্টা
পূর্যক বিহারাদি করিয়া থাকে, তাঁহাকেই সকলে পাষণ্ড বলেন ।
সুতরাং সন্ন্যাসীর্থে পাষণ্ডধর্ম ভাগ করা কর্তব্য ॥ ৪৩ ॥

তীর্থেষু যে নরাধীরাঃ কর্মকুর্কন্তু সদাভাঃ ।

যথা ব্রহ্মবিদোবেদাং বস্তুচানন্য চেতসঃ ॥

প্রবিশন্তি পরেশাখ্যং ব্রহ্ম ব্রহ্ম পরামর্শাঃ ॥ ৪৫ ॥

যে সকল মনুষ্যেরা সাধুস্বভাবাপন্ন হইয়া তীর্থস্থানে সমস্তকর্ম
সম্পন্ন করেন । ব্রহ্মভিন্ন অনাচিন্তা রহিত; বেদবিৎ ব্যক্তিদিগের
বেদা বস্তু যে পরব্রহ্ম, তাঁহা ত যেমন ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তিরা প্রবেশ
করেন, সেইরূপ ঐ তীর্থপ্রাক্কর্য পুরুষও পরব্রহ্মেতে লয় প্রাপ্ত
হন ॥ ৪৫ ॥

যান্তে বৈতরণীনাম নদী ত্রৈলোকা বিশ্রুতা ।

সাবতীর্ণা গয়াক্ষেত্রে পিতৃণাং তারণায় বৈ ॥

স্নাতোগোদো বৈতরণ্যাং ত্রিঃসপ্ত কুলমুন্ধরেৎ ॥ ৪৬ ॥

ত্রিলোক মধ্যে বিখ্যাত। যে বৈতরণী নামে নদী আছে, তিনি
পিতৃলোকদিগের পরিহ্রাণের নিমিত্ত গয়াক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া-
ছেন । সেই বৈতরণীতে স্নান এবং গোপ্রদানাদি করিলে মাতার
ভিন্ন সপ্তকুল উদ্ধার হয়, অর্থাৎ পিতৃ মাতৃ স্বশুভাদির তিনকুলে সপ্ত
সপ্ত সংখ্যায় একবিংশতি পুরুষের উদ্ধার হয় ॥ ৪৬ ॥

তথাক্রম বটং গজা বিপ্রান্ সন্তোষয়িষ্যতি ।

ব্রহ্মপ্রকম্পিতান্ বিপ্রান্ হব্য কব্যা দিমার্চয়েৎ ।

তৈস্ত্বকৈ স্তোষিতাঃ সর্বাঃ পিতৃভিঃ সহদেবতাঃ । ৪৭

গয়াধামে সন্নিহিত অক্ষয় বটের নিকটে গিয়া জোজনাদি প্রদানে
ব্রাহ্মণদিগকে সন্তোষ করিবেন, এবং ব্রহ্মকম্পিত গয়ালী ব্রাহ্মণগণকে

হব্য কবাচি দ্বারা এবং অশন বসনাদি দ্বারা দানমানে অথাবিধি
পূজা করিবেন। যেহেতু এই সকল ব্রাহ্মণেরা তুচ্ছ হইলেই পিতৃ-
গণের সহিত দেবতার পরিভুক্ত হইবেন ॥ ৪৭ ॥

গয়াসাহাঃ নহি তৎস্থানং যত্র তীর্থং নবিদ্যতে।

সান্নিধ্যং সর্বতীর্থানাং গয়াতীর্থং ততোবরং ॥ ৪৮ ॥

গয়াধামে এতদ্ব্যতীত কোন স্থান দৃষ্ট হয় না, যে সেখানে কোন তীর্থ
নাই; গয়াক্ষেত্রে সর্ব তীর্থগণের অধিষ্ঠান আছে, একারণ সর্ব
তীর্থ হইতে গয়াধাম শ্রেষ্ঠতম হইবে ॥ ৪৮ ॥

মীনেমেষে স্থিতে সূর্য্যো কন্যায়াং কান্মুকে ঘটে।

চুন্ন ভং ত্রিষুলোকেষু গয়ায়াং পিণ্ডপাতনং ॥ ৪৯ ॥

মীন, মেঘ, কন্যা, ধনু, এবং কুম্ভরাশিহ সূর্য্য অর্থাৎ চৈত্র,
বৈশাখ, আশ্বিন, পৌষ, এবং ফাল্গুন মাসে গয়াতে পিণ্ডদান করা
ত্রিলোকীতলে অতি চুন্ন ভতর হয় ॥ ৪৯ ॥

তাৎপর্য্য। গয়াক্ষেত্রে সর্বকালই পিণ্ডদানের বিধি কিন্তু এত
কয়েক মাসে পিণ্ডদানের ফলাধিক্য মাত্র কহিয়াছেন, পিতৃগণেরা
অন্য সময়পেক্ষা এই কয় সময়কে অতি চুন্ন ভ বলিয়া মানা
করেন ॥ ৪৯ ॥

মকরে বর্জমানেষ গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।

চুন্ন ভং ত্রিষুলোকেষু গয়াশ্রাদ্ধং সূচুন্ন ভং ॥ ৫০ ॥

বিশেষতঃ মকর রাশিহ ভাদ্রমাসে, গয়াশ্রাদ্ধ চুন্ন ভ, তাহাতে
চৈত্র বা সূর্য্যের গ্রহণকালে যদি গয়াতে পিণ্ডদান করে, তবে সেই
পিণ্ড পিতৃলোকের চুন্ন ভ হইতেও সূচুন্ন ভ হয় ॥ ৫০ ॥

তাৎপর্য্য। মকর রাশিহ সূর্য্য যদি চন্দ্র বা সূর্য্যগ্রহণ হয়, তৎ-
কালে শ্রাদ্ধ করিই চুন্ন ভ, গয়াশ্রাদ্ধ সূচুন্ন ভ হয় ॥ ৫০ ॥

গয়ায়ানং পিণ্ডদানেন যৎফলং লভতে নরঃ ।

নতচ্ছ্রুত্বাং মম্বাবক্তুং কল্পকোটি শতৈরপি ॥ ৫১ ॥

গয়াক্ষেত্রে পিণ্ডদান করিলে মানবদিগের যে ফললাভ হয়, তাহা আমি শতাব্দীকটি কল্পেও বলিতে শক্তি হই না ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীবায়ুপুরাণে সূতশৌনক সংবাদে বায়ুপ্রোক্ত

গয়ামাহাত্ম্য বর্ণনে পিণ্ড দান ফলকথনং

প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

বেদব্যাস প্রণীত বায়ুপুরাণ তাহাতে সূতশৌনকাদি ঋষি সংবাদে বায়ুকর্তৃক উক্ত গয়াদামের মাহাত্ম্য কথনে পিণ্ডদান ফল কথন নামে প্রথম অধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

নারদউবাচ ।

গয়ামুরঃ কথংজাতঃ কিপ্রভাবঃ কিমাত্মকঃ ।

তপস্তপ্তং কথংতেন কথংদেহ পবিত্রতা ॥ ১ ॥

সনৎকুমার প্রতি দেবর্ষি নারদগোশ্বামী প্রশ্ন করিতেছেন, হে প্রভো! গয়নামক অমুর কি প্রকারে কাহা হইতে জন্মে, আর তাহার প্রভাবই বা কি প্রকার ছিল, তাহার শরীরই বা কিমাকার বিশিষ্ট এবং কি রূপ তপস্তা করিয়াছিল, যে তপস্তার ফলে সে স্বদেহের পবিত্রতা লাভকরে, তৎপ্রস্তাব শুনিতে ইচ্ছা হয় ।

সনৎকুমার উবাচ ।

বৈকোনাভান্বজাজ্জাতো ব্রহ্মালোক পিতামহঃ ।

প্রজাঃ সনজ্জ সৎপ্রাক্তঃ পূর্বদেবেন বিষ্ণুনা ॥ ২ ॥

নারদকর্তৃক পৃষ্ঠ হইয়া ভগবান সনৎকুমার তৎপ্রশ্নের উত্তর করিতেছেন । হে নারদ! শ্রবণ করহ । সৃষ্টির প্রথমে সূর্যলোক পিতামহ ব্রহ্মা ভগবান বিষ্ণুর নাভি পদ্ম হইতে জাবির্ভাব হন । পূর্বদেব অর্থাৎ আদিপুরুষ বিষ্ণুকর্তৃক আদিকৈ হইয়া সেই প্রজাপতি প্রজা সর্জন করেন ॥ ২ ॥

আসুরৈণৈব ভাবেন অসুরানসৃজৎ প্রভুঃ ।

সৌম্যনশ্চেন ভাবেন দেবান্ স্রমনসোহসৃজৎ ॥ ৩ ॥

প্রথমতঃ প্রভু ব্রহ্মা অশুর ভাবদ্বারা অশুর জাতির সৃষ্টি, আর
প্রথম অবস্থায় দেবতাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

গয়াসুরোঃ সুরাণাঞ্চ মহাবল পরাক্রমঃ ।

যোজনানাং সপাদঞ্চ শতং তস্তোচ্চ য়ঃ স্মৃতঃ ॥ ৪ ॥

স্থলঃ যক্ষির্যোজনানাং শ্রেষ্ঠো হসৌবৈষ্ণবঃ স্মৃতঃ ॥ ৫ ॥

জগদ্ধাতা ব্রহ্মা অশুর সকলকে সৃষ্টি করিলে পর, ত্রিপুরাসুরের
পুত্র গয়াসুর সকল অশুর হইতে অতিশয় বলবিশিষ্ট ও পরাক্রম
শালী হয়, এবং তাঁহার শরীর একশত পঞ্চবিংশতি যোজন উচ্চ
হইয়াছিল ॥ ৪ ॥ আর প্রস্বে যক্ষি যোজন পরিমাণে স্থূল, ঐ গয়া-
সুর পরমবৈষ্ণব, পরাক্রমে সকল অশুর হইতে শ্রেষ্ঠ হয় ॥ ৫ ॥

কোলাহলে গিরিবরে তপস্তপে সুদারুণম্ ।

বহুবর্ষ সহস্রাণি নিরুচ্ছ্বাসং স্থিতোহভবৎ ॥ ৬ ॥

গিরিশ্রেষ্ঠ কোলাহল নাম পর্বতে গয়াসুর বহুসহস্র বৎসর পরি-
মাণে শ্বাস প্রশ্বাসকে অবরোধ করতঃ সুদারুণ তপস্তা করেন;
একালে তিনি স্থাবরবৎ স্থিরাবস্থায় অবস্থিত থাকেন ॥ ৬ ॥

তত্তপস্তাপিতা দেবাঃ সংক্ষোভং পরমং যযুঃ ।

ব্রহ্মলোকং গতাদেবাঃ প্রোচুস্তে প্রাপিতামহম্ ॥ ৭ ॥

মহাতপস্বী গয়াসুরের তপঃ প্রভাবে দেবতাগণেরা পরিতাপিত
এবং অত্যন্ত ক্ষোভিত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন। অনন্তর ব্রহ্ম-
লোকগত দেবতারা পিতামহ ব্রহ্মাকে তদ্বৃতান্ত সকল বিস্তার
করিয়া কহেন ॥ ৭ ॥

গয়াসুরা ব্রহ্মদেব ব্রহ্মাদেবাং স্তথাব্রবীৎ ।

ব্রহ্মাঃ শঙ্করং দেবা ব্রহ্মাদ্যাশ্চগতাঃ শিবম্ ॥ ৮ ॥

হে ব্রহ্মন্ ! হে দেব ! সংপ্রতি গয়ামুখর হইতে আমাদিগকে রক্ষা করন্ । তাহার তীব্র তপশ্চাতে আমরা অত্যন্ত ভীত ও পরিতপ্ত হইয়াছি ; এতৎ দেববাক্য শ্রবণে ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে কহিলেন ; আমি একা কি করিব ? চল সকলেই মহাদেবের নিকটে গমন করি ; ইহা কহিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণেরা সকলেই কৈলাসে শিব সম্মিথানে উপস্থিত হইলেন ॥ ৮ ॥

কৈলাসে চাক্রবল্লভা রক্ষ দেব মহামুখরাৎ ।

ব্রহ্মাদ্যান ব্রবীচ্ছন্তু ব্রজামঃ শরণং হরিম্ ॥ ৯ ॥

কৈলাসে শিব সম্মিথানে ব্রহ্মাদি দেবতারা গমন করতঃ প্রণতি পুরঃসর এই কথা বলিলেন, *হে মহাদেব ! গয়ানামক মহামুখর হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর ; এতৎ স্তুতিবাক্য শ্রবণে মহাদেব ব্রহ্মাদিকে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্ । সর্ক্যাপহ্নিনাশক নারায়ণ ব্যতীত ইহার উপায় হইতে পারে না, অতএব চল আমরা সকলে গিয়া সেই নারায়ণের শরণাপন্ন হই ॥ ১১ ॥

ক্ষীরাকৌ দেবদেবেশঃ স নঃশ্রেয়ো বিধান্যতি ।

ব্রহ্মা মহেশ্বরে দেবো বিকুংনত্বা প্রভুহুবুঃ ॥ ১০ ॥

ক্ষীরোদ মধ্যে দেব দেব পরমেশ্বর গদাধর অবস্থিত আছেন, আমাদিগের স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া তিনি অবশ্য অশ্বাদির শ্রেয়ো বিধান করিবেন । ইহা কহিয়া শিব ব্রহ্মাদি সহিত দেবগণেরা ক্ষীরোদে গিয়া নারায়ণকে প্রণাম করতঃ স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥

দেবাত্মচুঃ ।

ও নমো বিষ্ণবে ভক্তে সর্কেষাং প্রভবিষ্ণবে ।

রৌচিককে জিকবেচ রাক্ষসাদি ঐনিকবে ॥ ১১ ॥

কৃতান্তলি বহুপাণী হইয়া দেবগণেরা স্তুতিবাক্যে নারায়ণ প্রভুকে বলিতেছেন। হে বিশ্বব্যাপক! তুমি অয়শীল, তুমি অজিত, তুমি সকলের সংতর্কিত, তুমি সকলের উৎপাদক, তুমি স্বয়ং প্রকাশ, স্বপ্রভাতে দীপ্তিমান, তুমি রাক্ষসাদি দেব দ্বেষ্টাদিগের গ্রাসকারী, তুমি মহাপ্রভাব ও প্রণবরূপী, তোমাকে আমরা নমস্কার করি ॥ ১১ ॥

ধরিষ্যেবে হখিলস্ত্যাস্ত্র যোগিনাং পারয়িষ্যেবে ।

বর্জিষ্যেবে হনস্ত্যাস্ত্র নমো ভ্রাজিষ্যেবে নমঃ ॥ ১২ ॥

হে ধরিষ্যে! তুমি অখিল ব্রহ্মাণ্ডের ধারক, যোগিদিগের ইহকাল জয়কারণ পারপ্রদাতা, তুমি সকলের বুদ্ধির কারণ সর্বযজ্ঞেশ্বর, কুশকাশাদির উৎপাদক, তুমি অনন্ত অপরিণীম, ভ্রাজিষুঃ স্বপ্রকাশ, অর্থাৎ স্বতাসায় জগৎকে উদ্দীপ্ত করিতেছ; অতএব তোমাকে আমরা পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি ॥ ১২ ॥

সনৎকুমার উবাচ ।

এবং স্তুতো বাসুদেবঃ সুরাণাং দর্শনং দদৌ ।

কিমর্থ মাগতা দেবা বিষ্ণুনোক্তা স্তমক্ৰবন্ ॥ ১৩ ॥

ভগবান সনৎকুমার দেবর্ষি নারদগোশ্বামীকে কহিতেছেন। হে নারদ! এতদ্ব্যতীত দেবতাদিগের স্তুতিবাক্য দ্বারা সংস্তুত হইয়া ভগবান বাসুদেব তাঁহাদিগকে দর্শনদিলেন, এবং তোমরা কি নিমিত্ত আমার নিকট আগমন করিয়াছ ইহাও জিজ্ঞাসা করিলেন। এতদ্ব্যতীত বাক্য প্রবণে বিবুধেরা বিভুকে নিবেদন করেন ॥ ১৩ ॥

গয়াস্তুর ভয়াদেব রক্ষাম্মান ব্রবীকরিঃ ।

ব্রহ্মাদ্যা বাস্ত তৎদৈত্যং চাগমিষ্যামহং ততঃ ॥ ১৪ ॥

হে দেব! হে হরে! সংপ্রতি গয়াস্তুর কর্তৃক উৎপন্ন ভয় হইতে আমরা দিগকে রক্ষাকর। এতৎ প্রবণে নারায়ণ দেবগণকে

কহিলেন, তোমরা সকলে ব্রহ্মাণ্ড শিবকে সম্ভিষাহারী করতঃ সেই মহাদৈত্য গয়াসুরের নিকট গমন করহ, পশ্চাৎ আমিও তথায় গমন করিব ॥ ১৪ ॥

কেশবো গরুড়াকটো বরংদাতুং গয়াসুরে ।

সর্বৈশ্বংস্বং সময়াস্মায় নিজবাহন মুত্তমম্ ॥ ১৫ ॥

অনন্তর ভগবান্ নায়ায়ণ গরুড়ে আরোহণ করতঃ এবং অন্যান্য দেবগণেরাও স্বীয় স্বীয় বাহনাকূট হইয়া বরদান করণার্থে গয়াসুরের সম্মুখানে সকলেই সমুপস্থিত হইলেন ॥ ১৫ ॥

উচুস্তে বাসুদেবাদ্যাঃ কিমর্থং তপ্যতেহয়া ।

সংতুষ্ঠাশ্চাগতাঃ সর্বৈ বরং ক্রহি গয়াসুর । ১৬ ।

বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণেরা গয়াসুরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে গয়াসুর ! তুমি কি নিমিত্ত এমত উৎকট তপস্যা করিতেছ, তোমার তপঃ প্রভাবে আমরা সকলে পরম সন্তুষ্ট হইয়া বরদিতে আসিয়াছি, তুমি স্বচ্ছন্দে মনোভিলষিত বর যাচঞা করহ ॥ ১৬ ॥

গয়াসুর উবাচ ।

যদিভুক্তান্ত মে দেবা ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশ্বরঃ ।

সর্বদেব দ্বিজাতিভ্যো যজ্ঞতীর্থ শিলোচ্চয়াং ।

দেবেভ্যোতি পবিত্রোহ মুখিত্যোহপি শিবাব্যয়াং ॥ ১৭ ॥

দেবগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করতঃ দেবাদিকে সম্বোধন করিয়া গয়াসুর কহিতেছেন । হে ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণেরা ! যদি আমার প্রতি তোমরা পরিতুষ্ট হইয়া থাক, তবে আমাকে সমস্ত দেবতা, সমস্ত ব্রাহ্মণ, সমস্ত যজ্ঞ, সমস্ত তীর্থ, সমস্ত পর্বত, সমস্ত দেব দেবী এবং সমস্ত ঋষিগণ হইতে পবিত্র করহ ॥ ১৭ ॥

মন্ত্ৰেভ্যো দেব দেবীভ্যো যোগীভ্যশ্চাপি সৰ্বশঃ ।

ন্যাসিত্যশ্চাপিকৰ্ম্যভ্যো ধৰ্ম্মীভ্যশ্চ তথাপুনঃ ॥ ১৮ ॥

হে দেব! সকল মন্ত্ৰ, সকল দেবদেবী, সকল যোগী, সম্যাসী, ৭৮ যতি ধৰ্ম্মী কৰ্ম্মী প্রভৃতি ত্রিলোকে পবিত্র বস্তু আছে, তদপেক্ষা আনাকে আতিপবিত্র কর ॥ ১৮ ॥

তাৎপর্য্য।—গয়াসুর সৰ্ব্বাপেক্ষা আমি পবিত্ররূপ হইব; আনার স্পর্শে যেন সকলে পরিমুক্ত হয়। এতদভিপ্রায়ে তপস্কা করে, এবং পবিত্র বর প্রার্থনাও এই অভিপ্রায়ে কহিয়াছিল।

জাতিভ্যোহতি পবিত্রোহং পবিত্রংস্যাৎ সদাসুরাঃ ।

পবিত্রমস্তং দেবাঃ সত্যমুক্তা দিবং যযুঃ ।

দৃষ্টাদৈত্যঃ ততঃ স্পৃষ্টা সৰ্বৈহরিপুৰং যযুঃ ॥ ১৯ ॥

এবং আমার আতিও যাবদীয় জাতি আছে, তাহাদিগের অপেক্ষা যেন আমি পরম পবিত্র হই; ব্রহ্মাদি দেবগণেরা জগৎশূন্য হইবে এতদ্বিবেচনা অগ্রে না করিয়া তুমি সকল পবিত্র হইতে পবিত্র হইলে, এই সত্যাদীকার পূৰ্ব্বক দৈত্যাবরকে বর প্রদান করতঃ সকলে স্বর্গে গমন করেন। অনন্তর দৈববরপ্রভাবে পৃথিব্যাदि স্থিত সমস্তলোক गयाসুরকে দর্শন ও স্পর্শন করতঃ সমাকৃ কৰ্ম্মবন্ধে পরিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে নির্নিব্বলে গমন করিতে লাগিল ॥ ১৯ ॥

শূন্যলোক ত্রয়েষাতে শূন্যা যমপুরীহু ভুৎ ।

যম ইন্দ্রাদিভিঃ সার্কং ব্রহ্মলোকং ততোহগমৎ ॥ ২০ ॥

তজ্জন্য ত্রিলোকীতল শূন্যপ্রায় হওয়াতে এককালে সংযমনীপুরী অর্থাৎ যমপুরী শূন্যপ্রায় হইয়া উঠিল। তদ্ব্যবসায় যম এমত বিবেচনা করিলেন, যে আর আমার অধিকার রক্ষাপায় না; সুতরাং পরমভীত হইয়া ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করেন ॥ ২০ ॥

ব্রহ্মাণ মুচিরে দেবা গয়াসুর বিলোপিতাঃ ।

ত্বয়াদত্তাহিকারাত্ত্বং তান্‌গৃহাণ পিতামহ । ২১ ।

ব্রহ্মার সমিধানে উপস্থিত হইয়া দেবগণের সহিত পিতৃপতি ব্রহ্মাকে এই কথা নিবেদন করিলেন । হে সর্বলোক পিতামহ ! গয়াসুর কর্তৃক সকলের অধিকার বিলোপ হইল, অর্থাৎ আপনার প্রদত্ত বর প্রভাবে গয়াসুর অতিপরিহৃত হইয়াছে, তাহাকে দর্শন স্পর্শন করিয়া ত্রিলোকস্থ জন সকল পরিমুক্ত হইল, আর কেহই যমলোকে গমন করে না, সুতরাং যমপুরী শূন্যপ্রায় হইয়া উঠিল ; আপনি পূর্বে আমাদিগকে যে সকল অধিকার দিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই সকল অধিকার আপনিই পুনর্গ্রহণ করুন, হিংস্রাস্ত্রক এ অধিকারে অশ্বাদির আর প্রয়োজন নাই ॥ ২১ ॥

ব্রহ্মাব্রবীত্ততো দেবান্ ব্রহ্মামো বিষ্ণুমব্যয়ং ।

একাদয়োহব্রবন্ বিষ্ণুঃ ত্বয়াদত্তবরোহসুরঃ ।

তদদর্শনাম্‌বিস্ময়ঃ স্বর্গং শূন্যং লোকত্রয়ং হত্বুং । ২২ ।

ইয়াদিদেবের এতদ্বাক্য শ্রবণ করতঃ ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে দেবাঃ ! ত্বয় কি ? চল আমরা সকলেই সেই সর্বভয়াঙ্কিত অব্যয় পরমাত্মা বিষ্ণুর নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করি, তাঁহা হইতেই সকল উপায় হইবে, ইহা কহিয়া যমাদির সহিত ব্রহ্মা, বিষ্ণু সমিধানে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন । হে প্রভো ! পূর্বে তৎকর্তৃক লঙ্কবর যে গয়াসুর, তাহাকে দেখিয়া এবং স্পর্শ করিয়া সমস্তলোক স্বর্গে গমন করিতেছে, ভিন্নিষিত লোকত্রয় প্রায় জনশূন্য হইল, এক্ষণে ইহার যে উপায় হয় তাহা আপনি আজ্ঞা করুন ॥ ২২ ॥

দেবৈকুক্তো বাসুদেবো ব্রহ্মাণং সবচোহব্রবীৎ ।

গয়াসুরং প্রার্থয়ন্ত যজ্ঞার্থং দেহি দেহকং ॥ ২৩ ॥

ব্রহ্মাদি দেবগণের এতদ্ভাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মাকে নারায়ণ কহিলেন। হে ব্রহ্মন্ ! তুমি গয়াসুরের নিকট গিয়া এই প্রার্থনা কর ; যে হে দৈতাবর ! তুমি যজ্ঞকৰ্ম সাধনার্থে তোমার সমস্তক এই পবিত্র শবীর আমাকে প্রদান করহ ॥ ২৩ ॥

তাৎপর্য্য :—গয়াসুর অতিধার্মিক দয়াশীল, এবং বদান্যতম, যাচঞামাত্র তৎক্ষণাৎ তোমাদিগকে আশ্রয়ীর প্রদান করিবে, তোমরা তৎশরীরের উপর যজ্ঞকরতঃ তাহাকে নিশ্চল করিয়া রাখিবে, তাহা হইলে, তোমাদিগের আর কোনাবিশ্ব ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবেক না । অর্থাৎ তৎশরীর মৃত্তিকাতলে পোথিত হইলে আর তদ্বর্জন স্পর্শন জনিত ফলে নুত্তিপদ প্রাপ্তি বিষয়েও সকল জীবের বাধাত জন্মিবে । তাহাতে লোকত্রয় জন শূন্যতার নিমিত্ত তোমাদের যে আশঙ্কা, সে আশঙ্কাও বাচিতি দূর হইতে পারিবে ? ॥

বিশ্বকৃত্তং স সুরো ব্রহ্মা গজাপশ্যন্ গয়াসুরং ।

গয়াসুরোহব্রবীৎ দৃষ্টা ব্রহ্মাণং ত্রিদশৈঃসহ ।

সংপূজ্যোথায় বিধিবৎ প্রণতঃ প্রক্ৰয়ান্বিতঃ ॥ ২৪ ॥

ভগবান্ বিশ্বুর বচনে ব্রহ্মা দেবগণের সহিত সমুদ্র গয়াসুর সম্মিলনে গমন করতঃ তাহাকে দেখিলেন । গয়াসুরও দেবগণ সম্মিলিতবাহারে সমাগত ব্রহ্মাকে দর্শন করিয়া গাত্ৰোত্থান করতঃ ব্রহ্মা পূর্ব্বক বিধিবৎ পূজা ও প্রণাম করিয়া এই কথা কহিলেন ॥ ২৪ ॥

গয়াসুর উবাচ ।

অদ্যমে সকলং জন্ম অদ্যমে সকলং তপঃ ।

যদাগতোহতিথিব্রহ্মা সৰ্ব্বং প্রাপ্তং ময়াদ্যবৈ ॥ ২৫ ॥

সাম্বল্লভ্য বাক্যে গয়াসুর ব্রহ্মাকে কহিতেছেন, হে ব্রহ্মন্ ! অন্য জন্মের জন্মসকল, তপস্কাও সকল হইল; যেহেতু সর্বলোক পিতামহ

স্বয়ং অখিতরূপে অস্মৎ সমীপে সমাগত হইলেন, সুতরাং ইহাতেই
আমার অদ্য সম্যক সুদূরত্ব মনোরথ পরিপূর্ণ হইল ॥ ২৫ ॥

যোগিন্ যোগাঙ্কবিৎ সৰ্ব লোক স্বামিন্ পিতগুরো ।

ষদর্থ মাগতো ব্রহ্মন্ তৎকার্য্যং করবাণাহম্ ॥ ২৬ ॥

হে মহাযোগিন্ ! হে যোগাঙ্কবিৎ সৰ্বলোক স্বামিন্ ! হে
পিতা ! হে গুরো ! হে ব্রহ্মন্ ! আপনি সমস্ত দেবগণ সহিত যে
অভিপ্রায়ে আমার নিকট সমাগমন করিয়াছেন, তাহা আমাকে
অজ্ঞা করুন, আমি আপনার তৎকার্য্য অবশ্য সাধন করিব ॥ ২৬ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি দৃষ্টানি ভ্রমতা ময়া ।

যজ্ঞার্থং নভুতেতানি পবিত্রানি শরীরতঃ ॥ ২৭ ॥

গয়াম্বরের এতদ্বাক্য শ্রবণ করতঃ জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা কহিতেছেন,
হে বৎস ! আমি সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করতঃ যজ্ঞ কার্য্য সাধনার্থ
যে সকল পবিত্র তীর্থস্থানকে দর্শন করিলাম, সে সকল তীর্থস্থান
তোমার এই শরীরাপেক্ষা পবিত্র নহে, অর্থাৎ তোমার শরীরে যজ্ঞ
করাত্ত সেই সকল তীর্থই লাভ হইবে ॥ ২৭ ॥

স্বয়াদেহে পবিত্রত্বং প্রাপ্ত্বং বিষ্ণু প্রসাদতঃ ।

অতঃ পবিত্রং দেহং ত্বং যজ্ঞার্থং দেহিমেহস্মর । ২৮ ।

হে গয়াম্বর ! নারায়ণ প্রসাদে তুমি স্বদেহে পবিত্রতা প্রাপ্ত
হইয়াছ, এই হেতু আমি যজ্ঞার্থ তদেহত্বিকা করিতেছি, তুমি
যজ্ঞ সাধনার্থে আমাকে তোমার পবিত্র দেহ দান করহ ॥ ২৮ ॥

গয়াম্বর উবাচ ।

ধন্যোহহং ধেবদেবেশ মদেহং প্রার্থ্যতেষুয়া ।

শিতবংশে কৃত্যগোহহং নাতুবংশে তথৈবচ । ২৯ ।

ব্রহ্মার এতদ্বাক্য আকর্ণন কৰতঃ গয়াসুর বিনয়াকরে ব্রহ্মাকে
কহিতে লাগিলেন । হে দেবদেবেশ ! আমি নিকৃষ্ট অসুরধোনি
প্রাপ্ত, তথাপি আমার এই দেহ যখন পবিত্র জ্ঞানে আপন কর্তৃক
প্রার্থিত হইল, তখন আমি পনা হইলাম, এবং পিতৃবংশ ও মাতৃ
বংশের সহিত আমি কৃতার্থ হইলাম ॥ ২৯ ॥

অয়েবোৎপাদিতো দেহঃ পবিত্রস্ত ত্রয়া কৃতঃ ।

সর্বেষামুপকারায় যাগোহবশ্যং ভবিষ্যতি । ৩০ ।

হে ব্রহ্মন্ ! তোমাকর্তৃক এই দেহ উৎপন্ন হইয়াছে, তুমিই এই
অপবিত্র দেহকে পবিত্র করিয়াছ, এক্ষণে সর্ব জীবের উপকারার্থে
মম দেহে আপনি যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, ইহার পর আর
আমার ভাগ্য কি ? ইহা অতি উত্তম কল্প বলিতে হয় : স্মতরাং
আমার এই নিকৃষ্ট দেহ অবশ্যই আপনার যাগ ভূমিস্বরূপ
হইবে ॥ ৩০ ॥

ইতুভ্ৰা সোঃ পতঙুনৌ শ্বেতকপে গয়াসুরঃ ।

নৈঋতং দিশমাশ্রিত্য তদাকোলাহলে গিরৌ ।

শিরঃ কুহোত্তরে দৈত্যঃ পাদৌ কুহাভু দক্ষিণে । ৩১ ।

পূর্বে শ্বেত বারাহ কল্পে ব্রহ্মাকে গয়াসুর এই প্রকার বাক্য
কহিয়া কোলহল নাম পর্শতে নৈঋত দিক্কে আশ্রয় করিয়া উত্তরে
মস্তক দক্ষিণে পাদদ্বয় রাখিয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন, [অর্থাৎ
উত্তর শিরঃ হইয়া ভূমিতে শয়ন করিলেন । ৩১ ।

ব্রহ্মা সংভূত সম্ভারো মাননা নৃত্বিজোহস্বজঃ ।

শ্বেতং সূতালং মমনং সূহোত্রং ককমেবচ ॥

লোকাক্ষিঞ্চ মহাবাহুং জৈগীষবাং তথৈবচ ।

দধি পঞ্চমুখং বিপ্রং ঋষতং ককমেবচ ।

কাত্যায়নং গোভিলঞ্চ মুনিমুগ্ধ মহাব্রতং ।

অগ্নিশাস্ত্রাণ মমৃতং শৌনকং বাজলিং বৃহৎ ।

কুমুদিং বেদকৌণ্ডিলাং হারীতং কাশ্যপং কৃপং ।

গর্গং কৌশিক বাশিষ্ঠৌ মুনিং ভার্গব মবায়ং

বৃদ্ধ পারাশরং কণ্ঠং মাণ্ডব্যং শ্রুতিকেরলং ।

সুকপালং গৌতমঞ্চ তদা বেদশিরোব্রতং ।

জটামালিন মদ্যগ্রং চাটুহাসঞ্চ দারুণং ।

আত্রেয়ং চাপ্যঙ্গিরসৌ নৌপমন্যুং মহাব্রতং ।

গোকর্ণঞ্চ গুহাবাসং শিখণ্ডিন মুমাব্রতং ।

এতানন্যাংশ্চ বিপ্রেষ্টান্ বেধা লোক পিতামহঃ ।

পরিকল্প্য্য করোদ্ভাগং গয়াস্থর শরীরকে ॥ ৩২ ॥

অনন্তর সর্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা সংভূত সম্ভার হইয়া, যজো-

পকরণ সামগ্রী সকল সংগ্রহ করিয়া, পরে আপনার মন হইতে

ঋত্বিক অর্থাৎ যজ্ঞাদির হোতৃকার্য্যাদি সম্পাদনার্থ পুরোহিত ব্রাহ্মণ-

গণকে উৎপন্ন করিলেন। যথা শ্বেত, সূতাজি, দমন, সুহোত্র, কঙ্ক,

লোকাক্ষি, মহাবাহু জৈগীষবা, আর দধিমুখ, পঞ্চমুখ, ঋষভ, কর্ক,

কাত্যায়ন, গোভিলমুনি, মহোগ্রব্রত, অগ্নিশাস্ত্রা, অমৃত, শৌনক,

বাজলি, বৃহৎ, কুমুদি, বেদ কৌণ্ডিলা, হারীত, কাশ্যপ, কৃপ, গর্গ,

কৌশিক, বাশিষ্ঠ মুনি, ভার্গব, অবায়, বৃদ্ধপারাশর, কণ্ঠ, মাণ্ডব্য,

শ্রুতিকেরল। সুকপাল, গৌতম, ও বেদশিরোব্রত, জটামালী, মদ্যগ্র,

চাটুহাস, দারুণ, আত্রেয়, অঙ্গিরা, নৌপমন্যু, মহাব্রত, গোকর্ণ,

গুহাবাস, শিখণ্ডী, ইত্যাদি। এবং এতদ্ভিন্ন অবেদিন্য আরও

অনেকানেক বিপ্রগণকে যজ্ঞার্থে সজ্জ্ব করিলেন। পিতামহ ব্রহ্মা

এই অগ্নি শব্দাদি ব্রাহ্মণগণকে পুরোহিত করান করিয়া গয়াস্থর

অগ্নিশর্মাপি পঞ্চাগ্নীন্ মুখাদেতানথা স্বজং ।

দক্ষিণাগ্নিং গার্হপত্য মাহবনীয়ং তপোব্যয়ঃ ।

সত্যাবসথো দেবর্ষে যেষু যজ্ঞাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ । ৩৩ ।

অনন্তর অক্ষয়তপঃ প্রভাবে অগ্নিশর্মা স্বীয় বদন হইতে পঞ্চপ্রকার
অগ্নির সর্জন করেন । যথা দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্যাগ্নি, মাহবনীয়
অগ্নি, সত্যাগ্নি, আবসথ্যাগ্নি প্রভৃতি পঞ্চাগ্নি, যাহাতে সকল যজ্ঞ
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । ৩৩ ।

যজ্ঞস্যচ প্রতিষ্ঠার্থং বিপ্রৈভ্যো দক্ষিণাং দদৌ ।

হুত্বা পূর্ণাহুতিং ব্রহ্মা স্নাত্বা চাবভূতে সুরাঃ । ৩৪ ।

হে দেবর্ষে ! যজ্ঞের প্রতিষ্ঠার্থ অর্থাৎ সংপূর্ণতা প্রাপ্তির নিমিত্তে
পূর্ণাহুতি প্রদান করতঃ ব্রহ্মা ও সকল দেবগণেরা শান্তিজলে স্নান
করিয়া পুরোহিত ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণা প্রদান করিলেন ॥ ৩৪ ॥

যজ্ঞযূপং সুরৈঃ সার্কং সমানীয় ব্যরোপয়ং ।

ব্রহ্মণঃ সরসাং শ্রেষ্ঠে সরসৌ বোচ্ছ্রুতং শুভং । ৩৫ ।

অনন্তর ব্রহ্মা দেবগণের সহিত যজ্ঞের শুভ যূপকাষ্ঠ আনয়ন করতঃ
সকল সরোবরের শ্রেষ্ঠ পরমোত্তম ব্রহ্ম সরোবরে উচ্ছ্রুত করিয়া
রোপণ করিলেন ॥ ৩৫ ॥

যজ্ঞবাটে সুরৈঃ সার্কং গয়াসুর মপশ্রুত ।

চলিতং চকিতো ব্রহ্মা ধর্ম্মরাজ মভাবতঃ ॥ ৩৬ ॥

জাতা গৃহে তবশিলা সমানীয়া রিচারয়ন্ ।

দৈত্যাস্ত শীঘ্রং শিরসি তাংধারয় সমাজ্জয়া । ৩৭ ॥

যজ্ঞকাষ্ঠ সমাপনান্তে অঙ্কিতাবধারণ করতঃ ব্রহ্মা দেবগণের
সহিত যজ্ঞবাটিতে গয়াসুরকে চলিত দেখিয়া সচকিত হইলেন,

অর্থাৎ ব্রহ্মার মনে এই শঙ্কা উল্লিখিত হইল যে পাছে গয়ামুখর
পুনরুৎপত্ত হয়, তন্নিমিত্ত সচকিত হইয়া ধর্মরাজ যমকে সন্ধান
করিয়া ব্রহ্মা এই কথা কহিলেন, হে ধর্মরাজ ! তব গৃহে গুরুতরা
যে দেবরূপিণী ধর্মশিলা আছে, আমার আজ্ঞাতে সেই শিলাকে
শীঘ্র আনয়ন করতঃ তুমি গয়ামুখরের মস্তকোপরি ধারণ করহ,
ইহার আর কোন বিচার করিবার আবশ্যক করে না । ৩৬ । ৩৭ ।

নিশ্চলার্থঃ যমঃ শ্রুত্বা পারয়ন্ন্যস্তকে শিলাং ।

শিলায়াং ধারিতায়ান্তু নশিলশ্চাস্মরোহচলৎ । ৩৮ ।

ধর্মরাজ যম ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তদাজ্ঞানুসারে যম্বর
সেই শিলাকে আনয়ন করিয়া গয়ামুখরের মস্তকে সংস্থাপন করিলেন;
মস্তকোপরি গুরুতরা শিলা সঞ্চারণ করিলেও গয়ামুখর শিলার সহিত
চলিতদেহ হইল অর্থাৎ নড়িতে লাগিল ॥ ৩৮ ॥

দেবানুচেহৎ রুদ্রাদীন্ শিলায়াং নিশ্চলাঃ কিল ।

তিষ্ঠধ্বং দেবাঃ সকলা স্তথেষুস্তাচতেহস্থিতাঃ । ৩৯ ।

শিলার সহিত গয়ামুখরকে চলিত দেহ দেখিয়া তাহাকে স্থিরীকৃত
করণার্থে ব্রহ্মা দেবগণ ও রুদ্রগণকে পুনর্স্মার কহিলেন; হে রুদ্রাদি
দেবগণ ! তোমরা সকলে গয়ামুখর মস্তকোপরি শিলাতে বিকৃত
নায় অচল হইয়া অবস্থান করহ; এই ব্রহ্মাজ্ঞা প্রাপ্তে দেবগণেরা
সকলে তৎশিলোপরি নিশ্চলরূপে অবস্থিত হইলেন ॥ ৩৯ ॥

দেবাঃ পাদৈল্লক্ষয়িত্বা তথাপি চলিতোহস্মরঃ ।

ব্রহ্মাথ ব্যাকুলো বিকুংগতঃ কীরাক্ষিশায়িনঃ ।

কীরাক্ষিঃ শ্রুত্বা ভূত্বা নত্বা চাদৃতা প্রভুং । ৪০ ।

দেবগণেরা তৎশিলাকে স্বীয় পদচিহ্নে লক্ষিত করিয়া পাঁচ ভা-
গে অবস্থিত করিলেন, তথাপি গয়ামুখর চলিত হইয়া

অর্থাৎ শিলার সহিত সকল দেবগণের ভার তাহার পক্ষে, গুরুতর ভারবোধি হইল না ; তদ্ব্যক্টে ব্রহ্মা অভ্যস্ত বাঁকুলহইয়া ক্ষীরোদ-শায়ী নারায়ণ সম্মিথানে গমন করত, প্রণতিপূর্বক সাদরে তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৪৫ ॥

একোবাচ ।

ব্রহ্মা গুপ্য পতে নাথ নমামি জগতাং পতিং ।

গতিং কীর্ত্তিমতাং নগাং ভুক্তি মুক্তি প্রদায়কং । ৪৬ ।

একান্ত চিত্তে ব্রহ্মা নারায়ণকে স্তুতিবাক্যে কহিতেছেন, হে নাথ ! হে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডপতে ! তুমি জগতের পরিপালনকর্ত্তা, তুমি কীর্ত্তিমান মনুজদিগের গতি, তুমি ভোগ এবং মোক্ষপ্রদাতা অতএব তোমাকে আমিরা নমস্কার করি । ৪৬ ।

সনৎকুমারউবাচ ।

বিশ্বক্সেনোহব্রবীৎ বিষ্ণুং দেবত্বাং স্তৌতি পদ্মজঃ ।

হরি রাহানয়স্ব ত্বং বিষ্ণুস্তঃ স তমানয়ৎ । ৪৭ ।

সনৎকুমার নারদকে কহিতেছেন, হে নারদ ! ব্রহ্মার স্তুতিবাক্য শ্রবণে বিষ্ণু পার্শ্বদ বিশ্বক্সেন বিষ্ণুকে সংবাদ করিলেন, হে দেব ! পদ্মযোনি ব্রহ্মা তোমাকে স্তব করিতেছেন । তৎশ্রবণে হরি বিশ্বক্সেনকে কহিলেন; তুমি যাও শীঘ্র ব্রহ্মাকে এখানে আনিয়ন কর; এতদ্বিষ্ণুর আজ্ঞানুসারে বিশ্বক্সেন অতি সত্বর ব্রহ্মাকে নারায়ণ সম্মিথানে আনিয়ন করিলেন ॥ ৪৭ ॥

বিষ্ণুরুবাচ ।

অজমূঢ়ে হরিঃ কস্মা দাগতো সি বদস্বতৎ । ৪৮ ।

ভগবান্ নারায়ণ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্ ! তুমি কিদ্বিমিষ্ট আমার নিকটে আগমন করিলে, তাহা বল ॥ ৪৮ ॥

ব্রহ্মোবচন ।

দেবদেবকৃতেষ্যগে প্রচচাল গয়াসুরঃ ।

শিলায়াং দেবকপিণ্যাং ন্যস্তায়াং তন্তুমস্তকে । ৪৪ ।

ব্রহ্মা ভগবান্ বিষ্ণুকে নিবেদন করিলেন, হে দেবদেব ! ভব-
দাকাজ্ঞানারে নিশ্চলার্থে গয়াসুরমস্তকে যজ্ঞকার্য সম্পাদন করণা-
নন্তর ধর্মরাজ তংশিরোপরি দেবকপিণী ধর্মশিলাকে সংস্থাপন
করাতেও সেই গয়াসুর ধর্মশিলা সহিত পূর্ববৎ পুনর্বার চলিত
হইতেছে ॥ ৪৪ ॥

রুদ্রাদিষুচ দেবেষু সংস্থিতেষুসুরোচলং ।

ইদামীং নিশ্চলার্থং হি প্রসাদং কুরুমাধব । ৪৫ ।

হে ভগবন্ ! অনন্তর রুদ্রাদিদেবগণের, তাহার উপর সংস্থিত
হইলেন, তথাপি সে নিশ্চল হইল না, অর্থাৎ পুনর্বার নড়িতে
লাগিল । হে মাধব ! হে লক্ষ্মীপতে ! সংপ্রতি গয়াসুরের নিশ্চলার্থে
আপনি প্রসন্ন হইয়া ইহার অন্য কোন উপায় আজ্ঞা করুন ॥ ৪৫ ॥

ব্রহ্মণোবচনং শ্রুত্বা হ্যাকুৰ্ব্য স্বশরীরতঃ ।

মূর্ত্তিং দদৌ নিশ্চলার্থং ব্রহ্মণে ভগবান্ হরিঃ । ৪৬ ।

ব্রহ্মার এতদ্ভাক্য শ্রবণ করতঃ ভগবান্ নারায়ণ, গয়াসুরের
নিশ্চলার্থে আপনার শরীর হইতে এক বিস্ত্রাপনীয় মূর্ত্তি নির্মাণ
করিয়া ব্রহ্মাকে প্রদান করিলেন ॥ ৪৬ ॥

তাহার তাৎপর্য্য এই যে, সেই প্রকাণ্ড বিশ্বস্তর মূর্ত্তি গয়াসুরের
মস্তকোপরি শিলাতে স্থাপনা করিলেন সে অবস্থায় নিশ্চল হইবে ;
যেহেতু বিশ্বস্তর মূর্ত্তিকে স্থাপন করিতে গয়াসুর কোনমতেই পার
হইবে না ॥ ৪৬ ॥

আনীরমূর্ত্তিং ব্রহ্মাপি শিলায়াং সমধারয়ৎ ।

তথাপি চলিতং বীক্ষ্য পুনর্দেব মথাগমৎ । ৪৭ ।

নারায়ণের শরীরোদ্ভবা প্রচণ্ড মূর্ত্তিকে আনয়ন কর্ত্তিঃ গয়া-
সুর শিরস্বা ধর্ম্ম শিলাতে সংস্থাপন করিলেন, তথাপি সে স্থির
না হইয়া চলিতে লাগিল, তদ্বৃক্টে ব্রহ্মা পুনর্দেবর ক্ষীরোদতীরে
গিয়া ভগবানকে কহেন। হে প্রভো ! আপনার অজ্ঞামত ভবদত্ত
নহামূর্ত্তি স্থাপন করাতেও গয়াসুর চলিতেছে, ইহা নিবেদন করি-
লাম, এক্ষণে যে কর্ত্তব্য হয় তাহা করুন ॥ ৪৭ ॥

আগত্য বিষ্ণুঃ ক্ষীরাক্রেঃ শিলায়াং সংস্থিতোহভবৎ ।

জনার্দনাভিধামেন পুণ্ডরীকেতি নামতঃ ।

শিলায়াং নিশ্চলার্থং হি স্ময়মাদি গদাধরঃ । ৪৮ ।

ব্রহ্মবাক্য শ্রবণানন্তর নারায়ণ গয়াসুরের নিশ্চলার্থ ক্ষীরসমুদ্র
হৃদতে আগত হইয়া জনার্দন, পুণ্ডরীক, এবং আদিপের গদাধর এই
নামত্রয় ধারণ পূর্ব্বক তিনমূর্ত্তিতে ঐ শিলাতে অবস্থিতি করি-
লেন ॥ ৪৮ ॥

নিশ্চলার্থং পঞ্চদ্বাসীং শিলায়াং প্রপিতামহঃ ।

পিতামহোথ ফল্গুশীঃ কেদারঃ কনকেশ্বরঃ ।

ব্রহ্মাস্থিতঃ স্বয়ং তত্র গজকপৌ বিনায়কঃ । ৪৯ ।

সর্ব্বলোক পিতামহ প্রজাপতি গয়াসুরকে নিশ্চল করিবার
নিমিত্ত ব্রহ্মা, পিতামহ, ফল্গুশী, কেদার, কনকেশ্বর এই পঞ্চরূপে
আগনি স্বয়ং অবস্থান করেন। এবং বিনায়ক গণপতিও গজ-
রূপে অবস্থিত হইলেন। ৪৯ ।

গয়াদিত্য শোভারাকৌ দক্ষিণার্ক স্ত্রিধারবিঃ ।

লক্ষ্মী সীতাভিধামেন গৌরী বৈ মঙ্গলাঙ্করা । ৫০ ।

গয়ানিক, উত্তরার্ক, দক্ষিণার্ক, এই তিনরূপে সূর্য্য, আর নীতা নামে লক্ষ্মী, এবং মঙ্গলা নামে গৌরীও ঐ শিলাতে অবস্থিতি করিলেন । ৫০ ।

গায়ত্রী চৈব সাবিত্রী ত্রিসঙ্কোয়ং সরস্বতী ।

ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ পুষা বসবোঽষ্টৌ মহাবলাঃ ।

বিশ্বেদেবাস্চাশ্বিনেয়ৌ মরুতো বিশ্বনাথকঃ ।

স যজ্ঞোৱগ গন্ধর্বা স্তত্বদেবাঃ স্বশক্তিভিঃ । ৫১ ।

গায়ত্রী, সাবিত্রী, ত্রিসঙ্কোয়, ও সরস্বতী দেবীও গয়াস্তর মস্তকোপরি ধর্ম্ম শিলাতে অবস্থিত হইলেন । এবং দেবরাজ ইন্দ্র সুরগুরু বৃহস্পতি, সূর্য্যের অপরা মূর্ত্তি পুষা, মহাবলবান অষ্টবসু, বিশ্বেদেব, অশ্বিনীকুমার দ্বয়, বিশ্বনেতা বায়ু, আর যক্ষ, নাগ, গন্ধর্ব্ব, প্রভৃতি সমস্ত দেবগণেরাও স্বস্ব শক্তির সহিত তথায় অবস্থিতি করিলেন । ৫১ ।

আদোন গদয়া চাসৌ যস্মাদ্ভৈতা স্থিরীকৃতঃ ।

স্থিত ইত্যেব হরিণা তস্মাদাদি গদাধরঃ । ৫২ ।

সকলের আদি নারায়ণ তাঁহার গদা দ্বারা গয়াস্তর স্থিরীকৃত হয়, এবং নারায়ণও তাঁহাকে স্থিরীকৃত করিয়া স্বয়ং অবস্থিত হন । একারণ গয়াধামে নারায়ণ আদি গদাধর নামে বিখ্যাত হইয়াছেন ॥ ৫২ ॥

উচে গয়াস্তুরো দেবান্ কিমর্থং বক্ষিতোহহং ।

যজ্ঞার্থং ব্রহ্মণে দত্তং শরীর মমলংসয়া । ৫৩ ।

সকলের ভায়ে ভারাক্রান্ত হইয়া গয়াস্তর দেবগণকে কহিলেন, হে ব্রহ্মণ । তোমাদিগের দ্বারা আমি কি নিবিল্ল একরূপ বক্ষিত

হইলাম, কোনমতে তোমাদের অনিষ্টকারী নহি, বরং যজ্ঞার্থ প্রার্থনা-
মতে ব্রহ্মাকে আমার এই নির্মল শরীর দান করিয়াছি, তথাপি
আমার প্রতি তোমাদের এত আশঙ্কা কেন? ॥ ৫৩ ॥

বিশেষাৰ্চন মাভ্রোণ কিং নস্ত্যাং নিশ্চলোহুহঃ ।

যৎসুরৈঃ পীড়িতোহত্যর্থং গদয়া হরিণা তথা । ৫৪ ।

আমি বিষ্ণুর আজ্ঞামাত্রেই নিশ্চল হইয়াছি; তথাপি দেবগণেরা
স্বাঘ স্ত্রীশ শবীর ভারদ্বারা এবং নারায়ণইবা গদা দ্বারা আমাকে
আব অত্যন্ত পীড়িত কেন করিতেছেন । ৫৪ ।

পীড়িতো যদ্যহং দেবাঃ প্রসন্নাঃ সন্ত সৰ্ব্বদা ।

গদাধরাদয়স্তৃপ্তাঃ প্রোচুর্দৈত্যং গয়াসুরম্ । ৫৫ ।

আমি নিবেদনাদী তথাপি অপরাধীর ন্যায় তোমাদিগের দ্বারা
যে পীড়িত হইলাম তাহাতেও কাতর নহি, কিন্তু আপনারা আমাকে
নির্যাতন করিয়াও সৰ্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকুন। গয়াসুরের এতাদৃক
মন্ত্র বাক্য শ্রবণে গদাধরাদি সসন্ত দেবগণেরা তাহার প্রতি অতি
সন্তুষ্ট হইয়া কহিতে লাগিলেন । ৫৫ ।

বরং ব্রহ্মি প্রসন্নাঃস্মো দেবানুচে গয়াসুরঃ । ৫৬ ।

হে গয়াসুর! আনরা সৰ্ব দেবগণে তোমার ভক্তিগত্ব বিনয়া-
করে প্রসন্ন হইয়াছি, এক্ষণে তুমি আমাদিগের স্থানে মনোভিলষিত
বর চাহিয়া করহ: এক্ষণে তুমি যে বর চাহিবে আমরা তাহাই
তোমাকে প্রদান করিব। এতদেব বাক্য শ্রবণে গয়াসুর সৰ্ব দেব-
মুখ বিষ্ণুর নিকট বর প্রার্থনা করিয়া কহিলেন ॥ ৫৬ ॥

যাবৎ পৃথ্বী পৰ্ব্বতাশ্চ যাবচ্চন্দ্রার্ক তারকাঃ ।

তাবচ্ছিতায়াং তিষ্ঠন্ত ব্রহ্মবিষ্ণু মহেশ্বরাঃ ।

অন্যান্য সকলা দেবা মন্যাস্তা ক্ষেত্র মন্ত্ৰবৈ । ৫৭ ।

হে দেবঃ! পৃথিবী, ও অমর প্রভৃতি পর্বত সকল, এবং চন্দ্র
সূর্য্য তারকারি সকল বহু ভাবৎকাল পর্য্যন্ত এই বিশ্বরাজ্যে বিদ্যা-
নাম থাকিবে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত আমার শিরঃস্থিতা শিলাতে ব্রহ্মা
বিষ্ণু শিব প্রভৃতি ও অমোদ্য দেবগণেরা সকলে অবস্থিতি করুন ।
সর্বলোক নিস্তারক এই পবিত্র ক্ষেত্র আমার নামে বিখ্যাত
হউক ॥ ৫৭ ॥

পঞ্চকোশং গয়াক্ষেত্রং কোশ মেকং গয়াশিরঃ ।

তন্মধ্যে সর্বতীর্থানি প্ররক্ষন্ত হিতং নৃণাম্ । ৫৮ ।

হে দেবঃ! পঞ্চকোশ পরিমিত এই গয়াক্ষেত্র, তন্মধ্যে এক
কোশমাত্র গয়াশির, মনুষ্যদিগের হিতার্থে আপনারা সর্ব তীর্থ
আনিয়া ইহাতে অবস্থাপন করুন ॥ ৫৮ ॥

মানাদি তর্পণং কুত্বা পিণ্ডদানাং ফলাধিকম্ ।

সহ্যঅনি সহস্রঞ্চ কুলানাঞ্চোদ্ধরেন্নরঃ । ৫৯ ।

মনুষ্য সকল এই গয়াক্ষেত্রে আসিয়া স্নান তর্পণাদি করিয়া পিতৃ-
লৌক্যে পিণ্ডদান করিলে সমধিক ফল লাভ করিবেক, এবং গয়া-
শিরে পিণ্ডদান দ্বারা আপনার সহিত সহস্র পুরুষের উদ্ধারকুতি
হইবেক, আপনারা প্রসন্ন হইয়া এক্ষণে আমাকে এই বর প্রদান
করুন ॥ ৫৯ ॥

ব্যক্তাব্যক্ত স্বরূপেণ ঘূরং তিষ্ঠন্ত সর্বদা ।

গদাধরঃ স্বয়ং লোকাং ভূয়াং সর্বাঘনাশনাং । ৬০ ।

হে দেবগণ! তোমরা সকলেই ব্যক্তরূপে বা অব্যক্ত রূপেই
হউক এই সমক্ষে সর্বদা অধিষ্ঠান কর। এবং বৈকুণ্ঠাধ্য-
ক্ষীয় থাক হইতে আসিয়া সর্ব পাপ বিনাশ কারণ স্বয়ং গদাধর এই
গয়ামাহাত্ম্যে অবস্থিতি হউন । ৬০ ॥

শ্রাদ্ধং নপি শুকং যেষাং ব্রহ্মলোকং প্রয়াস্ততে ।

ব্রহ্মহত্যাদিকং পাপং বিনশ্যতু চ সেবিনাম্ । ৬১ ।

সম শিরস্থাপরি যে সকল মনুষ্যের শ্রাদ্ধ করিয়া পিণ্ডদান করিবে তাহার। সকলেই যেন ব্রহ্মলোকে গমন করে । এবং এই ক্ষেত্রবাসী দিগের ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি সমস্ত পাতক যেন বিনষ্ট হয়, আমার অভিলষিত এইমাত্র বর ॥ ৬১ ॥

নৈমিষং পুষ্করং গঙ্গাং প্রয়াগং চাবিমুক্তকম্ ।

এতান্যান্যানি তীর্থানি দিবি ভুবাস্তরীক্ষতঃ ।

সমায়ান্ত সদানুগাং প্রযচ্ছন্ত হিতং সুরাঃ । ৬২ ।

হে সুরাঃ : নৈমিষারণ্য, পুষ্করতীর্থ, আর গঙ্গা, প্রয়াগ এবং বারাণসী ইত্যাদি তীর্থ, তদ্ভিন্ন পৃথিবীতে, ও স্বর্গে বা অন্তরীক্ষগত অন্যান্য তীর্থ সকল এই গয়াধামে সমাগত হইয়া মনুষ্য সকলের কল্যাণ প্রদান করুন ইহাও আমার এক প্রার্থনীয় বর ॥ ৬২ ॥

তেদেবাস্তানিতীর্থানি প্রযচ্ছন্ত হিতং নৃণাম্ ।

পিতৃণাং ব্রহ্মলোকঞ্চ ভুক্তিমুক্তিকলং তথা । ৬৩ ।

হে দেবগণেরা ! ঐ সকল তীর্থ জনসকলের হিতপ্রদ ও ভোগ-মোক্ষ কলপ্রদ হউক । আর শ্রাদ্ধকৃত পুরুষের পিতৃগণের। ব্রহ্ম-লোকগামী হউক ॥ ৬৩ ॥

একোবিম্বুজ্রিধামূর্তির্ধাবৎ সংকীর্ত্যাতেবুধৈঃ ।

তাবক্ষ্যাস্বরক্ষেত্রং ধ্যাতিমেতু সদাভুবি ॥

ব্রহ্মহত্যাদিকং পাপং বিনাশয়তু সেবিতং । ৬৪ ॥

এক নারায়ণের মূর্তিকর অর্থাৎ গঙ্গাধর, জনার্দন, পুণ্ডরীক নামে সাধুগণ কর্তৃক ধাবৎ কীর্তনীয় থাকিবেন, তাবৎকাল পর্যন্ত পৃথি-

হীতে এই গয়াসুরক্ষেত্র বিখ্যাত রহিবে। এই ক্ষেত্র সেবী মনুষ্য-
দিগের ব্রহ্মহত্যাদি সকল পাপ বিনষ্ট হইবে, এই মাত্র বর আমার
আকাঙ্ক্ষিত হয় ॥ ৬৪ ॥

কিং বহুজ্ঞা সুরেশানা যুগ্মাশ্বেকাপি দেবতা।

চেত্ন তিষ্ঠেদহংচাশি সময়ঃ প্রতিপাল্যতাম্। ৬৫।

হে দেবেশগণেরা! শ্রবণ কর, আমি অধিক উক্তি দ্বারা আর
কি বলিব? তোমাদিগের এই সমস্ত দেবতার মধ্যে কোন একদেবতা
যদি এই গয়াধামে কদাচিৎ কোন এক সময় অবস্থিত না থাকেন,
তবে আমি আপনার স্বীয়া প্রতিজ্ঞাকে অবশ্য প্রতিপালন করিব,
ইহা নিশ্চয় জানিবেন অর্থাৎ আসুর স্বভাব প্রকাশ করিব। তোমার-
দিগের নিকট আর কোনমতে এরূপ আবদ্ধ থাকিব না। অতএব
আপনারা আপন২ প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিবেন ॥ ৬৫ ॥

গয়াসুর বচঃ শ্রুত্বা প্রোচুর্বিষ্ণুদয়ঃ সুরাঃ।

ত্বয়াযৎ প্রার্থিতং সর্বং তন্তুবিষ্যত্যসংশয়ঃ। ৬৬।

ভগবান বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণেরা গয়াসুরের এতদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া
কহিলেন। হে গয়াসুর! তুমি আমারদিগের নিকট যাহা প্রার্থনা
করিলে তৎসমুদায়ই সন্নিবিষ্ট হইবে তাহাতে কোন সংশয় নাই। ৬৬।

পিতৃণাং বৈকুলশতমাত্মনং পিণ্ডদানতঃ।

প্রাদ্ধাদিনা নয়িষ্যন্তি ব্রহ্মলোক মনাময়ং। ৬৭।

গয়ান্নিগ্রে পিণ্ডদান কলে পিতৃণিতামহাদি শতপুরুষকে, এবং
প্রাদ্ধকুং পুরুষ আপনাকেও অনাময় ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত করাইবে। ৬৭।

অস্মৎ পাদানর্জয়িত্বা কাস্তন্তি পরমাংগতিং। ৬৮।

হে দেবতার গয়াসুর! এই গয়াক্ষেত্রে আমাদেরদিগের আবির্ভাব

সূচক পাদ চিহ্ন থাকিল, ইহাতে পিতৃ উদ্দেশে পিণ্ডদান করণপূর্বক
তদাদির পাদার্চনা করিলে, নর নকল পরমাগতি প্রাপ্ত হইবে,
অর্থাৎ তদ্বিষয় পরমপদে অভিগমন করিবে ॥ ৬৮ ॥

সনৎকুমার উবাচ ।

দেবৈর্দত্তবরোদৈতো হর্ষিতো নিশ্চলো ভবৎ । ৬৯ ।

সনৎকুমার নারদকে কহিতেছেন । হে নারদ ! এইরূপ দেব-
পঞ্চকর্তৃক লব্ধবর হইয়া *গয়াসুর মহাহর্ষিতচিত্তে একেবারে নিশ্চল
হইল ॥ ৬৯ ॥

স্থিতেষু চৈব দেবেষু ব্রাহ্মণেভ্যোদদাবজঃ ।

গ্রামাংশ্চ পঞ্চ পঞ্চাশৎ পঞ্চক্রোশীং গয়াংতথা । ৭০ ।

গয়াসুর মন্ত্রকোপবি শিলাতে দেবগণেরা সম্বিষ্ট হইলে পর
ব্রহ্মা যজ্ঞ সিদ্ধার্থে প্রকৃত কল্পিত ব্রাহ্মণগণকে পঞ্চক্রোশী গয়াসমুদ্যে
পঞ্চ পঞ্চাশৎ গ্রাম রুচি প্রদান করিলেন, সাহায্যে ভাহাদিগের
অনায়াসে জীবনযাত্রা নির্বাহ হইতে পারে । ৭০ ।

গৃহানকুড়া দদৌ দিব্যান সর্কোপস্কর সংযুতান্ ।

কামধেনুং কল্পবৃক্ষং পারিজাতাদিকান্স্করন ।

মহানদাং ক্ষীরবহাং সূতকুল্যাং তথৈবচ ।

মধুশ্রবাং মধুকুল্যাং দধ্যাজ্যাঢ্য সংরাসিচ ।

সুবর্ণ দীর্ঘকালৈশ্চ বহুননাদি পর্কতান্ ।

ভক্ষ্যভোজ্য কলাদীংশ্চ সর্কং ব্রহ্মা সৃজৎদদৌ । ৭১ ।

ঐ গয়াস্কত্রাসী ব্রাহ্মণগণকে ব্রহ্মা গ্রামে গৃহ সকল নির্মাণ
করতঃ সম্যক্ গৃহোপযোগী উপকরণ যুক্ত করিয়া দান করিলেন ।
এবং কামধেনু, কল্পবৃক্ষ, পারিজাতাদি উরুনিচয়, ক্ষীরবাহিনী নদী,
সূতকূপ, মধুশ্রবা, মধুকূপ, ও দধি সূতাঢ্য সরোবর সকল, আব সুবর্ণ

দীর্ঘিকা, এবং বহুবিধ অন্নপর্কট, নানাপ্রকার ভক্ষ্য ভোজ্যাদি ও প্রভুত ফলাদি সৃষ্টি করিয়া ঐ ব্রাহ্মণদিগকে প্রদান করিয়া কহিলেন ॥ ৭১ ॥

নযাচয়ধ্বং বিপ্রেন্দ্রা অন্যান্মুক্তা দদাবজঃ ।

দদ্বাযযৌ ব্রহ্মলোকং নদ্বাহ্বাদি গদাধরম্ ॥ ৭২ ॥

জগদ্ধাতা ব্রহ্মা গয়াবাসী ব্রাহ্মণদিগকে জীবনযাত্রা নির্বাহার্থ বৃত্তি প্রদান করতঃ কহিলেন, হে বিপ্রেন্দ্রাঃ ! তোমরা সকলে মদন্ত এই বৃত্তিতেই জীবন যাপন করিবে ; আর কোন লোকের নিকট কোন দ্রব্য যাচঞা করিহ না, কেহ দান করিলেও প্রতিগ্রহণ করিবে না ; এই মাত্র কহিয়া আদি গদাধরকে প্রণাম করতঃ স্বীয় ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন ॥ ৭২ ॥

ধর্ম্মারণো তত্রধর্ম্মো যস্মাদবজ্ঞে যযাচিরে ।

ধর্ম্মযাগেচ লোভাভৈ প্রতি গৃহ্ণধনাদিকং ॥ ৭৩ ॥

অনন্তর কিয়ৎকালান্তীতে ধর্ম্মারণো ধর্ম্ম এক নহাবজ্ঞ করেন, সেই ধর্ম্মযজ্ঞে ঐ সকল গয়াবাসী বিপ্রগণেরা লোভপ্রযুক্ত যজ্ঞবাটে উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মের নিকট ধন যাচঞা করতঃ ধর্ম্মদত্ত ধন প্রতিগ্রহণ পূর্ব্বক আপন আপন গৃহে আগমন করেন ॥ ৭৩ ॥

ততোব্রহ্মা সমাগত্য ব্রাহ্মণাংস্তানুশাপহণ

কৃতবন্তো যতোলোভং মদন্তেষুধিধিলেষপি ।

তস্মাৎতুষ্ণাধিকা যুয়ং দ্বিজা বিদ্যা বিবর্জিতাঃ ॥ ৭৪ ॥

অনন্তর ব্রহ্মা তাহা জানিয়া ব্রহ্মলোক হইতে সমাগত হইয়া সন্মোহচিন্তে সেই সকল ব্রাহ্মণগণকে অভিশপ্ত করিয়া কহিলেন । তো দ্বিজাঃ ! যখন আমার প্রদত্ত অন্নপরিণীত এতৎ বহু সকল প্রতি

হইয়াও তোমরা লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া অপরের নিকট দান গ্রহণ করিলে, তখন তোমাদিগের কোনমতে আর বিষয় তৃষ্ণার নিবারণ হইবে না। তোমরা অভাস্তরূপে লোভাকূট হইবে, আর তোমাদিগের বংশে অদ্যাবধি কেহই বিদ্বান্ হইবে না। অর্থাৎ মংশাপে সকলেই বিদ্যা সৌন্দর্য বর্জিত হইবেক ॥ ৭৪ ॥

অন্নাদীনাং পর্বতা যে তেচ পাবাণ পর্বতাঃ ।

নদ্যাদয়ো বারিবাহা মৃদাদ্যাঃ প্রচুরাগৃহাঃ ।

কামধেনুঃ কল্পরূক্ষা মল্লোকমুপতিষ্ঠতাঃ । ৭৫ ।

যে সকল অন্নময়াদিপর্বত, তাহারা শুদ্ধ পাবাণময় হইবে; আর তৃক্ষাদি বাহিনী নদী সকল শুদ্ধ বারিবাহিনী হইবে; প্রচুর রত্নময় সোপানরযুক্ত গৃহাদি সকল কেবল মৃৎ পাবাণময় হইবে, এক্ষণে কামধেনু ও কল্পরূক্ষাদিরা আমার ব্রহ্মলোকে গমন করুক । ৭৫ ।

সনৎকুমার উবাচ ।

এবং শপ্তা ব্রাহ্মণান্তে প্রার্থয়ন্তোহিত্রবনজং ।

ত্ৰয়াবদন্তমখিলং তৎসৰ্বং শাপতোগতং ।

জীবনার্থং প্রসাদং নো ভগবন্ কর্তুমহ্মি । ৭৬ ।

সনৎকুমার কহিতেছেন । ব্রহ্মা কর্তৃক একরূপ প্রকার অভিশপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণগণেরা জীবিকার্থে পুনর্বার প্রার্থনাসুচক বাক্যে ব্রহ্মাকে কহিলেন । হে ভগবন্! আপনি প্রসন্ন হইয়া যে সকল বস্ত্র পূর্বে দান করিয়াছিলেন, তব শাপে সে সমস্তই নিষ্ফল হইল, অর্থাৎ আমরা আপন দোষেই তাহাতে বঞ্চিত হইলাম; সংপ্রতি আমাদের আশ্রয়িত্রি প্রসন্ন হইয়া এক্ষণে জীবনযাত্রা নির্যাসার্থে আর কোন উপায় নির্দিষ্ট করিয়া দেউন। নচেৎ আমাদের পরিণামে কি গতি হইবে ॥ ৭৬ ॥

তচ্ছ্রদ্ধা ব্রাহ্মণান্ ব্রহ্মা প্রোবাচেনং দয়ান্বিতঃ ।

তীর্থোপজীবিকা যুয় মাচন্দ্রার্কং ভবিষ্যথ । ৭৭ ।

অনন্তর সুদুঃখিত এবং বিষয়চেতা ব্রাহ্মণদিগের বিনয়ান্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা এই বাক্য কহিলেন । হে মুখ্য বিপ্রগণেরা ! একণাবধি যাবৎ চন্দ্র সূর্য্য থাকিবেন, তাবৎ তোমরা তীর্থোপজীবী ব্রাহ্মণ হইয়া কালযাপন করিবে, অর্থাৎ যে সকল লোক তীর্থার্থী হইয়া গয়াক্ষেত্রে পিতৃলোকের পিণ্ডদান করিতে আসিবে, তাহাদিগের নিকট হইতে যাচঞা করিয়া ধনগ্রহণ করিবে, অদাবধি এই নাত্র তোমাদিগের উপজীব্য হইল ॥ ৭৭ ॥

লোকাঃ পুণ্যাঃ গয়ায়াং যে আন্ধিনো ব্রহ্মলোকগাঃ ।

হব্যকবৈব্যধনৈঃ শ্রাদ্ধৈস্তেষাং কুলশতং ব্রজেৎ ।

যুগ্মান্ যে পূজয়িষ্যন্তি তৈরহং পূজিতঃ নদাঃ । ৭৮ ॥

এই গয়াধামে যে সকল পুণ্যবান লোক ব্রহ্মলোক গমন কামনায় পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিতে আসিবে, তাহারা হব্য কব্যা ও ধনদ্বারা শ্রাদ্ধে তোনাদিগকে পূজা করিয়া সম্ভোষচিত্ত করিলে, তাহাদিগের শতকুল উদ্ধার হইবে, যেহেতু তোমাদিগের পূজাতেই আমি সুপূজিত হইব ॥ ৭৮ ॥

তাৎপর্য্য । ব্রহ্মাকর্তৃক এই মৰ্যাদা স্থাপিত হইল যে গয়া শ্রাদ্ধকৃৎ ব্যক্তি পূজাদি দ্বারা গয়াস্থ ব্রাহ্মণদিগের সম্ভোষ সম্পাদন না করিলে তীর্থশ্রাদ্ধের ফললাভ করিতে পারিবে না, এবং আপনিও ব্রহ্মলোক গমনোপযোগ্য হইবে না, সুতরাং এই তীর্থই তোমাদিগের উপজীবিকার কারণ হইল । ব্রাহ্মণগণকে এই কথা কহিয়া ব্রহ্মা স্বধামে গমন করিলেন ॥ ৭৮ ॥

আক্রান্তং দৈত্যাক্রুরং ধর্ম্মেণ বিরজাশ্রিতা ।

সাক্ষিকুল সমীপত মেবী চ বিরজাশ্রিতা । ৭৯ ।

পূর্বে গয়াস্থরকে নিশ্চল করিবার নিমিত্ত তাহার জঠরদেশে
ধর্মরাজকর্তৃক সংস্থাপিত যে বিরজপর্বত, তদ্বারা তদুদর অত্যন্ত
আক্রান্ত হয়, অদাবধি তাহার নাভিকূপের সন্নিহিত বিরজা দেবীও
অধিষ্ঠিতা বহিয়াছেন, তৎস্থানের নাম নাভিগয়া ॥ ৭৯ ॥

তত্র পিণ্ডাদিকং দত্ত্বা ত্রিঃসপ্তকুলমুদ্বরেৎ ॥ ৮০ ॥

সেই নাভিগয়াতে পিণ্ডাদি দান করিলে সপ্তকুলদিগের একনিঃশ্চলিত
পুরুষের উদ্ধার হয় ॥ ৮০ ॥

মহেন্দ্র গিরিণাতম্য ক্রতো পাদৌ সুনিশ্চলৌ ।

উত্র পিণ্ডাদি কুৎ সপ্ত কুলানুদ্বরেতে নরঃ ॥ ৮১ ॥

মহেন্দ্র পর্বতদ্বারা তাহার পাদদ্বয় নিশ্চল হইয়াছে, সেই পাদ
গয়াতে পিণ্ডাদির পিণ্ডদানকুৎ পুরুষের সপ্তমপুরুষ পর্য্যন্ত উদ্ধার
হয় ॥ ৮১ ॥

পিণ্ড নিক্ষাপণং যেমাং গয়াশীর্ষে ভবেৎ ॥ ৮২ ॥

নরকাং স্বর্গলোকাণ্ডঃ স্বর্লোকাং পরমাং গতিম্ ॥ ৮২ ॥

যে সকল ব্যক্তির গয়াশিরে পিণ্ডপ্রদান করা হয়, তাহার পূর্ব-
কর্ম বশে যদিও নরকে থাকে, তথাপি পিণ্ডদান নাহে তৎক্ষণাৎ
নরকাণব হইতে উদ্ধৃত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করে, বহুসংখ্যক
বৎসর পর্য্যন্ত স্বর্গস্থলের অনুভব করতঃ পশ্চাৎ স্বর্গলোক হইতে
তদ্বিক্রম পরমপদ প্রাপ্ত হয় ॥ ৮২ ॥

ইতি ক্রীষাণুপুরাণে বায়ুপ্রোক্ত গয়ামাহাত্ম্যে গয়াস্থর

নিশ্চলং নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায় আরম্ভঃ ।

নারদউবাচ ।

কথংশিলা সমুৎপত্তা যয়াক্রান্তো গয়াসুরঃ ।

কিংকপং কিঞ্চমাহাত্ম্যং তস্যাঃ কিং বদনামচ । ১ ।

অনন্তর দেবর্ষি নারদ মহাযোগী সনৎকুমারকে জিজ্ঞাসা করিতে-
ছেন, হে ভগবন্ ! দেবরূপিনী যে শিলাদ্বারা গয়াসুর পূর্কে
আক্রান্ত হইয়াছিল, সেই শিলার কিপ্রকারে উৎপত্তি হয়, তাহার
অরূপ রূপ কিপ্রকার এবং পূর্কে তাহার নামই বা কি ছিল ?
বিশেষতঃ তাহার কীদৃশী মহিমাইহা বিস্তারিত করিয়া কহেন ॥ ১ ॥

সনৎকুমার উবাচ ।

আমীক্ষ্য মহাতেজাঃ সর্ববিজ্ঞান পারগঃ ।

বিশ্বকপাচ তৎপত্নী ভর্তৃব্রত পরায়ণা । ২ ।

হে দেবর্ষি নারদ ! তুমি সারহিতচিত্তে শ্রবণ কর, আমি এত-
দূতান্ত সকল তোমাকে বিস্তার করিয়া কহিতেছি। পুরাকল্পে
বিজ্ঞানশাস্ত্র পারদর্শী, মহাতেজস্বী ধর্মানামধারী কোন এক পুরুষ
ছিলেন, পতিব্রতধর্ম পরায়ণা বিশ্বরূপা নামে তাঁহার পত্নী ॥ ২ ॥

তস্যাঃ ধর্ম্যং সমুৎপত্তা কন্যা ধর্মব্রতা সতী ।

সর্বলক্ষণ সম্পন্না লক্ষ্মীরিব গুণাধিকা । ৩ ।

সেই ধর্মের বীৰ্য্যে বিশ্বরূপার গর্ভে একা কন্যা উৎপন্ন হয়, এই
কন্যা সর্বলক্ষণযুক্ত এবং সত্যধর্মপরায়ণা লক্ষ্মীর ন্যায়

তস্তাং যেতুগুণাহাসং স্তেতিষ্ঠন্তি জগত্রে ।

ধর্মোধর্ম ব্রতায়াক্ত ত্রিশুলোকেষু মার্গয়ন্ ॥

নানুরূপং বরংলেভে ধর্মোপ বরসিদ্ধয়ে । ৪ ।

এই জগৎত্রয় মধ্যে যে সকল গুণ বিস্তৃতরূপে অবস্থিত আছে, সে সমস্ত গুণই একাধর্মব্রতান্তে অবস্থান করিয়াছিল, ধর্ম এতৎ লোক-
ত্রয়মধ্যে অনুসন্ধান করতঃ ধর্মব্রতীর অনুরূপ এমন কোন বরপ্রাপ্ত
হইলেন না, যে তাহাকে ঐ কন্যা সম্প্রদান করিতে পারেন ॥ ৪ ॥

তপঃ কুরু বরার্থং যঃ তথৈতু্যক্তা বনংযযৌ ।

কন্যাসাচ তপস্তেপে সর্কেষাং দুষ্করঞ্চযৎ । ৫ ।

অনন্তর ধর্ম চিন্তিতম্না হইয়া স্বীয়া কন্যাকে কহিলেন, মাতঃ !
সদৃশ পতিলাভার্থে তুমি তপস্শা করহ, ইহা বলিয়া তিনি বনগমন
করিলেন । এতৎ পিতৃবাকাবগতি কবিয়া ধর্মব্রতাও তথাস্তু বলিয়া
নিবিড়ারণ্য মধ্যে তপস্শাথে গমন করেন, এবং সর্কলোকের
দুষ্কর যে তপস্শা, সেই তপোধর্মে সংলগ্না হইলেন ॥ ৫ ॥

বায়ুভক্ষা শ্বেতকম্পে যুগান্না সমুতংপুরা ।

ব্রহ্মণো মানসঃ পুত্রো মরীচিন্ নাম বিপ্রতঃ ।

প্রবৃন্তিলক্ষণং ধর্মং কতুং সত্রহ্মণেরিতঃ ।

পর্যটন পৃথিবীং সর্ক্যং কন্যারত্নং দদর্শসঃ । ৬ ।

পূর্ব শ্বেতবরাহ কল্পে শুক বায়ুভক্ষণ করিয়া ধর্মব্রতা অশুভযুগ
পরিমাণে কঠিনরূপে ঘোরতর তপস্শা করিতে লাগিলেন । একদা
ব্রহ্মার মানসপুত্র মরীচি নাম বিখ্যাত ঋষি; তিনি ব্রহ্মার আজ্ঞায়
সংসারধর্ম যাজনার্থ সদৃশী ভার্যা লাভ করিবার প্রয়াসে পৃথিবী
পর্যটন করিতে করিতে কদাচিৎ ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া নবমৌবন
সম্পন্ন তপোবর্তী কন্যার ধর্মব্রতাকে দর্শন করিলেন ॥ ৬ ॥

রূপযৌবন সম্পন্নঃ পরমে তপসিস্থিতঃ ।

পপ্রচ্ছাথ মরীচিস্তাঃ কাভুং কস্ত্যাসিতহদ । ৭ ।

রূপযৌবন সম্পন্ন, এবং পরম তপস্শ্রাভে সংস্থিতা ধর্মব্রতাকে দেখিয়া মরীচি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বরমুখি ! তুমি কে ? কাহার কন্যা আমি তোমাঙ্কে জিজ্ঞাসা করিতেছি তাহা বল ॥ ৭ ॥

কপেণানেন মাংভীরু বিমোহয়সি সূত্রতে ।

ব্রহ্মাঅজোহং বিখ্যাতং মরীচিকৈদপারগঃ । ৮ ।

হে ভীরু ! হে সূত্রতে ! তুমি পরমাসুন্দরী, তোমার এই পরম রূপলাবণ্য দ্বারা আমাকে বিমুগ্ধ করিতেছ, আমি সর্ব বেদপারাগ ব্রহ্মার পুত্র মরীচি নামে বিখ্যাত ঋষি ॥ ৮ ॥

মরীচিকৈচনং শ্রদ্ধা কন্যা প্রোবাচ তং মুনিং ।

অহং ধর্মব্রতা নাম ধর্মপুত্রী তপোনিবিতা । ৯ ।

এতদ্বাক্য শ্রবণ করতঃ ঐ কন্যা সেই মরীচি মুনিকে আশ্ব পরিচয় দিয়া কহিতেছেন । হে মুনে ! আমি ধর্মের তনয়া, আমার নাম ধর্মব্রতা, সংপ্রতি পত্যার্থে তপোদর্শ্যে সংযুক্ত হইয়াছি ॥ ৯ ॥

পতিব্রতার্থং বিপ্রেশু চরামি পরমং তপঃ ।

ধর্মব্রতা মরীচিস্তা মুবাচ প্রীতিপূর্ব্বকং । ১০ ।

হে বিপ্রেশু ! আমি পতিব্রতাধর্ম লাভের নিমিত্ত এই সূত্ৰশ্রম পরম তপস্শ্রা করিতেছি, অর্থাৎ এই কঠিন তপঃপ্রভাবে আমি আশ্ব অমুরূপ পতিলাভ করিব ইত্যাদিপ্রায় : ধর্মব্রতায় ঘনস্থিত অতি-লবিত বাক্য শ্রবণ করিয়া মহর্ষি মরীচি প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহাকে এই বাক্য কহিলেন ॥ ১০ ॥

পতিব্রতা দর্শনান্নে ভবিস্যসি শুভব্রতে ।

পতিব্রতেচ্ছয়া পৃথীবিচরামিহহস্মি শং । ১১ ।

হে শুভব্রতে ! আমার দর্শনেই তুমি পতিব্রতা হইবে, তজ্জন্য তোমাকে তার কচিনতর উপস্থার ক্লেশ সম্ব করিতে হইবে না, হে ধর্মপুত্রি ! আমিও পতিব্রতা স্ত্রীলাভের আকাঙ্ক্ষায় এই পৃথিবীর সমস্ত স্থানে অন্বেষণ করিয়া নিরন্তর বিচরণ করিতেছি ॥ ১১ ॥

তুঞ্জেৎ পতিব্রতাজাতা ভঞ্জেহাং তজমাংবরং ।

লোকেন তাদৃশীকন্যা মমতুলো ন তেবরং ॥ ১২ ॥

হে শুচিস্মিতে ! আমি অন্বেষণ করিয়া দেখিলাম ইহলোকে তুমি বাদৃশী পতিব্রতা জন্মিয়াছ, এমন পতিব্রতা কন্যা আব নাই, এবং তোমার অনুরূপ বরও আমার তুল্য জন্মে নাই, সুতরাং পরস্পরের স্নাতীকী সিদ্ধির নিমিত্তে আমি তোমাকে ভজনা করি, তুমিও আমাকে ভজনা করহ ॥ ১২ ॥

ধর্মব্রতে ধর্মপত্নী তস্মাত্ত্বং ভজমেহধুনা ।

ধর্মব্রতা মুনিং প্রাহ ধর্মং যাচয় সুব্রত ॥ ১৩ ॥

অতএব হে ধর্মব্রতে ! হে ধর্মপুত্রি ! আমরা পরস্পর উভয়েই সমানগুণে অধ্বিত হইয়াছি, সুতরাং এক্ষণে তুমি আমাকে বরমালা প্রদান করতঃ আমার ধর্মপত্নী হও, আমিও তোমার পাণিগ্রহণ করি, ইহাতে উভয়ের পরমাপ্রীতি জন্মিবে ! মহামুনি মরীচির এতদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া ধর্মব্রতা কহিলেন, হে সুব্রত মবীচে ! যদিও দম্পতীর সম গুণ সঙ্গম সুখদ বটে, তথাপি সর্বসম্মত কন্যা পিতৃদত্তা হইলে অতিশয় শুভকরী হয়, একারণ আমার পিতা ধর্মের নিকট গিয়া তুমি যাচঞা কর ॥ ১৩ ॥

তৎপ্রত্না ধর্মমগমন্মুনিং ধর্মোদদর্শহ ।

ভেজঃপুঞ্জবরং নত্বা জ্ঞানাসনাঘ্যাদিনার্কয়েৎ ॥ ১৪ ॥

ধর্মব্রতার বাক্য শ্রবণ করতঃ মহামুনি মরীচি ধর্মের নিকট উপ-

স্থিত হইলেন; মহাভক্তঃপুঞ্জ জাজ্ঞান্যমান প্রভদ্রির ন্যায় কনিকে
দেখিয়া ধর্ম গাজোথান পূর্বক প্রণাম করিয়া যথাবিধি আসন
দানানন্তর অর্ঘ্যাদি দ্বারা পূজা করিলেন ॥ ১৪ ॥

কিমর্থমাগতঃ পৃক্টো মরীচি ধর্মমন্ত্রবীৎ ।

কন্যামুখং ভ্রমতা পৃথ্বীং দৃষ্ট্বাতে কন্যাকা বরা ।

মহৎ কন্যাধ্বজাং দোহশ্রেয়স্তুব ভবিষ্যতি ১৫ ।

অনন্তর ধর্ম মরীচিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমার
সম্মুখানে আপনার কি হেতু আগমন হইয়াছে, তাহা আজ্ঞা করুন।
ধর্মকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া মুনি কহিলেন। হে ধর্ম! আমি
আত্মসদৃশী কন্যার পাণিগ্রহণ করণাকাজ্জন্ম কন্যাস্বৈরণ পরায়ণ
হইয়া এই পৃথিবী পর্য্যটন করিতেছি, কিন্তু কুত্ৰাপি পতিব্রত পরা-
য়ণা কন্যা প্রাপ্ত হইলাম না, সংপ্রতি সূর্যশ্রেষ্ঠা বরিষ্ঠা, এবং রূপ
গুণবিশিষ্টা ধর্মব্রতা নাম্নী তোমার কন্যাকে ভূপোবনে দেখিয়া
অতঃপাণি গ্রহণার্থী হইয়া তব সম্মুখানে আগমন করিলাম। অতএব
তুমি আমাকে সেই কন্যা প্রদান করহ, তাহাতে তোমার পরমমঙ্গল
হইবে ॥ ১৫ ॥

অর্ঘ্যাদিনা সমভ্যর্চ্য ধর্মঃ প্রোচেতথেষিতং ।

ধর্মব্রতাং সমানীয় দত্তবাংস্তাং মরীচয়ে । ১৬ ।

মরীচিকাকে প্রণয়ে ধর্ম পরমহর্ষে তথাস্থ বলিয়া ধর্মব্রতাকে
আনয়ন করতঃ অর্ঘ্যাদি প্রদানপূর্বক অর্চনা করিয়া মরীচিকে
সেই কন্যা সমর্পণ করিলেন ॥ ১৬ ॥

বরং চ দত্তবাংস্তস্মৈ শুধাক্যাক তথাকরোৎ ।

অগ্নিহোত্রেণ সহিতং স্বাশ্রমং ত্রাং স্থিলোভয়ৎ ১৭ ।

ধর্মের পবিত্র ব্যবহারে পরিতুষ্ট হইয়া মরীচি তাঁহাকে অভিল-
ষিত বর প্রদান করতঃ এবং তদ্বাক্যানুযায়ি বহু স্থাপন পূর্বক
যথাবিধি কন্যাপাণি গ্রহণিকা কৰ্ম সমাপ্তানন্তর অগ্নিহোম সহিত
ধর্মব্রতাকে স্বীয় আশ্রমে আনয়ন করিলেন ॥ ১৭ ॥

রেনেমুনিস্তয়া সার্কঃ যথাবিষ্ণুঃ শ্রিয়ানহ ।

পার্কত্যাচ যথাশস্ত্রঃ সরস্বত্যা যথাহুজঃ । ১৮ ।

যেমন লক্ষ্মীর সহিত নারায়ণ, পার্কতীর সহিত শঙ্কর, সরস্বতীর
সহিত ব্রহ্মা, নিতা বিহারী, মহামুনি মরীচিও সেইরূপ ঐ ধর্মব্রতার
সহিত পরমস্বখে বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥

জজ্ঞেপুত্রশতং তস্ত্যাং মরীচে বিষ্ণুনোপমম্ । ১৯ ।

কালে ধর্মব্রতার গর্ভে মরীচির একশত নিরুপম পুত্র জন্মে;
সেই সকল পুত্রের উপমা বিষ্ণুর সহিত তুল্য হয় ॥ ১৯ ॥

মরীচিঃ ফলপুষ্পার্থং বনংগত্বা সমাগতঃ ।

শ্রান্তঃ কদাচিৎ তাং পত্নীমুবাচেক্ষি পতিব্রতাং ।

ভুক্তাভুশয়নশ্চ পাদসম্বাহনং কুরু ॥ ২০ ॥

কদাচিৎ ফল পুষ্পাহরণ নিমিত্ত মরীচি বনগমন করিয়াছিলেন,
পরে আহৃত ফল পুষ্পবান ঋষি অতিশয় প্রাপ্তিযুক্ত হইয়া গৃহে
সমাগত হন; অনন্তর ভোজনাবসানে ঋষি শয়িত হইয়া পতিপর্য-
য়ণ ধর্মব্রতাকে এই কথা কহিলেন । অয়ি ধর্মব্রতে ! আমি
অতিশয় প্রাপ্ত হইয়াছি কিয়ৎকাল তুমি আমার পাদদ্বয় সম্বাহন
কর ॥ ২০ ॥

ধর্মব্রতা ভুখেভুক্তা শয়নশ্চ সা যুনেঃ ।

পাদসম্বাহনং চক্রে যুতেনাত্যজ্য তৎপর্য ॥ ২১ ॥

কর্তৃবাক্য শ্রবণানন্তর ধর্মব্রতা তথাস্ত বলিয়া তৎপরা হইয়া
শয়নস্থ মুনির পাদদ্বয়কে স্তূতাজ্ঞ করতঃ মর্দন করিতে লাগি-
লেন ॥ ২১ ॥

নিদ্রায়মাণেহথ মুনৌ ব্রজা তৎ দেশমাগতঃ ।

ইয়েষদৃষ্টা ব্রজাণং মনসার্চয়িতুং প্রভুং ।

পাদসম্বাহনং কুর্যাৎ কিং পূজ্যোহয়ং জগদগুরুঃ ॥ ২২ ॥

পাদসম্বাহন করিতে করিতে মুনি নিদ্রাগত হইলেন, এমন সময়ে
মরীচির আশ্রমে পরমেশ্বরী প্রজাপতি আসিয়া উপস্থিত হন ।
ব্রজাকে স্বাশ্রমে সম্প্রাপ্ত দেখিয়া পতিব্রতা ধর্মপুত্রী তখন
জগৎ প্রভুকে অর্চনা করিতে মানস করিলেন । কিন্তু তৎকালে
তাঁহার মনে ইহাও আলোচিত হইল, যে এক্ষণে আমার কি
কর্তব্য ? পতির আজ্ঞামুসারে তৎপাদসম্বাহন কর্মই করিব, না
সমাগত জগদগুরু এই পূজাপার ভগবান ব্রজাকেই যথাবিধি পূজা
করি ॥ ২২ ॥

তৎপর্য্য । ধর্মব্রতা তখন এই চিন্তা করিতে লাগিলেন, যে
যদি সংসার ধর্মোচিত ব্রজাবিধি অতিথি সংস্কার করি, তবে পতি-
ব্রতার ধর্মরক্ষা পক্ষে অদৃঢ়তা জন্মে, এবং পতির আজ্ঞা উল্লঙ্ঘনে
শাস্ত্রে বিশেষ অপরাধ শ্রুতি আছে, এতদ্বির পতিও অভিযুক্ত করি-
লেও করিতে পারেন; যদি পতি সেবাতেই নিযুক্ত থাকি, তবে অতি-
থির অর্চনা করা হয় না ; তাহা না হইলে স্বভরাং গৃহস্থধর্মের
প্রবাদ করা হয়, “সর্ব্বভাত্যাগতোগুরুঃ” শাস্ত্রে কহিয়াছেন, বিশে-
ষতঃ ইনিও সামান্য অভ্যাগত নহেন, সকলের পূজ্য, জগদগুরু ব্রজা
অতিথিরূপে উপস্থিত হইয়াছেন, কিরূপে পূর্ব্ববিচারবিষয় বিচার করি ?
এতদ্ব্যয় সঙ্কটে পতিভা ধর্মব্রতা জ্ঞান মনে চিন্তা করিয়া পরিশ্রমে
ইহাই স্থির করিলেন ; যে ব্রজা জগৎপতি এবং পতিরও পিতা,
পরম গুরু হন, ইহার সেবার বিষয় কোথ হইবার সম্ভাবনা

কি ? অতএব পতি শুশ্রূষার বিরাম করিয়াও ব্রহ্মার পূজা করা আমার অবশ্য কর্তব্য হইল ।

ইত্যঙ্গনা সমুত্তমৌ নত্বাসাচ গুরোঃকুম্ ।

অর্ঘ্য পাদাদিকং দত্ত্বা ব্রহ্মাণং সমপূজয়ৎ ।

সংকৃত্যায়ান্ত শয্যায়াং বিশ্রাম মকরোদজঃ ॥ ২৩ ॥

মরীচি অঙ্গনা ধর্মব্রতা ইহাই বিচারমন্ত বোধে ব্রহ্মাকে গুরুর গুরু জ্ঞান করিয়া অর্ঘ্য পতি আমার গুরু, পতির গুরু ব্রহ্মা ইহা নিশ্চয় করিয়া জগৎগুরু ব্রহ্মাকে পাদাঘাদি দ্বারা সন্মাকরূপে পূজা করিলেন; ব্রহ্মাও যথাবিধি তৎকর্তৃক সংকৃত হইয়া ধর্মব্রতার প্রদত্ত সুখশয্যাতে উপবেশন করতঃ শ্রান্তি দূর করিতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥

এতন্মিহন্তরে তত্ৰী সমুত্তমৌ চ তপ্ততঃ ।

ধর্মব্রতামপশ্বন্ স বিপ্রঃ ক্রুদ্ধঃ শশাপতাম্ ॥ ২৪ ॥

ইতিমধ্যে ধর্মব্রতার তত্ৰী মহামুনি মরীচির নিদ্রাভঙ্গ হওয়াতে শয্যা হইতে পাদোত্থান করতঃ আশ্রমশয্যাতে ধর্মব্রতাকে না দেখিয়া মহাক্রোধে জাহ্নল্যানান ঋষি পত্নীকে অভিশাপ দিয়া কহিলেন ॥ ২৪ ॥

পাদসম্বাহনং ত্যক্ত্বা যম্মাদাজ্ঞাং বিহার্য মে ।

গত্যন্যত্র ততঃ পাপাচ্ছাপদক্ষা শিলাভব ॥ ২৫ ॥

রে ক্রুদ্ধে ! যেমন তুমি পতিব্রতা হইয়া মমাজ্ঞা হেলনপূর্বক আমার শাসনস্বাহন পরিত্যাগ করতঃ স্থানান্তরাভিগামিনী হইয়াছিলে, সেই পাপে এবং আমার শাপে তুমি দক্ষা হইয়া শিলা-রূপা হও ॥ ২৫ ॥

তত্রী ধর্মব্রতাশক্তা মরীচিং গ্রাহি সা কুশা ॥ ২৬ ॥

ধর্মব্রতা পতিকর্তৃক অভিশপ্তা হইয়া ভ্রমণ মহা কোষে মরীচিকে
কহিলেন ॥ ২৬ ॥

শয়ানে ত্বয়ি সংপ্রাপ্তে ব্রজা ব্রজ্জনকো গুরুঃ ।

ব্রয়োথ্যায় হি কর্তব্যং স্বপ্নরোঃ পূজনং সদা ।

ময়াভু ধর্মচারিণ্যা তবকার্ষ্যে ক্রুতে মুনে ।

অদোষাহং বতঃশপ্তা তস্মাচ্ছাপং দদামিতে ॥ ২৭ ॥

হে মুনে! তুমি শয্যাতে শয়িত হইলে তোমার পিতা ব্রজা,
যিনি তোমার পরম গুরু, তিনি তোমার আশ্রমে আগত হন,
তাহাতে তোমারই উচিত যে তৎক্ষণাৎ গাত্রোথান করতঃ ভক্তি
প্রজ্ঞাপূর্বক সাতিশয় বস্ত্র সহকারে তাঁহার পূজাদি করা, কিন্তু তৎ-
কালে তোমা হইতে তাহা সম্পন্ন না হওয়াতে তব ধর্মরক্ষার্থিনী
ধর্মচারিণী আনি তোমার ধর্মপত্নী এ হেতু আমার দ্বারা তোমার
করণীয় কার্য সম্পন্ন হইয়াছে; ইহাতে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা দূরে
থাকুক, পুনরভিশপ্ত করা কি তোমার বিধেয় হয়? আনি কোন-
ক্রমে আপনার নিকট অপরাধিনী নহি, যেমন নির্দোষপত্নীকে
অনাগস অভিশপ্তা করিলে, তদ্রূপ আমিও তোমাকে অভিশপ্ত
করিতেছি ॥ ২৭ ॥

ব্রজশাপং মহাদেবাস্তত্ত্বঃ প্রাপ্তসংশয়ঃ ।

ব্যাকুলং তং পতিং দৃষ্ট্বা ব্যাকুলাগাৎ প্রজাপতিং ॥ ২৮ ॥

হে মুনে! সর্বলোকের ভরণকর্তা মহাদেব হইতে তুমিও অসং-
শয় শাপ প্রাপ্ত হইবে। এই ধর্মব্রতায় শাপে মরীচি ব্রহ্মস অভি-
শপ্ত ব্যাকুল হইলেন, তখন পত্নীকে ব্যাকুল দেখিয়া পতিব্রজা ধর্ম-
পূজীও ব্যাকুল হইয়া ব্রজার নিকট পশ্চন্ন করেন ॥ ২৮ ॥

নব্বাশয়ানং ব্রহ্মাণমগ্নিং প্রজ্জাল্য চেক্কনৈঃ ।

গাইপত্যো স্থিতাচক্কো তপঃ পরম দুদরং ॥

পত্তা শপ্তোমরীচিচ্চ তপন্তেপে সুদারুণম্ ॥ ২৯ ॥

যে স্থানে স্বদত্ত শয্যাতে ব্রহ্মা নিদ্রিত আছেন, তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে ব্রহ্মা নিদ্রিত, সুতরাং তদ্রুত জানাইতে না পারিয়া তাঁহাকে প্রণাম করতঃ বহু কষ্টসম্বয়দ্বারা অগ্নি জালিয়া তদ্ব্যধো গাইপত্য ব্রতে স্থিতা ধর্মব্রতা অতিশয় কঠিনরূপে তপস্শা করিতে আরম্ভ করিলেন । এবং মরীচিও ভার্যা কর্তৃক অতিশয় হইয়া সুদারুণ তপস্শায় নিযুক্ত হইলেন ॥ ২৯ ॥

পতিব্রতায়ান্তপসা মরীচেন্তপসা তথা ।

সম্ভাপিতং জগৎসর্বং স দেবাসুর মানুষং ।

ইন্দ্রাদয়শ্চ সংতপ্তা গতাশ্তে শরণং হরিম্ ॥ ৩০ ॥

তৎকালে পতিব্রতা ধর্মপুত্রীর তপস্শা এবং মরীচিরও তপস্শা প্রভাবে দেবাসুর নরুঘাদি সহ সমস্ত জগৎ সম্ভাপিত হইল; তন্নিমিত্ত ইন্দ্রাদি দেবগণেরা অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়া জগৎ পরিত্যাগ কারণ জগদগ্নয় জনার্দ্রিন হরিসন্নিধানে গিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন ॥ ৩০ ॥

উচুঃ ক্ষীরাম্বুধৌ স্তপ্তং সংতপ্তা স্তপসা হরে ।

পতিব্রতায়ান্তপসা ত্রৈলোক্যং রক্ষ কেশব ॥ ৩১ ॥

ক্ষীর সমুদ্রশায়ী নারায়ণকে দেবতাপণেরা বহুবিধ প্রকারে ভক্তি-পূর্ব্বক স্তব করিয়া কহিতে লাগিলেন । হে হরে ! আমরা পতিব্রত ধর্মপরায়ণা ধর্মব্রতার এবং (মহামুনি মরীচির) তপঃপ্রভাবে ত্রৈলোক্য সম্ভাপিত হইরাছি; বিশেষতঃ ধর্মব্রতার তপঃপ্রভাবে ত্রৈলোক্যই মন সকল সন্তপ্ত ও বিক্রান্ত হই, হে কেশব ! আমরা জগৎ পরি-

পালন কর্তা এবং সর্বসমুদায়কর্তা আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া এই ভুবনজয়কে রক্ষা করুন ॥ ৩১ ॥

ইন্দ্রাদীনানং বচঃপ্রসূত্বা বিষ্ণুধর্মব্রতাতং যযৌ ॥ ৩২ ॥

ভগবান্ নারায়ণ ইন্দ্রাদি দেবগণের এই কথা শ্রবণ করিয়া গার্হ-
পত্য ব্রতেস্থিতা ধর্মব্রতার নিকটে সত্বর গমন করিলেন ॥ ৩২ ॥

এতস্মিন্বেবকালেতু প্রবুদ্ধো ভগবানজঃ ।

উচুধর্মব্রতাতং দেবা অগ্নিস্থাং সহকেশবাঃ ॥ ৩৩ ॥

ধর্মব্রতা সন্নিধানে যে সময় দেবগণের সহিত ভগবান বিষ্ণু
সমাগত হন, সেই সময়েই তথায় ভগবান ব্রহ্মাও নিজা পরিভ্যাগ
পূর্বক শয্যা হইতে গাত্ৰোত্থান করতঃ নারায়ণ সন্নিধানে স্বয়ং
উপস্থিত হইলেন । অনন্তর ব্রহ্মা ও বিষ্ণুরসহ সমস্ত দেবগণেরা
অগ্নি মধ্যস্থিতা তপস্বিনী ধর্মব্রতাকে কহিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥

অগ্নিমধ্যে তপঃকর্তুং কস্তাশক্তিঃ পতিব্রতে ।

ত্বয়াক্রুতং যৎপরমং সর্বলোক ভয়ঙ্করম্ ॥ ৩৪ ॥

হে পতিব্রতে ! তুমি যেরূপ সর্বলোক ভয়ঙ্কর অদ্ভুত তপস্তা
করিতেছ, অগ্নিমধ্যে সংস্থিত হইয়া ঐরূপ স্তূদারূপ তপস্তা করে,
জগতীতলে এমন শক্তি কার আছে ? ॥ ৩৪ ॥

বরং বরং ধর্মজ্ঞে হৃদ্বন্তো বদতীপ্সিতম্ ।

বিষ্ণুদীনানং বচঃপ্রসূত্বা দেবান্ ধর্মব্রতাতা ব্রবীৎ ॥ ৩৫ ॥

হে ধর্মজ্ঞে ! আমরা তোমার এই তয়ানক উপপ্রভাবে আকৃষ্ট
হইয়া বর প্রদানার্থ তৎ সন্নিধানে সমাগত হইয়াছি, এক্ষণে আমা-
দের নিকটে তুমি অভিলষিত বর বাছাকা কর । নারায়ণাদি
নির্ভয়গণের সাক্ষরূপ বচন শ্রবণে হৃদ্যন্তর্যকরণে ধর্মব্রতা দেবগণ
প্রতি এই কথা বলিলেন ॥ ৩৫ ॥

তর্জুশাপ মশক্তাহং নিবর্তয়িতু মোক্ষসা ।

দন্তোমরীচিনা শাপোমহং ন ব্যপগচ্ছতু ॥ ৩৬ ॥

হে বরদদেবঃ! অস্মৎ তপোবৃত্তান্তে তোমরা প্রবণ কর।—
আমার পতি মরীচি মুনি, তিনি আমাকে অভিশপ্ত করিয়াছেন; কিন্তু
আমি সেই শাপ নিবারণে অসমর্থ; যদি আপনারা আমার প্রতি
সদয় হইয়া থাকেন, তবে সেই মরীচি দত্ত শাপের অপনয়ন করুন,
যাহাতে ভয়ঙ্কর পতিশাপে আমাকে বাধিত করিতে না পারে। ৩৬।

ধর্মব্রতাবচঃশ্রদ্ধাং প্রোচুরেতাং সুরাঃপুনঃ ।

ধর্মব্রতে ধর্মপুত্রি শাপোহয়ং পরমর্ষণা ।

দত্ত স্তে ন নিরাকর্তুং শক্যো দেব দ্বিজাতিভিঃ ॥ ৩৭ ॥

দেবগণেরা ধর্মব্রতের এতদ্বারা প্রবণ করতঃ পুনর্বার ধর্ম-
ব্রতাকে কহিতে লাগিলেন। হে ধর্মব্রতে! হে ধর্মতনয়ে!
মহর্ষি মরীচি তোমাকে যে শাপ প্রদান করিয়াছেন, তাহার অন্যথা
করিতে কোন দেবতা বা কোন ব্রাহ্মণের শক্তি নাই। অর্থাৎ
এমত শক্তিমান কেহই নাই যে তৎ শাপের নিরাকরণ করিতে
পারেন? ॥ ৩৭ ॥

তস্মাদন্যং বরংক্রুহি যতোধর্মস্তা সংস্থিতিঃ ।

ভবেদৈ ত্রিমুলোকেষু বেদোক্তস্ত শুভব্রতে ॥ ৩৮ ॥

মহর্ষির অখণ্ডশাপের খণ্ডন কদাচ হইতে পারিবে না। হে
শুভব্রতে! একারণ তুমি এতদ্বার বাধিত আর অন্য কোন বর
প্রার্থনা কর, যাহাতে ত্রিলোক মধ্যে বেদোক্ত ধর্মের সংস্থিতি
হয় ॥ ৩৮ ॥

দেবানাং বচনং শ্রুত্বা দেবান্ধর্ম ব্রতাব্রবীৎ ।

তর্জুশাপোমোচয়িতুং নশক্লুশ্ব যদামরাঃ ।

মহং নরং প্রযচ্ছহং এবং বিধমশুভমমা ॥ ৩৯ ॥

দেবতাদিগের বচন শ্রবণ করিয়া ধন্যব্রতা পুনর্বার দেবগুণ প্রতি
কহিতেছেন। হে অমর! যখন তর্তার শাপ হইতে আমাকে
পরিমুক্ত করিতে আপনারা সক্ষম হইলেন না, তখন একরূপ এক
অমৃতের বরপ্রদান করুন বাহাতে আমার এবং জগতের উপকার
হয় ॥ ৩৯ ॥

শিলাহং প্রভবিষ্যামি ব্রহ্মাণ্ডে পাবনী শুভা ।

নদীনন্দ সরস্বতীর্থ দেবাদিত্যোত্তি পাবনী ॥ ৪০ ॥

হে দেবগণেরা! যখন আপনারাও আমাকে মহর্ষির শাপ হইতে
পরিমোচিত করিতে পারিলেন না, তখন অবশ্যই শিলা হইতে
হইবে, কিন্তু এই প্রার্থনা করি যে ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে আমার দেহোদ্ভবা
শিলার অপেক্ষা পবিত্রা যেন কোন শিলাই না হয়। এবং গঙ্গাদি
পুণ্যানদী সকল হইতে ও সিদ্ধুতৈরব শোণাদি পবিত্র নদ সকল
হইতে, ও মানস সরোবর ও বিন্দু সারাবরাদি সকল সরস্বতীর্থ হইতে,
আর চন্দ্রাপ্ত সূর্যাদি পবিত্রকারক দেবতা হইতে, মল্লোদ্ভবা শিলা
যেন অতি পাবনী হয়। অর্থাৎ মচ্ছিলা স্বয়ং পবিত্রা এবং
অন্যের পবিত্র কারিণী হয়, এক্ষণে এই মাত্র বর আমার অভিলষ-
নীয় হইল ॥ ৪০ ॥

ঋষ্যাদিত্যো মুনিভ্যাশ্চ মুখাদেবেভ্য এবচ ।

ত্রৈলোক্যে যানি লিঙ্গানি ব্যক্তাব্যক্তান্যান্যপি ।

তানি তিষ্ঠন্ত মদেহে তীর্থরূপেণ সর্বদা ॥ ৪১ ॥

হে দেবা! ঋতশ্রুতি, ঋতমুনি, এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবা
প্রধান প্রধান দেবতা হইতেও যেন এই শিলা পবিত্রা হয়। এতদ্ভিন্ন
ত্রিলোক মধ্যে প্রকাশ বা অপ্রকাশ রূপে যে সকল শিবলিঙ্গ ও
দেবপ্রতিমা আছে, তাঁহারা সকলেই তীর্থরূপে এই শিলায় আসিয়া
সর্বদা অধিষ্ঠান করুন ॥ ৪১ ॥

তীর্থান্যপিচ সৰ্বানি নক্ষত্র প্রমুখা স্তথা ।

তিষ্ঠন্তিদেবাঃ সকলাঃ দেব্যশ্চ মুনয়স্তথা ॥ ৪২ ॥

এতদ্বিশ্বরাজ্য মধ্যে যে সকল পবিত্রতীর্থ আর পবিত্রনক্ষত্রগণ
ও দেব দেবীগণ, এবং সমস্ত মুনিগণ, সকলে মঞ্চেহোন্তবা শিলাতে
যেন নিত্য অধিষ্ঠান করেন ॥ ৪২ ॥

বারাণসী প্রয়াগশ্চ পুরুষোত্তম সংজ্ঞকং ।

গঙ্গাসাগর সংজ্ঞক নিত্যং তিষ্ঠন্ত কঙ্কনি ।

হাস্তান্তিচ মরিষাস্তি যান্ত ব্রহ্মপুরীঃ নরাঃ ॥ ৪৩ ॥

কাশী, প্রয়াগ, পুরুষোত্তম এবং গঙ্গাসাগরসংজ্ঞক সকল তীর্থ
নিত্য ফল্গুতীর্থে আসিয়া অধিবাস করুন। আর মম শিলোপরিস্থিত
হইয়া যে সকল নদীয়া মৃত হইবে, তাহারা যেন একালোকে গমন
করে ॥ ৪৩ ॥

শিলাস্থিতেষু তীর্থেষু স্নানং কৃৎস্বাথ তর্পণং ।

আন্ধং সপিণ্ডকং যেষাং ব্রহ্মলোকং প্রযান্ততে ॥ ৪৪ ॥

এই মদেহ সম্ভূত। শিলাস্থিত তীর্থে স্নান তর্পণ করতঃ পিণ্ডদান
পূর্বক যে সকল ব্যক্তি পিতৃলোকের আন্ধ কবিবে, তাহারা সকলে
যেন ব্রহ্মলোকে গমন করে, এবং বাঁহাদিগের উদ্দেশে পিণ্ডদান
হইবে তাহারাও যেন ব্রহ্মলোক গামী হন ॥ ৪৪ ॥

গদাধরাধিষ্ঠিতং তৎ সৰ্বতীর্থোত্তমোত্তমং ।

মুক্তিৰ্ভবতি পিতৃণাং কর্তৃণাং আন্ধতঃ সদা ॥ ৪৫ ॥

হে দেবগণেরা ! গদাধরাধিষ্ঠান জনা আমার এই শিলাদেহ যেন
সর্বতীর্থ হইতে উত্তম তীর্থ হয়। গদাধরের সাক্ষাতে যে সকল ব্যক্তির

পিতৃলোকের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান হইবে, সেই সকল উদ্ভিষ্ট
পিতৃকর্ণের এবং শ্রাদ্ধভাদিগণেরও যেন অবশ্য মুক্তি লাভ হয় । ৪৫

জরায়ুজাণ্ডাবাপি শ্বেদজাবাপি চোদ্ভিদঃ ।

তাত্ত্বাদেহং শিলায়াং তে যান্ত্রিকৈশ্চ স্বরূপতাঃ ॥ ৪৬ ॥

জরায়ুজ, বা অণ্ডজ, কি শ্বেদজ, অথবা উদ্ভিষ্ট যে কোন জীব
মদেহোদ্ভবা শিলাতে প্রাণ পরিত্যাগ করিবে তাহার যেন বিষ্ণুর
সাক্ষ্য মুক্তি প্রাপ্ত হয় ॥ ৪৬ ॥

যথাক্রিতে হরৌ সর্কৈ যজ্ঞাঃ পূর্ণাভবন্তি হি ।

তথাশ্রাদ্ধং তর্পণঞ্চ স্নানঞ্চাক্ষয় মন্তিহ ॥ ৪৭ ॥

যেমন সর্কষজেশ্বর নারায়ণের অর্চনায় সকল যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইয়া
থাকে, মদেহোদ্ভবা শিলাতে সম্পাদিত স্নান তর্পণ শ্রাদ্ধও যেন সেই
রূপ অক্ষয় ফলদ হয় ॥ ৪৭ ॥

মমদেহে সুরেশানাং যে জপন্তি শ্রুতাদিকং ।

অচিরেণাপি তে সিদ্ধাসিদ্ধি ভাজো ভবন্তু বৈ ॥ ৪৮ ॥

হে সুরেশ্বরেরা ! আমার এই শিলাদেহে যে সকল সিদ্ধগণেরা
বেদাধ্যয়ন রূপমন্ত্রাদি জপ করিবেন, তাঁহার অচিরকালেই মধ্যে
যেন সর্কাসিদ্ধি প্রাপ্ত হইবেন ॥ ৪৮ ॥

পিতৃণাং কুলসাহস্র মাঅনা সহিতং নরঃ ।

শ্রাদ্ধাদিনা সমুদ্ভূত বিকুলোকং নরৈকুবৎ ॥ ৪৯ ॥

আমার এই শিলাশরীরের উপর যে ব্যক্তি পিতৃলোকের তৃণার্থে
শ্রাদ্ধাদি করিবেন, সেই ব্যক্তি এই শ্রাদ্ধকালে যেন আপনার
সহিত পিতৃকুলের সহস্রপুরুষকে উদ্ধার করতঃ বিকুলোকে নীত
হইবেন ॥ ৪৯ ॥

সাবতোহি নরিঃ শ্রেষ্ঠা গঙ্গাদ্যাশ্চ জদাঃ শ্রেষ্ঠাঃ ।

সমুদ্রাদ্যাঃ সরোমুখ্যা মানসাদ্যাঃ সুরেশ্বরঃ ।

পুণ্যপ্রাক্কঃ বিদধতাং মুক্তয়ে নিবসন্তু মে ॥ ৫০ ॥

গঙ্গাপ্রভৃতি সাবতী শ্রেষ্ঠা নদী, সমুদ্রাদি সাবৎ শ্রেষ্ঠ জল, আর মানস সরোবরাদি সাবৎ পুণ্যসরোবর আছেন, তাঁহারা প্রাক্ক-কৃৎ পুরুষদিগের মুক্তির নিমিত্তে আমার এই শিলাদেহে আসিয়া অবস্থান করুন ॥ ৫০ ॥

শরীরেণ সমাস্তান্তু কচিচ্চান্যাস্তু দেবতাঃ

একোবিষুস্ত্রিধা মূর্ত্তি যাবৎ সংকীৰ্ত্ততে নুধৈঃ । ৫১ ॥

হে বিবুধগণেরা ! আমার এই শিলাদেহে সমস্ত দেবগণেরা স্বশরীরে আসিয়া অবস্থান করুন । এস্থান হইতে আর অন্য কোন্ স্থানে কখন গমন করিতে পারিবেন না । এবং নস্তরূপী একবিষু যাবৎকাল পর্যাস্ত পণ্ডিতগণ কর্তৃক সংকীৰ্ত্তিত হইবেন, তাবৎকাল পর্যাস্ত রূপত্রয়বিশিষ্ট হইয়া এক বিষু এস্থানে অবস্থিত থাকিবেন । ৫১ ॥

তাবৎ শিলারাত্ সৰ্ব্বাণি তীর্থানি সহদৈবতৈঃ ।

সদাতিষ্ঠন্তু মুনয়ো গঙ্গকৰ্কাণাং গঙ্গাশ্চ যে । ৫২ ॥

সৰ্বদেব স্বরূপাচ নাম্নৈয়ং দেবকপিণী ।

যাবন্তবতি ব্রহ্মাণ্ডং তাবন্তিষ্ঠতু বৈ শিলা । ৫৩ ॥

ভোদেবতাঃ ! যে কালপর্যাস্ত প্রাক্ককৃৎ পুরুষেরা পুরোহিতৌচ্চারিত সন্ত্রপাঠ পূৰ্ব্বক প্রাক্ক করিবেন, তাবৎকাল পর্যাস্ত সমস্ত দেবগণের সহিত তীর্থ সকল মম শিলাদেহে অবস্থিত হইবেন এবং সমস্ত মুনিগণ ও সমস্ত গঙ্গকৰ্কাণেরাও অধিষ্ঠিত থাকিবেন । মন্দের সন্ত্রব । সৰ্বদেব স্বরূপা এই শিলা দেবকপিণী শিলা নামে বিখ্যাত হইবে । যাবৎকাল এই ব্রহ্মাণ্ড থাকিবে, আমারও এই শিলাশরীর তাবৎকাল অক্ষররূপে অবস্থিত হইবে ॥ ৫২ ॥ ৫৩ ॥

নমদেহে হস্তাকপেচ যে অপস্টি ভপস্টিচ ।

জুহুত্যাগ্নৌতু তেবাং বৈ তদক্ষযোপস্টিষ্ঠতাং ॥ ৫৪ ॥

আমার এই পাষণ ভূত কলেবরোপরি যে সকল বাস্তি জপ
তপস্শাদি এবং অগ্নিহোত্ৰাদি কৰ্ম করিবেন, তাঁহাদিগের সেই
সকল কৰ্ম যেন অক্ষয়রূপে অবস্থিত হয় ॥ ৫৪ ॥

অক্ষয়ন্ত ভবেচ্ছাক্ষং জপহোম তপাংসিচ ।

শিলাপৰ্বত রূপেণ ময়িত্তিষ্ঠতু সৰ্বদা ॥ ৫৫ ॥

আমার এই শিলাশরীরে প্রাক্ষ ও জপ হোম তপস্শাদি যেন
অক্ষয় ফলদ হয় । এবং সকল তীর্থ শিলা পৰ্বত রূপে আমাতে
সৰ্বদা অবস্থান করুন ॥ ৫৫ ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ লক্ষয়িত্বা পদংময়ি ।

পঞ্চাগ্নয়ঃ কুমারাদ্যা বহুরূপেণ সংস্থিতাঃ ॥ ৫৬ ॥

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এই দেবত্ৰয় আমাকে পদচিহ্নে লক্ষিত করিয়া
অবস্থান করুন । পঞ্চাগ্নি ও সনৎকুমারাদি ব্রহ্মপুত্রগণ বহুরূপে
আমাতে অবস্থিত হউন ॥ ৫৬ ॥

মূর্ত্তামূর্ত্ত স্বরূপেণ পদরূপেণ দেবতাঃ ।

শিলায়াং ক্রৌশমাত্রেণ মূর্ত্তিরূপস্থিতা ভুবি ॥ ৫৭ ॥

মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তরূপে, অথবা পদচিহ্নরূপে দেবতারা সকলেই
নদাশিলায় নথ্য একক্রৌশ মাত্র পরিমাণ স্থানে অবস্থিতি করিয়া
থাকুন ॥ ৫৭ ॥

তাংদ্বর্তা সৰ্বলোকন্ত মহাপাতক নাশিনীম্ ।

পুতোধৰ্ম্মাধিকারী চ প্রাক্ষক্লং ব্রহ্মলোক তাক্ ॥ ৫৮ ॥

নমদেহোৎপন্ন এই পাণিনাশিনী শিলাকে দর্শন করিয়া সকল
লোক পবিত্ররূপে যেন সৰ্বধৰ্ম্মে অধিকারী হয় । আর এই শিলাস্থিতে

আত্মকৃত্য পুরুষ যেন ব্রহ্মলোকে গমন করে । এক্ষণে আপনার
এই মাত্র আমার অভিলষিত বর প্রদান করুন ॥ ৫৮ ॥

ধর্মব্রতাবচঃ শ্রদ্ধা দেবাঃ প্রোচুঃ পতিব্রতাং ।

অয়াযৎ প্রার্থিতং সর্বং তন্তবিস্মাত্য সংশয়ং ॥ ৫৯ ॥

দেবগণেরা দেবরূপা ধর্মব্রতীর এই বরপ্রার্থন বাক্য গ্রহণ করতঃ
পতিব্রতাকে কহিলেন । হে দেবরূপিনি ! অংকর্তৃক যে যে বর
প্রার্থিত হইল, সে সমস্তই সংপূর্ণ হইবে, তাহাতে সংশয়
নাই ॥ ৫৯ ॥

গয়াসুরস্ত শিরসি ভবিষ্যসি যদাহিরা ।

তদাপাদাদি কপেণ স্থাস্তামস্ত যি অহিরাঃ ॥ ৬০ ॥

হে শুভব্রতে । তুমি গয়াসুর মস্তকেতে যৎকালে স্তম্ভস্থাপিতা
হইয়া স্থির থাকিবে, সেইকালে আমরাও যৎ পদচিহ্ন
রূপে স্থিরভাবে তোমার শিলাদেহের উপরে অবস্থিতি করিয়া
থাকিব ॥ ৬০ ॥

বরং শিলায়ৈ দত্ত্বৈবং তথৈবাস্তদধুঃ সুরাঃ ॥ ৬১ ॥

দেবগণেরা ধর্মব্রতাকে এইরূপ বরপ্রদান পূর্বক সান্ত্বনা করিয়া
গন্তহীত হইলেন । ৬১ ॥

কলিতার্থ দেবতার সর্বজ্ঞ, সৃষ্টিকার্যের মধ্যে এককারণে এক-
বিষয়ের পরিসমাপ্তি করেন না, যেহেতু ইহার পর গয়াসুরও এইরূপ
বর গ্রহণ করিবে সেই আকাঙ্ক্ষায় পূর্বস্বৈন্দ্রশিলাকে পবিত্রা-
করিয়া রাখিলেন; অর্থাৎ উত্তর পবিত্রকে সমবেদ করিলেন, কিন্তু
পিণ্ডনানাদি এই পবিত্রাশিলাতেই হইবে, পরস্পর সমবেদগয়াসুরের
মস্তক গয়াকৈত্র নামে পিণ্ড প্রদানের আধার ভূমি স্বরূপ বিখ্যাত
হইবে যেহেতু ধর্মাংশ বাজীত এতরূপ সর্বৎকর্মব্রতাদিন কি প্রকারে

হইতে পারে? গয়াক্সর যদি সহস্র পবিত্র হয় তথাপি তমোংশভূত, কেবল গয়াক্সরকে বাক্যে সন্নিহিত করিয়া ধর্মশিলা স্থাপনপূর্বক তদ্ব্যপরি সত্বাংশে মোক্ষোপায়ীভূত কর্ম নিষ্পন্ন করিয়াছেন এইমাত্র। এতদ্বলে ধর্মব্রতের সন্তোষ লাভার্থে বেদোক্ত ধর্মসংস্থাপনোপযোগি শুদ্ধ বরপ্রদান মাত্র করা হইল ॥

ইতি ক্রীবায়ুপুরাণে বায়ুপ্রোক্ত গয়ামাহাত্ম্যে ধর্মব্রতায়

বরোপলভনং নাম তৃতীয়ো হধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

এই বায়ুপ্রোক্ত বায়ুপুরাণে গয়ামাহাত্ম্য প্রস্তাবে ধর্মব্রতের বর প্রাপ্তি নামে তৃতীয় অধ্যায় সংপূর্ণ হইল ॥ ৩ ॥

চতুর্থাদ্যায়ঃ ।



শ্রীসনৎকুমার উবাচ ।

বক্ষশিলায়া মাহাত্ম্যং শ্রুণুনারদ মুক্তিদং ।

যন্তাগায়ন্তি দেবান্চ মাহাত্ম্যং মুনিপুঙ্গব ॥ ১ ॥

মহাযোগী সনৎকুমার দেবর্ষিনারদকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন
হে নারদ ! অতঃপর তোমাকে ধর্মশিলায় মুক্তিপ্রদাত্ত্ব মাহাত্ম্য
বিস্তার করিয়া কহিতেছি শ্রবণ করত, দেবগণ ও মুনিগণেরা সকলে
যাঁচার মাহাত্ম্য সর্দাদা গান করিয়া থাকেন ॥ ১ ॥

শিলাস্থিতা পৃথিব্যাং সা দেবতা জাতিপাবনী ।

বিচিত্রাখ্যা শিলাতীর্থং ত্রিষুলোকেষু বিপ্রতং ॥ ২ ॥

হে ঋষে ! দেবরূপিনী ধর্মশিলা পৃথিবীতলে সংস্থিতা হইলে
পর ত্রিলোক মধ্যে বিচিত্রাখ্যা শিলাতীর্থনামে ঐ তীর্থ বিখ্যাত
তয় ॥ ২ ॥

তস্যাঃ সংস্পর্শনা লোকাঃ সর্বৈহরি পুরংযযুঃ ।

শূনোলোকত্রয়ে জাতে শূন্যায়মপুরীহভূৎ ॥ ৩ ॥

ঐ ধর্মশিলা স্পর্শনাত্রে লোকসকল মুক্ত হইয়া বিমূলোকে গমন
করিতে লাগিল, ক্রমে এই ত্রিভুবন লোকশূন্য প্রায় হইয়া উঠিল
এবং লাপাদি শূন্য হেতুক বনপুরীও শূন্যপ্রায় হইল ॥ ৩ ॥

বম ইন্দ্রাদিভির্গন্ধা উচে ব্রহ্মাণ মদুতং ।

অধিকারং গৃহাণত্বং যমদণ্ডং পিতামহ ॥ ৪ ॥

যখন সর্কোৎকৃষ্ট পবিত্রগুণ বিশিষ্ট ধর্মশিলা স্পর্শমাত্রে পাপী-
গণ কি পুণ্যবান সকল লোকেই বৈকুণ্ঠলোকে গমন করিতে লাগিল
তখন বিশ্বয়াবিকটচিত্ত হইয়া যমরাজা ইত্যাদি দেবগণের সহিত ব্রহ্ম-
লোকে গমন করতঃ এই অদ্ভুত বিশ্বাপজীয় বিষয় ব্রহ্মাকে নিবেদন
করিলেন । হে ব্রহ্মন্ ! আমাকে আপনিই যমত্বাধিকার প্রদান
করিয়াছিলেন । এক্ষণে সেই অধিকার আপনি পুনগ্রহণ করুন
এবং যে যমদণ্ড দিয়াছিলেন, সেই যমদণ্ডও গৃহীত হউন ; যেহেতু
সংপ্রতি আমি হতাস্পদ হইতেছি ॥ ৪ ॥

যযমুচে ততোব্রহ্মা স্বগৃহে ধারয়স্বতাম্ ।

ব্রহ্মোক্ত ধর্মরাজস্ত গৃহেতাং সমধারয়ৎ ॥ ৫ ॥

যমবাক্য শ্রবণ করিয়া অনন্তর ব্রহ্মা যমকে কহিলেন, ভো প্রেত-
রাজ ! এক্ষণে তুমি তীতি পরিভাগ পূর্বক ঐ ধর্মশিলাকে লইয়া
আপন গৃহে রক্ষা করহ, তাহাকে অন্য কোন লোকে যেন আর দর্শন
স্পর্শন করিতে না পারে । এতদুপায় সমন্বিত ব্রহ্মবাক্য শ্রবণানন্তর
যমরাজা ঐ শিলাকে লইয়া স্বগৃহে সংস্থাপন করিলেন ॥ ৫ ॥

যমোহধিকারং তং চক্রে পাপিনাং শাসনাদিকং ।

এবংবিধা গুরুতরা শিলাজগতি বিপ্রতা ।

অনন্তর যম আপন অধিকার ও যমদণ্ড পুনগ্রহণ করতঃ পূর্ববৎ
পাপিষিণের শাসনাদি করিতে লাগিলেন । অতএব এবস্তূত গুরুতরা
মহীয়সী শিলা সমস্ত জগত বিখ্যাতা হন ॥ ৬ ॥

যথাব্রহ্মা যথাবিষ্ণু যথাদেবো মহেশ্বরঃ ।

ব্রহ্মাণ্ডেচ যথামেকং স্তথৈয়ং দেবকপিণী ॥ ৭ ॥

যেরূপ ব্রহ্মা জগৎপুঞ্জ, যেরূপ মুক্তিপ্রদানশীল নারায়ণ, যেরূপ
সর্বজ্ঞানোপদেশক মহাদেব শঙ্কর । যেরূপ ব্রহ্মাও মুখ্য পুণ্যরূপ

সর্বোশ্রেষ্ঠ কনকগিরি স্রমেক, সেইরূপ এই দেবরূপিণী ধর্মশিলাও সর্বোৎকৃষ্টা হইলেন ॥ ৭ ॥

গয়াসুরস্তা শিরসি গুরুত্বাৎ ধারিতাষতঃ ।

হয়ঃ পবিত্রমো যৌগঃ পিতৃণাং মোক্ষদায়কঃ ॥ ৮ ॥

গুরুতরভারবিশিষ্ট গুরুতরা অতি পবিত্রা এইশিলা, এপ্রযুক্ত গয়া-
সুরের মস্তকোপরি দেবগণেরা তাহাকে সংস্থাপনা করেন, গয়াসু-
রও স্বয়ং তপঃপ্রভাবে পরমপবিত্র হইয়াছে; এই উভয় পবিত্রের
একত্র সংযোগ জনা গুরুতর গয়াক্ষেত্র পিতৃলোকের পরমমোক্ষ
দায়ক হয় ॥ ৮ ॥

পবিত্রমো দ্রয়োমোগে হ্রয়মেধমজোঃকরোৎ ।

ভাগ্যার্থ মাগতান্ দৃষ্টা বিষ্ণুর্দাদীনাং ত্রবীংশিলা ॥ ৯ ॥

২ নারদ ! এই উভয় পবিত্রের একযোগ হেতুক, উৎকৃষ্টস্থান
জানিয়া ব্রহ্মা তথায় অশ্বমেধ যজ্ঞের সম্পাদন করেন; সেই ব্রহ্মকৃত
অশ্বমেধ যজ্ঞবালীন স্বস্বভাগ গ্রহণার্থে সমাগত নারায়ণ প্রভৃতি
দেবগণের প্রতি ধর্মশিলা এই কথা বলিয়াছিলেন ॥ ৯ ॥

শিলাস্থিতেঃ প্রতিজ্ঞাংতাং কুর্ক্বন্ত পিতৃমুক্তয়ে ।

তথৈভ্যাক্তা শিলায়াং তে দেবা বিষ্ণুর্দায়ঃস্থিতাঃ ॥ ১০ ॥

হে দেবঃ ! গয়াসুর মস্তকে যে আমার শিলা দেহকে সংস্থাপন
হইলেন, এক্ষণে পূর্ব প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন হেতুক সেই শিলা
স্থিতে পিতৃলোকের মুক্তির নিমিত্ত করুন । এতৎ ধর্মব্রতের বাক্য
শ্রবণে বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণেরা তথাস্ত বলিয়া শিলাতে সকলেই
বস্তুিত হইলেন ॥ ১০ ॥

শিলারূপেণ মূর্ত্যাচ্চ পদরূপেণ দেবতাঃ ।

বাস্তব্যাক্ত স্বরূপেণ স্থিতাঃ পূর্বপ্রতিজ্ঞয়া ॥ ১১ ॥

কোন কোন দেবতা প্রত্যক্ষ শিলা মূর্তি ধারণ করতঃ প্রতিমা-
রূপে, কোন কোন দেবতা পদচিহ্ন রূপে অর্থাৎ বাস্তবাক্ত স্বরূপ
সমস্ত দেবতার। পূর্ব প্রতিজ্ঞানুসারে ঐ ধর্মশিলার উপবেশন-
স্থিতি করিলেন ॥ ১১ ॥

দৈতাস্ত্র মুণ্ডপৃষ্ঠেতু যস্মাৎ সা সংস্থিতাশিলা ।

তস্মাৎ স মুণ্ডপৃষ্ঠাদিঃ পিতৃণাং ব্রহ্মলোকদঃ ॥ ১২ ॥

দৈতাবব গয়াসুরের মুণ্ডপৃষ্ঠে সেই ধর্মশিলা সংস্থিত হইয়াছে,
এজন্য গয়াসুরের মুণ্ডপৃষ্ঠে সংস্থিত পর্বতমাত্রই পিতৃলোকের
ব্রহ্মলোক প্রদায়ক হয় ॥ ১২ ॥

আচ্ছাদিতং শিলারূপং প্রভাসেনাদ্রিগায়তঃ ।

ভাসিতো ভাস্করেণেতি প্রভাসঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ১৩ ॥

ধর্মশিলার যে যে স্থান পর্বতাদি দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়াছে, শিলা
সংস্পর্শ হেতু সেই সকল পর্বতও তীর্থ তুল্য মাহাত্ম্য প্রাপ্ত হয়, এ
জন্য তথায় প্রোক্ষাদি ক্রিয়া করা যায়; প্রভাসিত ভাস্কর পর্বতদ্বারা
শিলারূপ আচ্ছাদিত হওয়াতে তাহার নাম প্রভাস তীর্থ হয় ॥ ১৩ ॥

প্রভাসাদ্রিঃ বিনির্ভিধ্য শিলাস্কুর্ভো বিনির্গতঃ ।

অস্কুষ্ঠোখিত ইশোপি প্রভাসেনঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ ১৪ ॥

প্রভাস পর্বতকে ভেদ করিয়া ধর্ম শিলার অস্কুষ্ঠ দেশ বিনির্গত
হইয়াছে এবং সেই অস্কুষ্ঠ চইতে উখিত যে শিব মূর্তি প্রকাশ
হইয়াছে তাঁহাকেই প্রভাসেশ্বর বলিয়া শাস্ত্রে কহেন ॥ ১৪ ॥

শিলাস্কুর্ভেক দেশো বা সাচ প্রেতশিলা স্মৃতা ।

পিণ্ডদানাদবত স্তৃশ্রাৎ প্রেতহানি চাতেনরঃ ॥ ১৫ ॥

ঐ ধর্ম শিলার অঙ্কিত দেশের যে এক দেশ, তাহার নাম প্রেত শিলা বলিয়া জানিহ । সেই প্রেতশিলাতে পিণ্ডদান করিলে জীব সকল প্রেতত্ব হইতে পবিমুক্ত হয় ॥ ১৫ ॥

মহানদী প্রভাসস্থ সঙ্গমে স্নানকুশলঃ ।

রামোদেব্যাহমহান্নাতোরামতীর্থং ততঃস্মৃতম্ ॥ ১৬ ॥

প্রভাস পর্বত হইতে বিনিঃসৃত্য যে মহানদী, সেই মহানদীর সঙ্গমে স্নান কুৎপুরুষেরও পরিমুক্তি হয় । ত্রিলোক পাবন রঘুবংশ তিলক পরম্পুরুষ শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীর সহিত ঐ মহানদীতে স্নান করিয়াছিলেন, একথা তাহার নাম রামতীর্থ ॥ ১৬ ॥

প্রাণিতোহথ মহানদ্যা রামঃস্নাতো ভবেদমৃতঃ ।

রামতীর্থং ততোভূত্বা ত্রিমুলোকেষু বিপ্রতমঃ ॥ ১৭ ॥

সীতার সহিত শ্রীরামচন্দ্র যৎকালীন স্নান করেন, তৎকালীন রামের নিকট ঐ মহানদী আপনার তীর্থত্ব প্রার্থনা করিয়াছিলেন ; অতএব নদী কর্তৃক শ্রীরামচন্দ্র প্রাণিত হওয়াতে ত্রিলোক বিখ্যাত রামতীর্থ নামে ঐ মহানদীর খ্যাতি লাভ হইয়াছে ॥ ১৭ ॥

জন্মান্তর শতংসাগ্রং যৎকৃতং দুষ্কৃতংময়া ।

তৎসর্বং বিলয়ংযাতু রামতীর্থাভিষেচনাং ॥ ১৮ ॥

রামতীর্থাবগাহনের এই মন্ত্র, যে শত শত জন্মান্তর প্রাপ্তে আমি যে সকল পাপ করিয়াছি, রাম তীর্থভিষেক ফলে আমার সেই সকল দুষ্কৃত বিনাশ হইয়া যাউক ॥ ১৮ ॥

এই মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক ঐ মহানদীতে যে ব্যক্তি অবগাহন করিবেন, তাহার লত শত জন্মের পাপক ফলন হইবেক, গয়াক্ষেত্রে রামতীর্থভিষেকের মাহাত্ম্যাতিশয় হয় ॥ ১৮ ॥

মন্ত্ৰেণানেন যঃস্নাত্বা আন্ধং কুৰ্বীত মানবঃ ।

রামতীর্থে পিণ্ডদস্ত বিষ্ণুলোকং প্রযাত্যমৌ ॥ ১৯ ॥

এই মন্ত্র পাঠ করতঃ স্নান করিয়া যে ব্যক্তি রামতীর্থে পিতৃলোকের আন্ধ করে, সেই পিণ্ডদান কর্তা পুরুষের মহৎপদ বিষ্ণুলোকাখ্য বিষ্ণুলোকে গমন হয় ॥ ১৯ ॥

তথেষ্ট্যক্তা স্থিতোরামঃ সীতয়া ভরতাপ্রসমে ॥ ২০ ॥

তথাস্ত বলিয়া ভরতাপ্রজ্ঞ শ্রীরামচন্দ্র মহানদীকে তীর্থে পরি-
কল্পিতা করিয়া, সীতার সহিত তথায় স্নানস্থান করেন ॥ ২০ ॥

রাম রাম মহাবাহো দেবানা মভয়ঙ্কর ।

ত্বাং নমস্যোহ দেবেশ মমনশ্চতু পাতকং ॥ ২১ ॥

হে রাম ! হে রাম ! হে মহাবাহো ! তুমি দেবতাদিগের অভয়
প্রদ ! আমি তোমাকে নমস্কার করি। হে দেবেশ ! তুমি আমার
সমস্ত পাতক বিনাশন কর ॥ ২১ ॥

মন্ত্ৰেণানেন যঃস্নাত্বা আন্ধংকুৰ্ব্বা সপিণ্ডকং ।

প্রেতহান্তস্য পিতরো বিমুক্তাঃ পিতৃতাং যযুঃ ॥ ২২ ॥

এতৎ মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ যে ব্যক্তি পিতৃলোকের উদ্দেশে
রামতীর্থে পিণ্ডদান করে। তাহার পিতৃগণেরা প্রেত হইতে পরি-
মুক্ত হইয়া পিতৃলোকতা প্রাপ্ত হইবেন ॥ ২২ ॥

আপন্তুমসি দেবেশ জ্যোতিষাং পতিরেবচ ।

পাপং নাশয় মে দেব মনোবাক্যায় কৰ্ম্মজম্ ॥ ২৩ ॥

অনন্তর প্রতাপেশ্বর সন্নিধানি গিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিতে হইবেক ।

হে দেবেশ ! তুমি আপস্বরূপ, তুমি সৰ্বজ্যোতি তাকর স্বরূপ, হে দেব ! আমার মানসিক, বাচিক, এবং কারিক কৰ্মজনিত সমুদয় পাপকে বিনাশ কর ॥ ২৩ ॥

নমস্কৃত্য প্রভাসেশ্বরং ভাসমানং শিবং ব্রজেন ॥

তৎকালশব্দং নমস্কৃত্য কুর্যাদ্যম বলিং ততঃ ॥ ২৪ ॥

এই মন্ত্রে প্রভাসেশ্বরকে নমস্কার করিয়া তদনন্তর দীপ্তিমান প্রভাসেশ্বর সমিহিত শব্দসমিধান গিয়া শিবকে প্রণাম করতঃ তথায় পিণ্ডদান রূপ যম বলি প্রদান করিতে হইবেক ॥ ২৪ ॥

রামে বনগতে শৈল মাগতা ভরতঃস্থিতঃ ॥

পিতৃঃ পিতৃাদিকং কৃত্বা রামং সংস্থাপ্য তত্র চ ॥ ২৫ ॥

যে ভরতাশ্রম, পূর্বে উক্ত হইয়াছে অত্রশ্লোকে তাহার বিশেষ কারণ কহিতেছি শ্রবণ কর । শ্রীরামচন্দ্র বনগমন করিলে পর, ভরত এই স্থানের পর্বতে আসিয়া সীতারসহিত শ্রীরামের মূর্তি সংস্থাপন করিয়া অবস্থান করেন, এবং পিতৃলোকের উদ্দেশে সেই শৈলে পিণ্ডাদি প্রদানও করিয়াছিলেন ॥ ২৫ ॥

রামং সীতাং লক্ষ্মণঞ্চ মুনিং স্থাপিতবান্ প্রভুঃ ॥

ভরতস্য শ্রমেন পুণ্যে নিত্যং পুণ্যতমৈর্বৃতং ॥ ২৬ ॥

প্রভু ভরত, নিরন্তর পুণ্যতম জনে পরিবৃত পুণ্যতম পবিত্র ভরতাশ্রমে রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ এবং বহুতর মুনিগণকেও সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, কেবল একা রাম মূর্তিকেই স্থাপনা করেন নাই ॥ ২৬ ॥

মতঙ্গস্য পদং তত্র দৃশ্যতে সৰ্বমানুষৈঃ ॥

স্থাপিতং ধর্মসর্বস্বং লোকতাস্য নিদর্শনাৎ ॥ ২৭ ॥

ইদানীং সৰ্বস্ত্ৰ মনুষ্যাংগণের। যে মতজের পদচিহ্ন দর্শন করেন,
তৎকালে ভরত মহাশয় সৰ্বলোকের নিদর্শনার্থ সম্যক ধর্ম স্বরূপ
সেই মতজ পদাঙ্কেও তৎপীঠে স্থাপনা করিয়াছিলেন ॥ ২৭ ॥

মতঙ্গস্য পদেপ্রাকী সর্বাং স্থারয়তে পিতৃন ।

রামতীর্থে নরঃস্নাতা রামংসীতাং সমর্চ্যচ ।

রামেশ্বরং প্রণম্যাপ্ন নদেহী জায়তে পুংসঃ । ২৮ ।

মতঙ্গপদে পিও প্রদান করিলে শ্রাদ্ধকৃৎ পুরুষ আপনার সমস্ত
পিতৃলোককে নিস্তাবণ করেন। আর রামতীর্থে স্নান করতঃ রাম
সীতার অর্চন ও রামেশ্বরকে প্রণাম করিলে পুনর্বার আর জন্ম গ্রহণ
করিতে হয় না, অর্থাৎ নিদ্যমান দেহ ভ্যাগেই তাহার ব্রহ্মতা প্রাপ্তি
হয় ॥ ২৮ ॥

স্নাত্বা নত্বা চ রামেশং রামং সীতা সমন্বিতং ।

তত্রশ্রাদ্ধং সপিণ্ডঞ্চ কৃত্বা বিষ্ণু পুরংব্রজেৎ ।

পিতৃভিঃ সহধর্ম্মায়া কুলানাপ্ত শতৈঃসহ । ২৮ ।

রামতীর্থে স্নান করতঃ সীতাসমন্বিত শ্রীরামকে এবং রামেশ্বর
শিবকে প্রণাম করিয়া তথায় সপিণ্ডকশ্রাদ্ধ করিলে, সেই ধর্ম্মায়া
শ্রাদ্ধকৃৎ পুরুষ এক শত কুলের সহিত এবং পিতৃগণের সহিত বিষ্ণু
পুরী বৈকুণ্ঠে গমন করেন ॥ ২৮ ॥

শিলায়া জঘনং ভূয়ঃ সমাক্রান্তং নগেনচ ।

ধর্ম্মরাজেন সংপ্রোক্তো নগচ্ছতি নগঃস্মৃতঃ । ২৯ ।

ধর্ম্মরাজ ধর্ম্মশিলায় জঘনদেশকে পুনর্বার আক্রান্ত করিতে
গয়াম্বর এককালীন গমন শক্তি রহিত হইয়া নিশ্চল হয়, একদা
তাহাকে নগতীর্থ বলিয়া উক্ত করিয়াছেন ॥ ২৯ ॥

যমরাজ ধর্মরাজৌ নিশ্চলার্থং ব্যবস্থিতৌ ।

তাভ্যাংবলিং প্রসচ্ছামি পিতৃণাং মুক্তিহেতবে ॥ ২৯ ॥

গয়ামুখের নিশ্চলার্থ ধর্ম শিলার উপরে যমরাজ ও ধর্মরাজ এই উভয়ে অবস্থিত আছেন ; অতএব তাঁহারদিগের উভয়ের তৃপ্তার্থে এবং পিতৃলোকের মুক্তির নিমিত্তে এই বলি প্রদান করি ॥ ২৯ ॥

এই মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক যম ও ধর্মরাজের তৃপ্তি সম্পাদন নিমিত্তে পিণ্ডদান করি বলি প্রদান করিলে, সেইপিণ্ড পিতৃলোকের মুক্তির নিমিত্ত হয় ॥ ০ ॥

দ্বৌশ্বানৌ শ্রামশবলৌ বৈবস্বত কুলোদ্ভবৌ ।

তাভ্যাং বলিং প্রসচ্ছামি শ্রাতামেতাবহিংসকৌ ॥ ৩০ ॥

বৈবস্বত কুলগম্বব শ্রাম ও শবল নামে কুকুরদ্বয়, তাহাদিগের দুই জনকে এই বলি প্রদান করি, মদন্ত বলিভোজন করতঃ আমার অহিংসকরূপে তাঁহাদের বিচরণ করুন। অর্থাৎ শ্রাদ্ধ কর্মের বিষয়-পহারক হউন। এই মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক কুকুর দুয়কে পিণ্ড দানরূপ বলিপ্রদান করিলে নির্দিষ্ট তৎস্থান রুত শ্রাদ্ধের সম্পূর্ণতা লাভ হয় ॥ ৩০ ॥

মমোসি যমদূতোসি বায়সোসি মহাবল ।

সপ্তজন্ম রুতংপাপং বলিং ভুজ্বা বিনাশয় ॥ ৩১ ॥

হে মহাবল বায়স ! তুমিই যম, তুমিই সমদূতস্বরূপ হও। মদন্ত বলি ভোজন করতঃ আমার সপ্ত জন্মরুত পাতক বিনাশ করহ ॥ ৩১ ॥

ঐন্দ্রবারুণ বায়ব্যাং ষাম্য নৈঋত্য সংস্থিতাঃ ।

বায়সাঃ প্রতিগৃহ্ত ভূমৌ পিণ্ডং মরাস্থিতং ॥ ৩২ ॥

ঐন্দ্রবারুণ পূর্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ দিক এবং বায়ু ও নৈঋত কোণাদি

বিদিকস্থিত অগ্নিঘোষ অর্থাৎ কাক সকল ! আমার প্রদত্ত পিণ্ড যাহা
ভূমিতলে সমর্পিত হইল, তাহা তোমরা সম্বন্ধে গ্রহণ করহ ॥ ৩২ ॥

এই মন্ত্রদ্বয় পাঠপূর্বক ঐ পর্বতের উত্তরদিকস্থিত কাক সকলকে
ভূমিতে পিণ্ডদান রূপ বলি প্রদান করিবেন, যেহেতু তাহাদিগের
ভুক্তি জন্মিলেই তৎস্থানস্থ দেবতাদিগের পরিতুষ্টি হয় ॥ ৩২ ॥

শিলায়া দক্ষিণে হস্তে স্থাপিতঃ কুণ্ডপর্বতঃ ।

তিমিরাদিত্য ঈশানভর্গা এতে মহেশ্বরঃ ।

বহ্নির্দ্বৌ বরুণৌ রুদ্রা শ্চত্বারঃ পিতৃমোক্ষদাঃ । ৩৩ ॥

ধর্মশিলায় দক্ষিণ হস্তে কুণ্ডনামে যে পর্বত স্থাপিত হয়, সেই
পর্বতে তিমিরাদিত্য, ঈশান ও ভর্গ, এই দেবতায় তথাকার মহেশ্বর
হন; আর গার্গপত্য ও আহবনীয় এই অগ্নিদ্বয়, মিত্র বরুণ এই বরুণ
দ্বয়, এবং রুদ্র চতুষ্টয়, ইত্যাদি দেবতা সকল পিতৃলোকের মোক্ষ
প্রদান হেতু নিত্য ঐ কুণ্ডপর্বতে অবস্থান করিতেছেন ॥ ৩৩ ॥

ভরতশ্রম মাসাদ্য তন্নমেৎ পৃজয়েন্নরঃ ।

পাপেভ্যাশ্চোপ পাপেভ্যো মুচ্যতে পিতৃভিঃসহ । ৩৪

পূর্বোক্ত ভরতশ্রমে পুনর্বার গিয়া রাখাদিকে প্রণাম পূর্বক
পুজাদি করিলে পিতৃগণের সহিত সেই কৃতপ্রণামী ব্যক্তিগণাপাপ
ও উপপাপাদি হইতে পরিমুক্ত হয় । ৩৪ ।

যত্রকুত্রাপি দেবর্ষে ভরতস্যশ্রমে নরঃ ।

স্নাতঃ শ্রাদ্ধাদিকং কুর্যাত্তৎকল্পেপিনহীযতে । ৩৫ ।

হে নারদ ! যত্রায যাত্রাে রাম ভীথে স্নান করতঃ ভরতশ্রমের
যে কোন স্থানে হউক পিণ্ডদান পূর্বক শ্রাদ্ধাদি করিলে, সেই
শ্রাদ্ধাদির কল এক কল্পেও কষ্ট হয়না, অর্থাৎ অকল কল্পের নিমিত্ত
ইয় ইতি ভাষঃ ॥ ৩৫ ॥

গয়ায়াং চাক্ষরং আকং জপহোম তপাং সিচ ।

সর্বমানন্ত্য মাছবৈ যদন্তং ভরতাশ্রমে ॥ ৩৬ ॥

গয়াক্ষেত্রে আকৃতপণ জপ হোম তপস্বাদি যে কোন কৰ্মকরা যায় তাহা অক্ষয় হয় সেইকপ ভরতাশ্রমে যে কিছু দানাদি কৰ্ম করিলে সে সকলও অনন্তফলের নিমিত্ত হয়, ইহা মহর্ষিগণেরা কহেন ॥ ৩৬

চতুষ্টয়ং স্বরূপেণ চতশ্রো রবিমূর্তয়ঃ ।

দৃষ্টাস্পৃষ্টা পুঞ্জিতান্তা মানবঃ পুরুষোত্তমঃ ।

পিতৃভিঃ সহ ধর্মাভ্যা সমাতি পরমাংগতিঃ ॥ ৩৭ ॥

ঐ শিলাতে চতুষ্টয় স্বরূপ সূর্যাদেবের চারি মূর্তি আছে, সেই চতুমূর্তিবিধিষ্ট পুরুষোত্তম ভাস্করকে দর্শন স্পর্শন ও পূজাদি যে করে, সেই ধর্মাভ্যা পুরুষ পিতৃগণের সহিত পরমাংগতি প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৭ ॥

শিলায়া বামপাদেপি তথাভূদাস্তকোণিগরিঃ ।

স্থাপিতঃ পিণ্ডদন্তত্র পিতন ব্রহ্মপুত্রং নয়েৎ ॥ ৩৮ ॥

ধর্মশিলার বামপাদে সংস্থাপিত অভূদাস্তক নামে পর্বত, তাহাতে পিণ্ডদান করিলে পিণ্ডদ পুরুষ পিতৃগণকে ব্রহ্মলোকে নীত করেন ॥ ৩৮ ॥

নৈমিষারণ্য পার্শ্বেতু ঈজৈব্রহ্মা সুরৈঃসহ ।

মুখ্য সংজ্ঞং হি তত্তীর্থং দেবাস্তত্র পঠৈঃস্থিতাঃ । ৩৯ ॥

ঐ পর্বত পার্শ্বে নৈমিষারণ্যনামে তীর্থ, দেবগণের সহিত ব্রহ্মা ঐ স্থানেই বজ্র সম্পন্ন করেন, অতএব নৈমিষাখ্যতীর্থ অতি প্রধান বল্লভ প্রকটিত হয়, তৎ স্থানে পদচিহ্ন দ্বারা দেবতারা সকলে নিত্য অবস্থিত আছেন ॥ ৩৯ ॥

এষু তেষুপদেষু তীর্থেষু মুনি সন্তম ।

বৎ কিঞ্চিদশুভং কৰ্ম তৎপ্রণশ্চতি নারিদু ॥ ৪০ ॥

হে মুনি সন্তম নারিদ । সেই সকল পদচিহ্নেতে এবং পুৰ্ব্বোক্ত
ঐ ঐ সকল তীর্থে পিণ্ড দানাদি করিলে মল্লমাদিগের পূৰ্ব্বকৃত যে
কিঞ্চিৎ অশুভ কৰ্ম থাকে, তাহা তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয় ॥ ৪০ ॥

তনৈমিষবনং পুণ্যং সৌবতং পুণ্য পৌরুষৈঃ ।

তত্রব্যাসঃ শুকঃ পৈলঃ কণ্ণোবেধাঃ শিবোহরিঃ ।

তেষাং দর্শনমাত্রেণ মুচ্যতে পাতকৈ নরঃ ॥ ৪১ ॥

পুণ্যবান ব্যক্তিগণ কর্তৃক পরিমেষিত নৈমিষারণ্যাখ্য পুণ্য স্থান
সেই স্থানে বেদব্যাস, শুকদেব, পৈল, কণ্ণ, প্রভৃতি ঋষিগণ, এবং
ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেব-শিব নিত্য অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁহাদিগের
দর্শনমাত্রে মানব সমস্ত পাতক হইতে পরিমুক্ত হয় ॥ ৪১ ॥

বামহস্তে শিলায়াস্ত তথা চোদ্যন্তকো গিরিঃ ।

স পৰ্ব্বতঃ সমানীতো হ্রগন্তোন মহাত্মনা ।

তত্রব্রহ্মা হরশ্চৈব তপশ্চোগ্রাণ চক্রভুঃ ॥ ৪২ ॥

ঐ ধর্মশিলার বামহস্তে আনীত উদ্যন্তক নামে পর্বত মহাত্ম
অগস্ত্য কর্তৃক সংস্থাপিত হয়। তাহাতে ব্রহ্মা ও শিব; ইহঁরা
ছইজনে বোরতররূপে তপস্যা করিয়াছিলেন ॥ ৪২ ॥

তত্রাগস্ত্য স্য হি বরং কুণ্ডং ত্রৈলোক্য ছল্লভং ।

যত্র মুন্যটকঃ সিদ্ধঃ তপস্তপ্তা শিবং প্রভঃ ॥ ৪৩ ॥

ঐ স্থানে অগস্ত্যমুনির কৃত সর্বশ্রেষ্ঠ ত্রৈলোক্য ছল্লভ একটী
কুণ্ড আছে, সেই কুণ্ড সন্নিধানে অষ্টজন সিদ্ধ মুনি তপস্যা করিয়া
শিবস্বাক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৪৩ ॥

কুণ্ডে মুন্যক্ৰকং নত্বা পিতৃন ব্রহ্মপুরং নরৈঃ ॥ ৪৪ ॥

মহর্ষি অগস্ত্যকৃত মহাকুণ্ডে অষ্টজন মুনিকে প্রণাম করিলে, নানব পিতৃলোক সকলকে ব্রহ্মপুরে নীত করেন, অর্থাৎ তাহাদিগের পিতৃলোকেবা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত করেন ॥ ৪৪ ॥

অগস্ত্যানাথ দেবর্ষে উদয়াদি মহাত্মনা ।

শিলায়া বামহস্তেপি স্থাপিতো গিরিরাট্ শ্রুতঃ ॥ ৪৫ ॥

ঐ মহাত্মা অগস্ত্য কর্তৃক ধর্মশিলাব বামহস্তে উদয় গিরি নামে আরো এক কলাগন্ধব পর্বতরাজ স্থাপিত হন । তাহারও আশ্চর্য্য সাহিমা শ্রবণ কর ॥ ৪৫ ॥

বাদিত্রাদ্যৈ দিব্যগীতৈ বাচ্যো বাদিত্রকো গিরিঃ ।

তত্র বিদ্যাধরো নাম গন্ধর্বাঙ্গরসং গনৈঃ ।

সমেতোদ্যাপি বাদিত্র গীতানি সহগীয়তে । ৪৬ ॥

এবং ঐ পর্বতের একদেশে গীতবাদ্যাদি প্রচুররূপে হইয়া থাকে, একারণ তাহার নাম বাদিত্র পর্বত; সেই শোভিত স্থানে বিদ্যাধর নামে প্রধান গন্ধর্বা অঙ্গরাগণের সহিত মিলিত হইয়া নানাবিধে অদ্যাপিও গীতাদি করিয়া থাকেন ॥ ৪৬ ॥

মোহনশ্চ সুনীথশ্চ শৈললুজো মোহনোত্তমঃ ।

পর্বতো নারদধ্যানী সংগীতিঃ পুষ্পাদম্বকঃ ।

হাহা হুহু প্রভৃতয়ো গীত নাদং প্রচক্ৰিরে ॥ ৪৭ ॥

ঐ বাদিত্র গিরিবরে গন্ধর্ব্ব শ্রেষ্ঠ মোহন, সুনীথ, শৈললুজ, মোহনোত্তম, পর্বত, নারদধ্যানী, সংগীতি, পুষ্পাদম্বক, এবং হাহা হুহু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণেরা গীতদানি করিয়া থাকেন ॥ ৪৭ ॥

তথা চিত্ররথো নাম সৰ্ব গন্ধৰ্ব সংবৃতঃ ।

গায়ত্রি মধুরাণ্যেব গীতানাংদ্রো মহোৎসবঃ ॥ ৪০ ॥

এবং সৰ্ব গন্ধৰ্ব শ্রেষ্ঠ চিত্ররথ সৰ্ব গন্ধৰ্বগণ বেষ্টিত হইয়া ঐ পৰ্বতবরে মহা মহোৎসবযুক্ত স্তমধুর স্বরে মনোহর গীত গাইয়া থাকেন ॥ ৪০ ॥

অতঃসঃ পৰ্বতোদেবৈঃ সেব্যতেহদ্যাপি নিত্যশঃ । ৪১ ।

এই গীতবাদিত্র সংযুক্ত হেতুক অদ্যাপিও ঐ পৰ্বত দেবগণ কর্তৃক নিত্য পরিসেবিত হইয়াছেন ॥ ৪১ ॥

ধৰ্ম্মজায়াস্তনৌ দেবো হরো ভস্মাঙ্গরাগবান্ ।

পার্কত্যা সহিতো রুদ্রঃ পৰ্বতে গীতনাদিতে ।

মোদিতে পূজিতোধোয়ঃ পিতৃণাং পরমাংগতিং ॥ ৫০ ।

ধৰ্ম্মকন্যা ধৰ্ম্মব্রতা, তাহার অঙ্গভূতা ধৰ্ম্মশিলার উপরে ভস্ম প্রলেপিত পাত্র মহাদেব শিব পার্কতীর সহিত নিত্য অবস্থান করেন । ঐ গীত নাদিতপৰ্বতে পার্কতীর সহিত শঙ্কর যে ব্যক্তি কর্তৃক মোদিত, ও পরিপূজিত হন, এবং তাঁহাকে বাঁহারা ধ্যান করেন, তাঁহাদিগের পিতৃগণের পরমাগতি লাভ হয় ॥ ৫০ ॥

গয়ায়াং পরমাত্মাহি গোপতিকা গদাধরঃ ।

হীরতো বৈষ্ণবীমায়া তথা রুদ্রার্চয়া মুনে ॥ ৫১ ॥

হে মুনে! গয়াধামে বিশ্বপতি পরমাত্মা গদাধর নিত্য অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁহাকে অর্চনা করিলে যেমন বৈষ্ণবী মায়ায় নিবৃত্তি হয়, সেইরূপ তদ্ব্যহিত রুদ্র মূর্তি শিবের দর্শন পূজনেও মায়া নিরস্ত হইয়া থাকে ॥ ৫১ ॥

শিলায়া দক্ষিণে হস্তে ভস্মকুটো গিরিধৃত ।

বস্মরাজেন তত্রাস্তে অগস্ত্যঃ সহ ভাষায়া ॥ ৫২ ॥

বস্মশিলার দক্ষিণ হস্তে বস্মরাজ কর্তৃক ভস্মকুট নামে এক পর্বত সংধৃত হইয়াছে। সেই পর্বতোপরি লোপামুদ্রার সহিত অগস্ত্য ঋষি নিত্য অধিবাস করেন ॥ ৫২ ॥

অগস্ত্যস্য পদে স্নাতঃ পিণ্ডদো ব্রহ্মলোকদঃ ।

ব্রহ্মলোক বরংলেভে মাহাওয়াং ভুবিহুস্তভং ॥ ৫৩ ॥

তথায় স্নান করিয়া অগস্ত্যপদে পিণ্ডদান করিলে পিণ্ডদাতার পিতৃলোকে বা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। এই ভস্মকুট পর্বতে মহর্ষি অগস্ত্য ব্রহ্মা জগৎস্রষ্টা হইতে পরম মাহাওয়া লাভ করেন, এবং পৃথিবীতলে যে বর দুর্লভ, সেই স্তুত্বলভ বর প্রাপ্তও হইয়াছিলেন ॥ ৫৩ ॥

লোপামুদ্রাং ততোভাষ্যাং পিতৃণাং পরমাংগতিং ।

তত্রাগস্ত্যেশ্বরং দৃষ্ট্বা মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যায়া ॥ ৫৪ ॥

মহামুনি অগস্ত্য এই স্থানে পতিব্রত পরায়ণা বিদভরাজ লুহিতা লোপামুদ্রাকে পত্নীলাভ করিয়াছিলেন, ভস্মকুট গিরি অতি পবিত্র, অতিপুণ্যক্ষেত্র, একারণ তথায় পিণ্ডদান করিলে পিতৃলোকের পরমাংগতি হয়, এবং এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত অগস্ত্যেশ্বর শিবকে দর্শন করিলে মনুষ্য সকল ব্রহ্মহত্যা পাপে পরিমুক্ত হয় ॥ ৫৪ ॥

অগস্ত্যঞ্চ সত্যাকাশং পিতৃন ব্রহ্মপুরং নয়েৎ ।

দণ্ডিনাথ স্তপস্তপে সীতাদ্রে দক্ষিণে গিরৌ ॥ ৫৫ ॥

লোপামুদ্রার সহিত অগস্ত্যকে তথায় দর্শন করিলে, পিতৃগণ ব্রহ্মপুরাখ্য তদ্বিক্রম পরমপদ প্রাপ্ত হন। এবং এই স্থলে সীতাচল

নামে আরো এক পর্বত আছে, তাহার দক্ষিণ শৃঙ্গে দণ্ডিনাথ নামক
উগ্রভূষণ ঋষি সুদারুণ তপস্কা করেন ॥ ৫৫ ॥

বটৌ বটেশ্বর স্বতন্ত্র স্থিতশ্চ প্রপিতামহঃ ।

তদগ্রে ককিনীগুণ্ডঃ পশ্চিমে কপিলানদী ॥ ৫৬ ॥

এবং ঐ স্থানে অক্ষয়বট, ও বটেশ্বর নামে জগৎপিতা ব্রহ্মা অব-
স্থিতি করেন, তাঁহার সম্মুখে ককিনী গুণ্ড ও তাহার পশ্চিমে
কপিলা নামী নদী আছে ॥ ৫৬ ॥

কপিলেশো নদীতীরে অমাসোম সমাগমে ।

কপিলায়াং নরঃস্নাত্বা কপিলেশং সমর্চ্যচ ।

কুতেশ্রাদ্ধে পিণ্ডদানে পিতরোমোক্ষ যাপ্নুয়াৎ ॥ ৫৭ ॥

কপিলা নদীতীরে কপিলেশ্বর নামে শিব আছেন। সোমবারে
অমাবস্যা যোগ হইলে যে ব্যক্তি কপিলাতে স্নান করতঃ কপিল-
েশ্বরের অর্চনা করিয়া পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান করেন,
তাঁহার পিতৃলোকের মোক্ষপদ প্রাপ্ত হন ॥ ৫৭ ॥

অগ্নিধারা গিরিবরা দাগতোদ্যন্তকাদনু ।

তত্র সারস্বতং কুণ্ডং সরস্বত্যা প্রকল্পিতং ॥ ৫৮ ॥

ঐ স্থলে উদ্যন্তক নামে গিরীবর হইতে অগ্নিধারা নামী নদী
নির্গতা হইয়াছেন। তৎ স্থানে সরস্বতী কর্তৃক সারস্বত নামে এক
কুণ্ডও প্রকল্পিত হয় ॥ ৫৮ ॥

শুক্লস্তম্ভ সূতৈঃ সার্কং সগুণমর্কাদিতঃ প্রভুঃ ।

তত্র তত্র মুনীচ্ছাণাং পদেষু মূনি সন্তমঃ ।

আর্কং পিণ্ডানি কুংস্নাতঃ পিতৃং স্মারয়েতে নরঃ ॥ ৫৯ ॥

হে মুনি সন্তম নারদ! ঐ সারস্বত কুণ্ড সমিধানে সগুণমর্কাদি

পুত্রগণের সহিত শুক্রাচার্য্য নিতা অধিষ্ঠান করেন । সেই স্থানে শুক্রাদি মুনিগণের পদ চিহ্নও আছে : স্বরস্বতী কুণ্ডে স্নান করতঃ মানব সেই সকল মুনিদিগের পদাঙ্কে শ্রদ্ধা এবং পিণ্ডদান করিলে পিতৃলোক সকলকে সংসার বন্ধন হইতে নিস্তার করেন ॥ ৫৯ ॥

শিলায়া বামহস্তেপি গৃধুকটো গিরিধূতঃ ।

গৃধরূপেণ সংসিদ্ধা স্তপস্তুপ্তা মহর্ষয়ঃ ॥ ৬০ ॥

ধর্ম্মশিলায় বামহস্তে গৃধুকট নামে এক পক্ষীত সঙ্কীর্তিত হইয়াছে । এই পক্ষীভবের মহর্ষিগণেরা গৃধরূপ ধারণ করতঃ তপস্যা দ্বারা সম্যক সিদ্ধি লাভ করিয়া পরম সিদ্ধ হইয়াছিলেন ॥ ৬০ ॥

যতোগিরি গৃধুকট স্তত্র গৃধেশ্বরঃ স্থিতঃ ।

দৃষ্ট্বা গৃধেশ্বরং নত্বা বাতঃশব্দোঃ পদং নরঃ ॥ ৬১ ॥

গৃধরূপে মহর্ষিগণেরা তথায় তপস্যা করিয়াছিলেন, একারণ সেই পক্ষীভবের নাম গৃধুকট হয়, এই পক্ষীভব গৃধেশ্বর নামে শিব অবস্থিতি করেন, তাহাকে দর্শন ও নমস্কার করতঃ নর পিণ্ডাদি প্রদান করিলে শিবলোক প্রাপ্ত হয় ॥ ৬১ ॥

তত্রগৃধে গুহায়াঞ্চ পিণ্ডদঃ শিবলোকাভ্যক্ ।

তত্র গৃধেবটং নত্বা প্রাণুকামো দিবং ব্রজেৎ ॥ ৬২ ॥

এ গৃধ পক্ষীত গুহাতে পিণ্ডদান করিলে পিণ্ডদাত্ত্বি শিবলোক প্রাপ্ত হয় । এবং গৃধ পক্ষীভবোপরি যে বটরূক্ষ আছে, তাহাকে দর্শন ও নমস্কার করিলে মনোভিলাষিত ফল প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করে ॥ ৬২ ॥

ঋণং মোক্ষং পাপমোক্ষং শিবং দৃষ্ট্বাশিবং ব্রজেৎ ।

শূলক্ষেত্রঞ্চ তত্রাস্তে পিণ্ডদঃ স্বর্ণয়েৎ পিতৃন ॥ ৬৩ ॥

এবং ঋণত্রয় হইতে মুক্ত হয় ও সর্বপাপে পরিত্রাণ পায়, আর তদ্বৎ শিব দর্শনে শিব সমিধানে গমন করে। সেই স্থানে জ্বলন্ত নামে আরো এক তীর্থ আছে, ঐ ক্ষেত্রে পিণ্ডদান করিলে, পিণ্ডদ ব্যক্তির পিতৃলোকের স্বর্গাধাম প্রাপ্তি হয় ॥ ৬৩ ॥

এই সকল শিলাতীর্থ ধর্মশিলার হস্তপাদাদির উপরে বিনাস্ত হইয়াছে, কিন্তু এক এক অঙ্গে বহু সংখ্যক পর্বত স্থাপনাত্মক পর্বতোপরি পর্বতস্থাপন বোধ হয়, কিন্তু তাহা নহে। এতদ্ব-
গনার তাৎপর্য্য এই যে হস্তাদির অগ্রমূল পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে গঠন বিভাগক্রমে গিরিস্থাপন হয়, অর্থাৎ কোন পর্বত পাদমূলে, কোন পর্বত জংঘোপরি, কোন পর্বত বা পদাঙ্গে ইত্যাদি ক্রমে সংস্থা-
পিত হইয়াছে ॥ • ॥

আদিপালেন গিরিণা সমাক্রান্তং শিলোদরং ।

তত্রীশ্তে গজকপেণ বিঘ্নেশো বিঘ্ননাশনঃ ।

তৎ দৃষ্ট্বা মুচ্যাতে বিঘ্নৈঃ পিতৃন্ ব্রহ্মপুরং নম্নেৎ ॥ ৬৪ ॥

আদিপাল নামক যে পর্বত, তৎকর্তৃক ধর্মশিলার উদর দেশ সমাক্রান্ত হইয়াছে। ঐ পর্বতোপরি সর্ক বিঘ্ননাশন বিঘ্নেশ্বর গণপতি হস্তীরূপে অবস্থান করিতেছেন। সেই বিঘ্নরাজ গণেশকে দর্শন করিলে সমুদয়গণেরা সম্যক্ বিঘ্ন হইতে পরিমুক্ত হয়। এবং তৎ সমিধানে শ্রদ্ধা পিণ্ডদানে পিতৃগণকে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত করায় ॥ ৬৪ ॥

নিতয়ে শ্রুণুপৃষ্ঠস্থ দেবদারু বনং ত্বভূৎ ।

শ্রুণু পৃষ্ঠের বিদ্যাদ্রী দৃষ্ট্বাপাপং বিনাশরেৎ ॥ ৬৫ ॥

শ্রুণু পৃষ্ঠের নিত্যস্থানে দেবদারু বন আছে, অর্থাৎ গয়ামতীকোপরি ধর্মশিলার নিত্য স্থলে দেবদারু বন কল্পিত হইয়াছে, এবং তথায়

অরবিন্দ নামে এক পর্বত আছে, সেই মুণ্ডপৃষ্ঠে অরবিন্দ পর্বত আর দেবদারু বন সন্দর্শন করিলে লোকের সমস্ত প্রকার পাতক প্রশ্রয় হয় ॥ ৬৫ ॥

গয়ানাত্তো অমুমায়ং পিণ্ডঃ স্বর্গয়েৎ পিতৃনৃ ॥ ৬৬ ॥

গয়াস্থরের নাভিগুণে নিবদ্ধ যে অমুমা নাড়ী, তৎপ্রদেশে পিণ্ড দান করিলে পিণ্ড পুরুষ স্বীয় পিতৃগণকে স্বর্গস্থানে নীত হন, অর্থাৎ তৎপিতৃলোকেরা স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন ॥ ৬৬ ॥

শিলায়া বামপাদেতু স্থাপিতঃ প্রেতপর্বতঃ ।

ধর্ম্মরাজেন পাপেভ্যো গিরিঃ প্রেতশিলাস্বয়ঃ ॥ ৬৭ ॥

ধর্ম্মশিলার বামপাদে পুনর্বার ধর্ম্মরাজ কর্তৃক সমস্ত পাপের সহিত প্রেতনামক পর্বত সংস্থাপিত হয় । একারণ এই পর্বতের নাম প্রেতশিলা ॥ ৬৭ ॥

পাদেন দূরেনিঃক্ষিপ্তঃ শিলায়াঃ পাপভারতঃ ।

গতঃ শিলায়াঃ সংসর্গাৎ প্রেতকূটঃ পবিত্রতাং ॥ ৬৮ ॥

ধর্ম্মরাজ কর্তৃক ধর্ম্মশিলার পাদপ্রদেশে পাপাশ্রক যে প্রেতপর্বত পাপের সহিত সংস্থাপিত, সেই প্রেতগিরি পাপভার জন্য শিলা পাদ দ্বারা দূরে নিঃক্ষিপ্ত হয় । কিন্তু পরমপবিত্র ধর্ম্মশিলার এমনি নাহান্না যে তৎসংসর্গ হেতু পাপময় অপবিত্র হইয়াও প্রেতকূট পরমপবিত্রতাকে লাভ করিয়াছেন ॥ ৬৮ ॥

প্রেতকুণ্ডে তজ্জায়ে দেবাস্তত্র পদেস্থিতাঃ ।

তত্র পিণ্ডাদিকং দত্ত্বা প্রেতত্রা যোচয়েৎ পিতৃনৃ ৬৯ ॥

এই প্রেতশিলাতে প্রেতকুণ্ড আছে, সমস্ত দেবগণেরা সেইকুণ্ড সমীপে পদচিহ্ন রূপে অবস্থিতি করিয়াছেন । সেই সকল পদচিহ্নে যে

বাঁধি পিতৃলোকের উদ্দেশে প্রাক্কাদি করণ পূর্বক পিতৃদান করেন।
তঁাহাদিগের পিতৃলোকের প্রেতত্ব হইতে পরিমুক্তি পান ॥ ৬৯ ॥

পৃথক্ স্থিতাশ্চ বহবো বিস্মকারিণ এবতে ।

প্রাক্কাদিকারিণাং নৃণাং তীর্থেপিতৃ বিমুক্তয়ে ॥

প্রেতাধানুষ্ক কপেণ কর গ্রহণ কারকাঃ ॥ ৭০ ॥

গয়াতীর্থে পিতৃ বিমুক্তির নিমিত্ত প্রাক্কাদিকারি মনুষ্যদিগের
বিস্মকর প্রেতরূপ অনেক জন পৃথক্ পৃথক্ কপে পৃথক্ পৃথক্
তীর্থে অবস্থিত আছেন; সেই সকল প্রেতগণেরা মহা ধনুর্ধর রূপ
শুভর্জন গর্জন করণ পূর্বক প্রাক্ককৃৎ পুন্মদিগের নিকট কর
গ্রহণ করিয়া থাকেন। অতএব প্রাক্ক বিস্ম বিনাশন জন্য কর স্বরূপ
কিঞ্চিং ত্রবিণদানে তাহাদিগকে পরিতুষ্ট করিতে হয় ॥ ৭০ ॥

শিলা সমীপে যে বিপ্রাঃ প্রেতরূপা তয়ানকাঃ ।

সর্ব্বেষু বমলোকাভু পৃথিব্যাং পর্য্যটন্তিবৈ ॥ ৭১ ॥

প্রেতশিলা সমীপে যে সকল ব্রাহ্মণেরা তয়ঙ্কব প্রেতরূপ ধারণ
করতঃ ভ্রমণ করেন। তাঁহারা সকলে যথার্থই প্রেত বমলোক হইতে
সমাগত হইয়া পৃথিবীতে মনুষ্যরূপে পর্য্যটন করিতেছেন এইমাত্র ॥ ৭১ ॥

পাদাঙ্কিতাং মুণ্ডপৃষ্ঠাং মহাদেবনিবাসিনীং ।

তাংদৃষ্ট্বা সর্ব্বলোকাস্চ মুক্তাঃ পাপোপপাতকৈঃ ॥ ৭২ ॥

সর্ব্বদেব পদাঙ্কিতা এবং মহত্তম দেবতাদিগের নিবাসস্থানভূতা
মুণ্ডপৃষ্ঠাখ্যা প্রেতশিলা, তাঁহাকে দর্শন করিলে লোক সকল
পাতক ও উপপাতিকাদি হইতে বিমুক্ত হয় ॥ ৭২ ॥

গয়াশ্রিতানি পুণ্যেচ সর্ব্বপাপৈ বিবর্জিতৈঃ ।

শ্রীমদ্রামায়ণম্ ১০ অধ্যায়ঃ ১০

গয়াস্থানের সন্তক প্রদেশ অতি পুণ্যক্ষেত্র, সেইস্থান সকল পাপ ও প্রেতাদি বর্জিত হয়; সুতরাং প্রেত ও পাপাদি অপবিত্র পদার্থ বর্জিত হেতুক, সকলস্থান হইতে গয়াশির পরম পবিত্র-ভগস্থান হয় ॥ ৭৩ ॥

কীকটেষু গয়াপুণ্যা পুণ্যরাজগৃহং বনং ।

চ্যবনশ্রাশ্রমং পুণ্যং নদীপুণ্যা পুনঃপুনা ॥ ৪৭ ॥

অপবিত্র কীকটদেশে সকল অপবিত্র স্থান; তন্মধ্যে কেবল গয়াধাম পুণ্যতম, আর রাজগৃহ অর্থাৎ জরাসন্ধালয় ও তদ্রহবনও পুণ্যস্থান, বাহাতে চ্যবন মুনির আশ্রম এবং পুনঃ পুনানাম্নী নদীও পুণ্যতমা হয়েন । এই পুনঃপুনানদীকে এক্ষণে পুনপুনা বলিয়া সকলে খ্যাত করেন ॥ ৭৪ ॥

বৈকুণ্ঠো লোহদণ্ডাচ গৃধুকুটশ্চ শোণকঃ ।

অত্র আন্ধাদিনা সর্কান্ পিতৃন ব্রহ্মপুরং নয়েৎ ॥ ৭৫ ॥

এবং তত্রস্থিত বৈকুণ্ঠাখ্য একস্থান ও লোহদণ্ডানাম্নী নদী আর গৃধুকুট নামক গিরি, অপর শোণনামা নদ, কীকটের মধ্যে এই কয়েক স্থানও পুণ্যতম হয় । ইহাতে আন্ধাদি করিলে তৎকাল দ্বারা পিতৃলোকদিগের ব্রহ্মলোকতা প্রাপ্তি হয় ॥ ৭৫ ॥

কৌঞ্চরূপেণ হি মুনি মুণ্ডপৃষ্ঠে তপোকরোৎ ।

ভক্ত পাদাঙ্কিতো বস্মাৎ কৌঞ্চপাদস্ততঃ স্মৃতঃ ॥ ৭৬ ॥

কৌঞ্চনাম করি বক্ররূপ ধারণ করিয়া মুণ্ডপৃষ্ঠেই যে জলাশয়ে পূর্বে তপস্বী করিয়াছিলেন এবং তৎপাদাঙ্কিত হেতু সেই স্থানকে সকলে কৌঞ্চপাদ ভীষ বলিয়া খ্যাত করেন ॥ ৭৬ ॥

স্নাতো জলাশয়ে তত্র নয়েৎ স্বর্গং স্বকং কুলং ।

বলিঃ কাক শিলায়াঞ্চ কাক মোক্ষণ মোক্ষদঃ । ৭৭ ।

ক্রৌঞ্চপাদ তীর্থস্থিত জলাশয়ে স্নাত হইয়া পিতৃতর্পণ করিলে,
তাহার স্বীয়কুল অর্থাৎ তৎ পূর্ব পুরুষগণের স্বর্গ লাভ হয় ।
আর কাক শিলাতে কাকসকলকে বলি প্রদান পূর্বক কাক মোক্ষণে
সকলের মোক্ষ পদ প্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ৭৭ ॥

মুণ্ডপৃষ্ঠস্থ সাগৌহি লোমশোলোমহর্ষনা ।

দ্বাবেতো পরমং তপ্ত্বা তপঃসিদ্ধিপরকৃতৌ ॥ ৭৮ ॥

মুণ্ড পৃষ্ঠস্থ পর্বতের শৃঙ্গে লোমশ ও লোমহর্ষণ নামে দুই মহা
মুনি ঘোরতর তপস্যা করিয়া পূর্বের পরমা সিদ্ধিকে লাভ করিয়া
ছিলেন ॥ ৭৮ ॥

আভুতাস্ত্র সরিচ্ছ্ৰেষ্ঠা লোমশেন মহানদীঃ ।

সরাবতী বেত্রবতী চন্দ্রভাগা সরস্বতী ॥

কাবেরী নিকুরাচ চন্দনাচ সরিষরা ।

বাশিষ্ঠী সরযূর্জা যমুনা গণ্ডকৌন্দিরা ॥

মহাবৈতরণী নামী নিকুরাচ দিবৌকসঃ ॥ ৭৯ ॥

হামুনি লোমশ, স্বীয় তপঃপ্রভাবে অভিষেক্ত। মহা মহা নদী
সকলকে আপন জাগ্রমে আনয়ন করিয়াছিলেন । যথা সরাবতী,
বেত্রবতী, চন্দ্রভাগা, সরস্বতী, কাবেরী, নিকুরাচ, চন্দনা, বাশিষ্ঠী,
সরযু, গঙ্গা, যমুনা, গণ্ডকী, ইন্দিরা, মহানদীবৈতরণী, নিকুরা
পুত্রিণী, অপর স্বর্গস্থিত আকাশ নিঃসৃত হইতে সকল প্রেতানবী
তাঁহাদিগকেও আনয়ন করিয়াছিলেন ॥ ৭৯ ॥

সারগালকনন্দাচ উদীচী কনকাক্ষরা ।

কৌশিকী ব্রহ্মদা জ্যোতা সর্বাযৌষ বিমোচিনী ॥ ৮০ ॥

আর সারবী, অলকনন্দা, উদীচী, কনকা, কৌশিকী, ব্রহ্মদা, জ্যোতা এই শ্রেষ্ঠা সরিৎগণ সমস্ত প্রকার সমূহ অঘনাশিনী হয়েন, লোমশ কর্তৃক ইহারাও সকলে আহতা হন ॥ ৮০ ॥

কৃষ্ণবেণা চর্ম্মগুতী ছেনদ্যৌ মুক্তিদায়িকে ।

আহতে সরিতাং শ্রেষ্ঠে লোমহর্ষণ সাহসাং ॥

তপসন্তু প্রভাবেন নর্ম্মদা মুনিপুঞ্জবঃ ॥ ৮১ ॥

কৃষ্ণবেণা আর চর্ম্মগুতী এই দুই নদী মুক্তি দায়িকা সকল নদীর শ্রেষ্ঠা ; মুনিশ্রেষ্ঠ লোমহর্ষণ স্বীয়তপঃ প্রভাব দ্বারা আপন আশ্রমে আনয়ন করিয়াছিলেন । এবং মহামান্য নর্ম্মদাকেও আশ্রয় করিয়াছিলেন ॥ ৮১ ॥

তাসু সর্কাসু যঃ স্নাত্বাপি গুদঃ স্বর্গয়েৎ পিতৃন ॥ ৮২ ॥

লোমস ও লোমহর্ষণ এই উভয় মুনি কর্তৃক আনীতা তীর্থময়ী নদী সকলে স্নান করতঃ যে ব্যক্তি তথায় পিণ্ডদান করেন, তৎকর্তৃক তাঁহার পিতৃলোকের স্বর্গস্থানে নীত হন ॥ ৮২ ॥

ব্রহ্মযোনিং প্রবিষ্টাথ নির্গচ্ছেৎ বস্তু মানবঃ ।

পরং ব্রহ্ম সযাতিহ বিমুক্তো যোনি সঙ্কটাৎ ॥ ৮৩ ॥

যে ব্যক্তি ঐ গয়াধামে পর্কতোপরি ব্রহ্ম যোনিতে প্রবেশ করতঃ অনাগ্রাসে বহিনির্গমন করিতে পারেন, সে ব্যক্তি ইহ সংসারে জন্ম সঙ্কট হইতে পরিমুক্ত হইয়া পরং ব্রহ্মে অধিগমন করেন ॥ ৮৩ ॥

নিষ্করারাং পুষ্করিণ্যাং স্নাতঃ প্রাকাদিকং নরঃ ।

কুর্ঘ্যাৎ ক্রৌঞ্চপদে দিব্যে নিয়মী দ্বাসর ত্রয়ং ॥

সর্কান্ পিতৃন নয়েৎ স্বর্গং পঞ্চপাপিন এবচ ॥ ৮৪ ॥

নিষ্কর্য নারী পুষ্করীতে স্নান করিয়া যে লোক পিতৃ উদ্দেশে
প্রাণাদি করে, এবং দিব্য ক্রৌঞ্চপদে নিয়ম দ্বারা নিবসন্ত পিণ্ডদান
পূর্বক প্রাণাদি করে। সে ব্যক্তি পঞ্চম পাতকের পাতকী হইলেও
তাহার পিতৃলোকেরা স্বর্গস্থান প্রাপ্ত হইবেন ॥ ৮৪ ॥

জনার্দনো ভস্মকূটে তস্থহস্তে তু পিণ্ডদঃ ।

আত্মনো হপাথবান্যোষাং সব্যোনাপি তিলৈর্কিনা ।

জীবতা দধিসংমিশ্রাং সর্কেতে বিষ্ণুলোকগাঃ ॥ ৮৫ ॥

তিল ব্যতিরিক্ত শুদ্ধ দধিতে মিশ্রিত করিয়া আপনার বা জীবিত
অন্য লোকের উদ্দেশে ভস্মকূটস্থিত ভগবান জনার্দনের দক্ষিণ হস্তে
মন্ত্র পাঠ পূর্বক পিণ্ডদান করিলে তৎকালে মরণানন্তর তাঁহারা সেই
পিণ্ড প্রাপ্ত হইয়া বিষ্ণুলোক গমন করেন ॥ ৮৫ ॥

অস্যমন্ত্র ।

যন্ত পিণ্ডোময়াদন্ত স্তবহস্তে জনার্দন ।

যদ্বদিশ্চ ত্রয়াদেব তস্মিন পিণ্ডে মৃতে প্রভো ॥ ৮৬ ॥

হে প্রভো ! হে দেব জনার্দন ! আমি যদ্বদেশে তব হস্তে যে
পিণ্ডদান করিলাম, সেই সকল ব্যক্তি মরণানন্তর যেন তোমার হস্ত
হইতে ঐ পিণ্ড প্রাপ্ত হন ॥ ৮৬ ॥

অন্যচ্চ ।

এষপিণ্ডোময়াদন্ত স্তবহস্তে জনার্দন ।

অন্তকালে গতে মহ্যং ত্রয়াদেয়ো গয়াশিরে ॥ ৮৭ ॥

হে জনার্দন ! আমি যে আপন পিণ্ড তব হস্তে প্রদান করিলাম,
আমার অন্তকাল সম্পন্ন হইলে পর আপনি যমোদ্দেশে গয়াশিরে এই
পিণ্ড সর্পণ করিবেন ॥ ৮৭ ॥

অথ নমস্কার ।

জনার্দন নমস্তুভাং নমস্তে পিতৃ মোক্ষদ ।

পিতৃমাতৃ নমস্তুভ্যং নমস্তে পিতৃকপিণে ॥ ৮৮ ॥

পিওদানান্তর এই মন্ত্রে জনার্দনকে নমস্কার করিবেন । হে জনার্দন ! আপনি পিতৃলোকের মোক্ষ প্রদান কর্তা, তোমাকে নমস্কার করি, তুমি জগৎপিতা, জগন্মাতা স্বরূপ হও, অতএব তোমাকে ভূয়ো নমস্কার করি, তুমি পিতৃ দেবস্বরূপ, এ হেতু তোমাকে ভূয়ো ভূয়ো নমস্কার করি ॥ ৮৮ ॥

স্তুতি বাক্য ।

গয়ায়াং পিতৃকপেণ স্বয় মেব জনার্দন ।

স্বাংদৃষ্টা পুণ্ডরীকাক্ষ মুচ্যতে চ ঋণত্রয়াং ॥ ৮৯ ॥

হে জনার্দন ! তুমি স্বয়ং পিতৃরূপে গয়াতে অবস্থান করিতেছ, হে পুণ্ডরীকাক্ষ নারায়ণ ! তোমাকে দর্শন করিয়া সকল লোক দেবঋণ, ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ, ইহিতে পরিমুক্ত হয় ॥ ৮৯ ॥

পুনঃনমস্কার ।

নমস্তে পুণ্ডরীকাক্ষ ঋণত্রয় বিমোচক ।

লক্ষ্মীকান্ত নমস্তেস্তু পিতৃণাং মোক্ষদোত্তম ॥ ৯০ ॥

হে পুণ্ডরীকাক্ষ ! হে ঋণত্রয় পরিমোচক জনার্দন ! হে লক্ষ্মীকান্ত ! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি । তুমি প্রসন্ন হইয়া আমার পিতৃ পুরুষদিগের মোক্ষ প্রদ হও ॥ ৯০ ॥

এই সকল মন্ত্র পাঠ পূর্বক ভগবান্ জনার্দনকে স্তুতি বন্দনা

দ্বারা সজ্জিত করতঃ পাণ্ডপুত্র ভীমসেন গয়াতে পিণ্ডদান পূর্বক
শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন ॥

বামজাহ্নব উর্দ্ধভাগ সংপাত্য নত্বাভীমো জনার্দনঃ ।

শ্রাদ্ধং সপিণ্ডকং কৃত্বা ভাতৃভি ব্রহ্মলোক ভাক্ ॥ ৯১ ॥

বামজাহ্নব উর্দ্ধভাগ সংপাতন পূর্বক অর্থাৎ বামজাহ্নব ভূমিসংলগ্ন
করিয়া কুন্তীপুত্র ভীমসেন, ঐ জনার্দনকে এইরূপ স্তুতি বন্দনাদি
করিয়া ঐ স্থানে পিতৃলোকোদ্দেশে পিণ্ডদান পূর্বক শ্রাদ্ধ করিয়া
যুধিষ্ঠিরাদি ভাতৃগণের সহিত ব্রহ্মলোক প্রাপ্তোপযোগ্য হইয়া-
ছিলেন ॥ ৯১ ॥

পিতৃভিঃ সহধর্ম্মাচ্চ কুলানাঞ্চ শতেনচ ॥ ৯২ ॥

এবং ধর্ম্মাচ্চ ভীমসেন ঐ পিণ্ডদান কলে অসংখ্য পিতৃ-
গণের সহিত পরমা শান্তিলাভ করিয়াছেন, অতএব সকলেরই ভীম-
গয়ায় শ্রাদ্ধ করা বিধেয় হয় ॥ ৯২ ॥

শিলায়াং ব্যক্তরূপেণ ব্যক্তাব্যক্তানাস্থিতঃ ।

লক্ষ্মীশো বিবুধৈঃ সাক্ষিং তস্মাদ্বেবময়ী শিলা ॥ ৯৩ ॥

এই ধর্ম্মশিলাতে ব্যক্তাব্যক্তরূপী লক্ষ্মীপতি নারায়ণ সমস্ত দেব-
গণের সহিত আদি যদাধররূপে সংস্থিত আছেন ; এ নিমিত্ত ঐ
শিলাকে সর্বদেবময়ী শিলা বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন ॥ ৯৩ ॥

ইতি শ্রীবাসুপুরাণে গয়ামাহাত্ম্যে ধর্ম্মশিলোপাখ্যানে

চতুর্থোধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায় আরম্ভ ।

নারদ উবাচ ।

মহাযোগী নারদঋষি ব্রহ্মপুত্র সনৎকুমারকে বিশেষ বিনয় সহ-
কারে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন ।

কথং ব্যক্ত রূপেণ স্থিতশ্চাদি গদাধরঃ ।

কথং ব্যক্ত স্বরূপেণ ব্যক্তাব্যক্তানাং স্থিতঃ ॥ ১ ॥

হে সনৎকুমার ! ব্যক্ত স্বরূপ ভগবান আদিদেবগদাধর কি
প্রকারে এই গয়াক্ষেত্রে অব্যক্তরূপে অবস্থিতি করিতেছেন । এবং
তঁাহার ব্যক্তাব্যক্তরূপই কি প্রকার হয় অর্থাৎ প্রকাশাপ্রকাশ রূপই
বা কি ? এতৎরূপত্রয়বিশিষ্ট ভগবানের স্বরূপ রূপে আবির্ভাব
কহিতে আজ্ঞা হয় ? ।

কথং গদা সমুৎপত্তা যথাছাদি গদাধরঃ ।

গদালোল কথঞ্চাসীৎ সৰ্ব্বপাপ ক্ষয়ঙ্করঃ ॥ ২ ॥

ভগবান প্রথমতঃ যে গদা ধারণে আদি গদাধর নামে বিখ্যাত হন,
সেই গদা কোথা হইতে কি প্রকারে উৎপত্তা হয় । এবং গদা লোল
তীর্থ সমুৎপত্তির প্রকারই বা কি ? যে তীর্থ সৰ্ব্বলোকের সৰ্ব্বপাপ
ক্ষয়কারী হয় ॥ ২ ॥

সনৎকুমার উবাচ ।

নারদ প্রশ্নে সন্তুষ্ট হইয়। মহাযোগী সনৎকুমার প্রশ্নোত্তরায়ী
সমুদয় বাক্যের উত্তর করিতেছেন ।

গদোনায়া সুরোহাসী বজ্রাঙ্কুরতরো দৃঢ়ঃ ।

প্রার্থিতো ব্রহ্মণে প্রাদাৎ স্বশরীরোহি দুস্ত্যজঃ ॥ ৩ ॥

হে দেবষে ! পূর্বে গদ নামে মহাবলবান্ এক অশুব ছিল, তাহার শরীর এমন কঠিন, যে ইন্দ্রের বজ্রাপেক্ষাও দৃঢ়তর। জগদ্ধাতা ব্রহ্মা গদাসুরকে দৃঢ়তর জানিয়া দেবতাদিগের ভাবি বিপদাশঙ্কা নিবারণার্থে দানশীল পবোপকারী সেই গদাসুর স্থানে গিয়া উদ্বিগ্ন প্রার্থনা কবেন গদাসুর সর্বলোকোপকারার্থে দুস্ত্যজআত্ম দেহকে পরিত্যাগ কবিয়া তৎক্ষণাৎ স্বীয় অস্তি ব্রহ্মাকে প্রদান করিয়াছিল ॥ ৩ ॥

ব্রহ্মোক্ত বিশ্বকর্মাপি গদাধঃক্রেহদ্যুতাং তদা ।

তদন্তো বজ্রনিষ্পোশৈঃ কুন্দৈঃ স্বর্গেহুধরায়ৎ ॥ ৪ ॥

ব্রহ্মা বজ্রকল্প তদস্তি প্রাপ্ত হইয়া গদাস্ত্র নির্মাণার্থে বিশ্বকর্মান্নে আদেশ করেন, বিশ্বকর্মা ব্রহ্মোক্তিগতে বজ্র নিষ্পোশ কুন্দ দ্বার ক্ষেদ ভেদ করতঃ সেই অস্থিতে অদ্যুতাকাব গদাস্ত্র নির্মাণ করবেন, ব্রহ্মাও সেই বজ্রকল্প গদাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে রক্ষা করিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

অধকালেন মহতা মনো স্মায়ভুবোহন্বরে ।

হেতিরক্ষো ব্রহ্মপুত্র তপন্তপে স্মদারুণঃ ॥

দিব্যাবর্ষ সহস্রাণাং শতং বায়ুমভক্ষরৎ ॥ ৫ ॥

হে ব্রহ্মপুত্র নারদ ! বহু কাল অতীত হইলে পর স্মায়ভুব মহন্তরে হেতি নামক কোন এক রাজস, দেবমানে শত সহস্র বৎসর যৌরতর রূপেস্মদারুণ তপন্তপে হইবে। প্রথমে অনেকানেক কঠিন ব্রতধারণ করিয়া পরিশেষে দিব্যমানে একশত বৎসর কেবল বায়ু ভক্ষণ দাঁড় করিয়া ছিল ॥ ৫ ॥

উন্মুখোচ্চোচ্চবাহুশ্চ পাদাঙ্কুষ্ঠ ভরেণ হি ।

একেনান্তিষ্ঠদব্যগ্র শীর্ণ পর্ণানিলাশনঃ ॥ ৬ ॥

ব্রহ্মাদীং স্তপসাতুষ্ঠান্ বরং বস্ত্রে বরপ্রদান্ ! ৭ ।

উন্মুখে উচ্চবাহু হইয়া একপদে বুদ্ধাঙ্গুলির অগ্রভাগে ধরা স্পর্শমাত্র করতঃ দণ্ডায়মান থাকিয়া গলিতপত্র ভোজন ও অবশেষে বায়ুভোজনে জীবন ধারণ পূর্বক স্তম্ভ নিয়মে হেতি তপস্যা করে ॥ ৬ ॥ অনন্তর তাহার কঠোর তপস্যাতে পরিত্ত হইয়া ব্রহ্মাদি দেবগণেরা বর প্রদানার্থে তৎসন্নিধানে সমাগত হন ; তদ্ব্যক্টে হেতি রাক্ষস, বরপ্রদ ব্রহ্মাদি দেবগণের প্রমুখতঃ এই বর প্রার্থনা করিয়া ছিল ॥ ৭ ॥

দেবৈর্দৈত্যৈশ্চ শস্ত্রাস্ত্রে বিবিধৈর্মমুজাদিভিঃ ।

কৃষ্ণেশানস্য চক্রাদৈরবধ্যঃ স্যাৎ মহাবলাঃ ॥ ৮ ॥

হে মহাবলাঃ ! দেবগণ ও দৈত্যগণ ও গন্ধর্বাদি উপদেবগণ, এবং মমুষাদি প্রাণীগণ শস্ত্রাস্ত্রদ্বারা যেন আমাকে বধ করিতে না পারে ? আর বিষ্ণুর চক্র ও মহাদেবের ত্রিশূলান্ত্র প্রভৃতিতেও যেন আমি অবধ্য হই ; অস্বং প্রতি অমুগ্রহ করিয়া আপনারা এই বর প্রদান করুন ॥ ৮ ॥

তথেষ্টাস্ত্রাস্ত্রহিতান্তে হেতি দেবানথাঙ্গয়ৎ ।

ইন্দ্রমকরোদ্ধেতি ভীতা ব্রহ্মহরাদয়ঃ ॥ ৯ ॥

এই প্রকার বর প্রার্থনা করিলে পর ব্রহ্মাদি দেবগণেরা হেতির প্রার্থনামুসারে তথাস্ত্র বলিয়া বর প্রদান পূর্বক অন্তর্হিত হইলেন । লজ্জাবর হইয়া হেতি রাক্ষস কালে যুদ্ধদ্বারা সমস্ত দেবগণকে জয় করিয়া তাহাদিগকে স্ব স্ব অধিকার হইতে দূরীকৃত করতঃ স্বর্গে বসয় ইন্দ্রকে করিতে লাগিল ; হেতির পরাক্রমে স্বয়ং মহাদেব শঙ্কর ও ব্রহ্মাদি দেবগণ সকলেই মহাভীত হইয়াছিলেন ॥ ৯ ॥

হরিস্তে শরণং জগৎ কচুহেতিং কহীতিতান্ ॥

উচে হরিরধ্যোয়ং হেতি দেবাস্তুরৈঃ সুরাঃ ॥ ১০ ॥

হেতির দৌরাশ্রে অতিশয় উদ্ভিন্নমনা দেবগণেরা সকলেই নারায়ণের শরণাপন্ন হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহাকে নিবেদন করেন ; হে প্রভো ! এক্ষণে হেতিকে আপনি সংহার করুন, তাহা হইলেই আমাদের নিরুত্তি হয় । হেতিকর্তৃক তিরস্কৃত দেবগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সর্ববিপদপ্লবন নারায়ণ তাঁহাদিগকে কহেন । ভো দেবঃ ! তোমাদিগের অসদৃশ বর প্রদান জন্যই সেই হেতি রাক্ষস সুরাসুর যক্ষ গন্ধর্বাদির অবধা হইয়াছে ; অতএব এক্ষণে তাহাকে বিনাশ করা অতি কঠিন ॥ ১০ ॥

মহাস্ত্রং মে প্রযচ্ছধ্বং হেতিং হন্মি হি যেন তং ॥ ১১ ॥

হে দেবগণেরা ! হেতি রাক্ষস দেবাদির প্রশস্ত মহাস্ত্র দ্বারা অবধা হইয়াছে, এক্ষণে সহজে তাহাকে বধ করিবার সাধ্য কাহারই নাই, তোমরা শুণ্ড খাতি বিশিষ্ট এমন কোন মহাস্ত্র আমাকে প্রদান কর, যে তদ্বারা আমি সেই হেতিকে হত করিতে পারি ॥ ১১ ॥

ইত্যান্তান্তে ততোদেবা গদাস্তাং হরয়েদদ্বঃ ॥ ১২ ॥

নারায়ণের সুশ্রুত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবগণেরা গদাশি নির্মিত গদা, যাহা অপ্রকাশিত রূপে স্বর্ণে গোপিত ছিল, সেই মহা গদা আনিয়া সকলে ত্রিহরিকে প্রদান করিলেন ॥ ১২ ॥

দধারতাং গঙ্গাসানৌ দেবৈরুজ্জোগদাধরঃ ।

গদয়া হেতি সাহত্য দেবেভ্য ত্রিদিবং নদৌ ॥ ১৩ ॥

দেব কাক্যাস্তারে নারায়ণ প্রথম সেই গদা ধারণ করিলেন, একা-
বশ রাক্ষসি দেবতারা তাঁহাকে আদি গদাধর বলিয়া বিখ্যাত করেন ।

সেই গদাঘাতে ভগবানু হেতিকে বিনাশ করিয়া দেবগণকে স্বর্গ প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥

গদামাদাববক্ৰভা গয়ামুর শিরঃশিলাং ।

নিশ্চলার্থং স্থিতো যন্মা তন্মাদাদিগদাধরঃ ॥ ১৪ ॥

হেতি বধানন্তর ভগবান ঐ গদা ধারণপূর্বক গয়ামুরকে নিশ্চল করণার্থে তৎশিরঃস্থিত শিলাতে আদৌ অবস্থিতি করেন; একারণ গয়াক্ষেত্রে ভাঁহাকে অদ্যাপি সকলে আদি গদাধর বলিয়া খ্যাত করিয়া থাকেন । ১৪ ।

কালনার্থং গদা যত্র বিষ্ণুনা লোলিতা হভবৎ ।

বভূব তদাদা লোলং তীর্থং পরম পাবনং ॥ ১৫ ॥

হেতি বধনানন্তর রক্তাক্ত গদা কালনার্থ যে সরোবর সর্জন করেন, সেই সরোবর পরম পবিত্র গদালোল তীর্থ নামে বিখ্যাত হয় ॥ ১৫ ॥

শিলাসৌ মুণ্ডপৃষ্ঠাদ্রিঃ প্রভাসো নগপর্বতঃ ।

উদ্যন্তো গীত নাদশ্চ তন্মকুটো গিরির্মহান্ ।

গৃধুকুটঃ প্রেতকুট শ্চাদিপালোহরবিন্দকঃ ॥

গয়ামুর শিরঃস্থিত দেবরূপিণী ধর্মশিলা, আর মুণ্ডপৃষ্ঠ পর্বত, প্রভাস পর্বত, নগপর্বত, উদ্যন্তপর্বত, গীতনাদ পর্বত, তন্মকুট পর্বত, গৃধুকুট পর্বত, প্রেতকুটপর্বত, আদিপালপর্বত, অরবিন্দ পর্বত, এই একাদশ শিলোচ্চয় হয় ।

পঞ্চলোকাঃ সপ্তলোকা বৈকুণ্ঠো লোহদণ্ডকঃ ।

কৌঞ্চপাদ্যোহক্ষরবটঃ কঙ্কুতীর্থং মধুঅবা ।

মধুকুলা মধুকুলা দেবিকাচ মহানদী ।

বৈতরণ্যাদিমা ব্যক্তকপেণাদি গদাধরঃ ॥

পঞ্চলোক, ও সপ্তলোক, বৈকুণ্ঠ, লৌহদণ্ড, ক্রৌঞ্চপাদ, অক্ষয়-
বট, এবং কল্হতীর্থ, মধুশ্রবা, দধিকুলা, মধুকুলা, দেবিকা, মহানদী
প্রভৃতি তীর্থরূপে অবাস্তুরূপী ভগবান আদি গদাধর গয়াক্ষেত্রে
অবস্থিত করেন ॥ ১৫ ॥

ভাৎপর্য্য। গয়াধামে উপরিউক্ত যে যে সকল পর্ব্বত ও যে যে
সকল নদী, এবং আর আর উল্লিখিত যে যে স্থান সে সমুদায়ই
ভগবানের রূপ জানিবেন ।

বিষোঃপদং রুদ্রপদং ব্রহ্মণঃ পদমুত্তমং ।

কশ্যাপস্য পদং দিব্যং দ্বৌহস্তৌ যত্র নির্গতো ।

পঞ্চাগ্নীনাং পদান্যত্র ইন্দ্রাগস্ত্যপদে পরে ।

রবেশ্চ কার্ত্তিকেয়স্ত ক্রৌঞ্চ মাতঙ্গরোরপি ।

মুখ্য লিঙ্গানি সৰ্ব্বাণি ব্যক্তাব্যক্তান্যন্যস্থিতঃ ॥ ১৬ ॥

ধর্ম্মশিলোপরি বিষুৱ পাদপদ্ম চিহ্ন, আর রুদ্রপাদ চিহ্ন, কশ্যাপ
মুনির পাদ চিহ্ন, বাহাতে পিণ্ডদানকালে পিণ্ড গ্রহণার্থ এই চিহ্ন
হইতে হস্তদ্বয় বহির্গত হইয়াছিল । তদাখ্যান পশ্চাৎ ব্যাখ্যাত
হইবে, এবং পঞ্চাগ্নিদিগের পাদচিহ্ন ও ইন্দ্রপাদ ও অগস্ত্য পাদচিহ্ন
সুখ্য ও কার্ত্তিকেয়ের পাদচিহ্ন, আরও দেবদিগের মুখচিহ্নাদি যে সকল
আছে, সে সকল চিহ্ন রূপে ব্যক্তাব্যক্ত রূপী ভগবান গয়াধামে
অবস্থান করিয়াছেন ॥ ১৬ ॥

আদ্যো গদাধরশ্চৈব ব্যক্তঃ ক্রীমান গদাধরঃ ।

গায়ত্রীচৈব সাবিত্রী সন্ধ্যা চৈব সরস্বতী ।

গয়াদিত্যশ্চোত্তরাকো দক্ষিণাকোপি নৈমিষঃ ।

শেতীকো গণনাথশ্চ বনবোক্তৌ মুনীশ্বরাঃ ॥ ১৭ ॥

অপর প্রতাকমূর্তিমান রূপে শ্রীযুক্ত আদিদেবগদাধর গয়াক্ষেত্রে
নিত্য অবস্থিত, এবং গায়ত্রী, সাবিত্রী, মজ্জা ও সরস্বতী দেবীও অব-
স্থিত করেন, এতদ্ব্যতীত গয়াদিতা, উত্তরার্ক, দক্ষিণার্ক, এই তিন
সূর্য্যমূর্তিরও অবস্থান, অপর নৈমিষারণ্য, শ্বেতার্ক নামে সূর্য্যের
অপরামূর্তি, ও গণনাথ নামে গণেশরূপ, আপঃ প্রভৃতি অষ্ট-
বস্ত্র মূর্তি, আর মরীচ্যাদি মুনীশ্বর সকলেরই গয়াতে অবস্থিতি
আছে ৷ ১৭ ৷

রুদ্রাশ্চৈকাদশো নাম তথা সপ্তর্ষয়োপরে ।

সোমনাথশ্চ সিদ্ধেশঃ কপদীশো বিনায়কঃ ।

নারায়ণো মহালক্ষ্মী ব্রহ্মা শ্রীপুরুষোত্তমঃ ।

মার্কণ্ডেশঃ কোটিশো অজিরেশঃ পিতামহঃ ।

জনার্দনো মঙ্গলাচ পুণ্ডরীকাক উত্তমঃ ।

ইত্যাদি ব্যক্তরূপেণ স্থিতশ্চাদি গদাধরঃ ॥ ১৮ ॥

একাদশ রুদ্র, সপ্তর্ষি, সোমনাথ, সিদ্ধেশ্বর, কপদীশ্বর, বিনায়ক
গণেশ, নারায়ণ, মহালক্ষ্মী, ব্রহ্মা, শ্রীপুরুষোত্তম, অর্থাৎ জগদীশদেব,
মার্কণ্ডেয়, কোটিশ, অজিরেশ, পিতামহ নামে ব্রহ্মার অপরামূর্তি,
জনার্দন নামে নারায়ণ মূর্তি বিশেষ, মঙ্গলাদেবী ও পুণ্ডরীকাক বিষ্ণু
মূর্তি, এই সকল মূর্তি আদি গদাধরের ব্যক্তরূপ হয়, অর্থাৎ ইত্যাদি
ব্যক্তরূপে আদি গদাধর গয়ায় অধিষ্ঠান করিয়া রহিয়াছেন ॥ ১৮ ॥

হেতির্ঘো। রাক্ষসস্তত্র হতে বিষ্ণুপুরং গতঃ ।

ব্রহ্মণা সহরুদ্রাদ্যোঃ কারিতে নিশ্চলে সুরে ।

তুট্যবায়ু গদাপাণিং বেধা হর্ষেণ নিরুতিঃ ॥ ১৯ ॥

হেতিমাদিকবে রাক্ষস গয়াধামে বাস করিত, সে বিষ্ণু কর্তৃক হত

হইয়া বিষ্ণুধাম বৈকুণ্ঠে গমন করে। অনন্তর ব্রহ্মারূপাদি সহিত দেবগণেরা গয়াসুত্রে নিশ্চল করিলে পর, হর্ষনিবৃত্তি চিন্তে ব্রহ্মা গয়াধামে আসিয়া আদিদেব গদাধরকে বিবিধ বাক্যে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

গদাধরং ব্যাপগতকাল কল্মষং ।

গয়াগতং গদিতগুণং গুণাতিগং ।

গুহ্যগতং গিরিবর গেহ গোপিতং ।

সুরার্চিতং বরদ মহং নমামি ত্বং ॥ ২০ ॥

কৃতাজ্জলি বদ্ধপুট হইয়া ব্রহ্মা গদাধর সম্মুখে স্তুতিবাক্য কহিতেছেন। হে বরদ! তুমি আদি গদাধর, কাল এবং সমস্ত কল্মষ কলাপ বর্জিত, তুমি নিৰ্ভগ অথচ গয়াগত হইয়া গুণকীর্তনীয় হইয়াছ। তুমি সৰ্বজীবান্তর্যামী গুহ্যশয়, তুমি গিরিকন্দর বাসী, ত্রিজ-গদাশ্রিত অথচ তোমার নির্ণীত বাস কুত্ৰালি নাই। তুমি সমস্ত ত্রিদেশ গণার্চিত হও, অতএব তোমাকে আমি প্রণাম করি ॥ ২০ ॥

অহঃশ্রিয়ং ত্রিদেশগণাদিষু শ্রিয়ং ভবেচ্ছ্রিয়ং

দিত্তিভব দারুণ শ্রিয়ং । কলিশ্রিয়ং কলিমল-

গদন শ্রিয়ং গদাধরং নৌমি তমাশ্রিত শ্রিয়ং ॥ ২১ ॥

অনন্তর সনৎকুমার নারদাদি ঋষিবৃন্দকে কহিতেছেন ব্রহ্মা আরো অনেক প্রকারে স্তব করিয়াছেন তাহা শ্রবণ করহ। হে গদাধর! তুমি এই জগতে শোভন দিবাক্ষণী এবং সমস্ত দেব-গণের ঐশ্বর্য স্বরূপ হও, সংসারের শোভনীয় সমস্ত শোভার শোভাস্বরূপ, দৈত্যগণের অত্যাশঙ্ক যে শোভা সে শোভাও তুমি হও, আগত কলিমলাপহরণ ত্রিবিধিষ্ট অর্থাৎ পাপমুক্ত হও এবং

বিজিত সাংখ্যামিকঐশ্বর্য স্বরূপ, অপর কলি তবজনের কলিমল
কলুষিত মন্দাকী, এবং অঙ্গদাদি দেবগণের আনন্দবর্জিত ঐশ্বর্যরূপ-
সকল শোভাই তোমাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, অতএব আমি
তোমাকে নমস্কার করি ॥ ২১ ॥

দৃঢ়াদৃঢ়ং পরিদৃঢ় গাঢ়সংস্কৃতং কিমদৃঢ়তং সুদৃঢ়
মরুচি কুচিগং । তমাঢ্যগং দৃঢ়দুরিতাদ্য চৌকিতং
স্বচৌকৃতং দৃঢ়তর গোত্র স্ক্রুতিগং ॥ ২২ ॥

হে গদাপাণে ! হে আদি নারায়ণ প্রভো ! তুমি দৃঢ় এবং অদৃঢ়
সমস্তের আশ্রয় স্বরূপ, তুমি অতিশয় দৃঢ় অথচ বিন্দ্যাপনীয়রূপ
বিশিষ্ট হও, তোমার সম্যক্ গুণ গ্রহণ করতঃ গাঢ়রূপে স্থব করিতে
কেহই শক্তি নহেন; যেহেতু তুমি গাঢ় সংস্কৃত, তুমি যত দৃঢ়বস্ত
আছে সে সকল তইতে পরম দৃঢ়, কুচি এবং অকুচি যৌগিকাদি
সম্যক্ শব্দের এক বাঁচা, কিন্তু সকলের বহির্ভূত বস্তু হও, তুমি
সমস্ত ঐশ্বর্যের উপরগামী, দৃঢ়তর দুরিতাদির অস্পৃশ্য, অথচ
যত্ন হইতে সে সকলের উৎপাদক হও; তোমার এমন কোন
নিশেষ নাম নাই যে তদ্বারা তোমাকে স্থব করা যায়, কিন্তু তুমি
সকল নাম বিশিষ্ট হও ॥ ২২ ॥

বিদেহকং করণকলা বিবর্জিতং বিয়ম্বরুদ্দিন-
করবারি ভূষিতং । গদাধর ধ্বনিমুখ বর্জিতং
পরং নমাম্যহং সতত মনাদি মীশ্বরং ॥ ২৩ ॥

হে গদাধর ! তুমি বিদেহ অর্থাৎ দেহবহিত অথবা দেহধর্ম-
নির্লিপ্ত, অথ আদি সমস্ত ইন্দ্রিয় কলাপ বর্জিত; তুমি শব্দাতীত
অতীন্দ্রিয় ও অঙ্গবহিত হও; তুমি আকাশ স্বরূপ, তুমি বায়ু স্বরূপ,
তুমি দিম্বকর মণ্ডলস্থ তৎকিরণ কলাপ মণ্ডিত হও; এবং আকাশ,

বাহু অগ্নি জল পৃথিবীর অন্তরঙ্গম, অশক, অক্ষয়, অদৃশ্য, অক্লেদ্য
অগ্নিকবীণ অর্থাৎ কোন ইন্দ্রিয়ারা তুমি অসুখিত নহ, তুমি মুখ-
বজ্জিত, অথচ সর্বতোমুখ, তুমি পরাৎপর পরমপুরুষ অনাদি দৈশ্বর,
তোমাকে সতত আমি নমস্কার করি ॥ ২৩ ॥

মনোতিগং মতিগতি বজ্জিতং পরং সদাঙ্গমং
শ্রুতিশির সংস্কৃতং বুধেঃ । চিদাত্মকং কলিগত
কারণাতিগং গদাধরং হৃদয়গতং নমামি তং ॥ ২৪ ॥

হে ররদ ! তুমি মনের অতীত, বুদ্ধির অতীত, তুমি স্থাণুবৎ
নিশ্চল গতিরহিত, তুমি অদ্বিতীয় এক পরম পুরুষ, তোমাকে প্রাণ-
রূপ জ্ঞানিয়া জ্ঞানীগণেরা স্তব করেন, তুমি জ্ঞানস্বরূপ তৎসৎ শব্দের
বাচ্য সর্বোপনিষদ্বাদ্য আত্মা হও, তুমি কলিগত সর্বকারণ শূন্য
দ্রষ্টা পুরুষ ; সকলের হৃদিশায়ী হৃদ্বাতীত একোগমা ; অতএব সর্ব
জীবের হৃদয়গত আক্লিয়া তোমাকে সতত নমস্কার করি ॥ ২৪ ॥

সনৎকুমার উবাচ ।

দেবৈঃ সাক্ষিঃ ব্রহ্মণৈবং স্তুতশ্চাদি গদাধরঃ ।

উচেবরান্ বৃণুষুভং বরং ব্রহ্মা তমব্রীং ॥ ২৫ ॥

দেবগণের সহিত ব্রহ্মা কর্তৃক এরূপ সংস্কৃত হইয়া আদিদেব
গদাধর ব্রহ্মাকে এই কথা বলিলেন ; হে ব্রহ্মন ! আমি তৎকৃত স্তবে
অতিশয় পরিতুষ্ট হইয়াছি এক্ষণে তুমি অভিলষিত বর বাচনা
করহ ; এতদাত্মা প্রাপ্তে ব্রহ্মা গদাধরকে কহিলেন ॥ ২৫ ॥

খিলারাং দেবকপিণ্যাং নতিষ্ঠাম স্তুয়া বিনা ।

সাত্ত্বাশোভনং তুরাসাক্ষিঃ নিত্যং ব্যক্তাদি কপিণা ॥ ২৬ ॥

হে ভগবন ! পুণ্ড্রী ধর্মব্রতের প্রাথমিকত বর প্রদান জন্য তদেহ-
জাত দেবকপিণী বর্ধশিলাতে তোমার দক্ষ ব্যাক্তি জন্মিয়া যাইল

করিব না, অর্থাৎ ভোমার ব্যক্তাদিরূপের সহিত ঐ শিলোপরি আমরা
নিভা অবস্থান করিব, এই মাত্র অন্তিমবৃত্তি বর, অতএব আপনি
আমাদিগের সহিত ধর্মশিলাতে অবস্থিতি করুন ॥ ২৬ ॥

এবমস্ত্রীয়াসাদ্বৈতং স্থিতশ্চাদি গদাধরঃ ।

লোকানাং বন্ধনার্থায় জগতাং মুক্তি হেতবে ॥ ২৭ ॥

ব্রহ্মাদি দেবগণ কৃত স্তবে পরিভোষিত হইয়া ভগবান আদি
গদাধর, তথাস্ত্র বলিয়া লক্ষ্মীর সহিত সর্বলোকের বন্ধন নিমিত্তে,
এবং জগতের মুক্তির নিমিত্তে গয়াধামে আসিয়া ধর্মশিলাতে
সংস্থিত হইলেন ॥ ২৭ ॥

স্বব্যক্তঃ পুণ্ডরীকাক্ষে জনার্দন ইতি শ্রুতঃ ।

বেদৈরগম্যা বা মূর্তি রাদিভূতা সনাতনী ॥

স্বব্যক্তা শ্বেতকর্ণে সা ভবিষ্যতি তথাপুনঃ ।

বারাহ কর্ণেশ্চব্যক্তা ব্যক্তি মপ্যগমৎ পুরা ॥ ২৮ ॥

নারদাদি ঋষিগণেরা সনৎকুমারকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, হে
প্রভো ! পূর্বে শ্রুত এই সনাতনী শ্রুতি আছে, তথাপি প্রণালীগত
আপনার বর্ণনামুসারে সেই প্রবাদকে স্মৃতি বলিয়া জ্ঞান হইতেছে;
অতএব ব্যক্ত করিয়া কহেন এই নারদ প্রপ্নে সনৎকুমার কহিতে-
ছেন; বৎস ! শ্রবণ করহ। নারায়ণ পুণ্ডরীকাক্ষ ও জনার্দনরূপে
পূর্বে স্বব্যক্ত হইয়াছিলেন, ইহাও শ্রুতি সংবাদ আছে; কেননা
সর্ববেদের অগম্য আদিভূত নিত্যসিদ্ধ গদাধরাদি মূর্তি স্মৃতি
কল্পিতা নহে, অপ্রকট থাকিয়া শ্বেতকর্ণে পুনর্বার প্রকাশিত
হইবেন। এবং যে মূর্তি বরাহ কর্ণে অব্যক্তা তাহাও তৎপূর্বে
কর্ণে সুপ্রকাশিত হইয়াছিল ॥ ২৮ ॥

দন্তারকায় লোকানাং দেবানাং রক্ষণায় চ ।

গয়ানিরসি সূব্যক্তৌ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ২৮ ॥

জন সকলের সংতারণ নিমিত্তে, এবং দেবতাদিগের রক্ষণ নিমিত্তে সেই সকলরূপ সূব্যক্তভাবে পুনর্বার গয়াস্বর মন্তকে ধর্ম-শিলাতে প্রকটিত হইবে তাহাতে সংশয় নাই ॥ ২৮ ॥

তাৎপর্য্য। গয়াধাম প্রকাশের পূর্বে নারদকে সনৎকুমার এই আখ্যায়িকা কহিয়াছিলেন । এ সকল পুরাতনীয় কথা, কল্পে কল্পে এইরূপ ঘটনা হয়, অজ্ঞাতপ্রযুক্ত লোকে পুরাতনীয় প্রস্তাবকেও স্মৃতি বলিয়া বোধ করে, ইহা বিচিত্র নহে । যথা প্রমাণং “যথেন্দ্র সূর্যোগ্রাশে উদয়াস্তময় বিহ । তথা দেব নিকায়ান্ত সংভবন্তি যুগে যুগে” যেমন চন্দ্র সূর্য্য গগণমণ্ডলে নিতা উদয়াস্ত হইয়া থাকেন, সেইরূপ দেবতারাও যুগে উদয়াস্তময় হন ॥ ২৮ ॥

যে দ্রক্ষ্যন্তি সদাকৃত্য দেবমাদি গদাধরং ।

কুঠরোগাদি নিমুক্তা যাস্তান্তি হরি মন্দিরে ॥ ৩০ ॥

যে সকল ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক আদিদেব গদাধরকে দেখিবেন তাঁহার কুঠরোগাদি হইতে বিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুমন্দিরে গমন করিবেন ॥ ৩০ ॥

যে দ্রক্ষ্যন্তি সদাকৃত্য দেবমাদি গদাধরং ।

তে প্রাপ্যন্তি ধনং ধান্য মাংসুরারোগ্য মেব চ ॥

কলত্রপুত্র পৌত্রাদি গুণ কীর্তি সূখানি চ ॥ ৩১ ॥

যে সকল ব্যক্তি সন্ত ভক্তিপূর্ব্বক আদিদেব গদাধরকে দর্শন করিবেন, তাঁহার সকল ধন, ধান্য, মাংস, আরোগ্য, এবং মনোভি-
লষিত বীর্য্য পুত্র পৌত্র, ও গুণ কীর্তি সূখাদি প্রাপ্ত হইবেন ॥ ৩১ ॥

অক্ষরা যে নমস্যস্তি রাজ্যংব্রহ্ম পুরং তথা ।

ভুও ভ্রা ব্রজৈযুঃ সততং পুণ্য পুঞ্জফলং নরাঃ ॥ ৩২ ॥

যে সকল ভক্তিমান ব্যক্তিরা অক্লান্তক আদি দেব গদাধরকে
নমস্কার করিবেন, তাঁহারা ইহলোকে রাজ্য ও তৎপুণ্য জনিত পুঞ্জ
ভূত ফলভোগ করতঃ অন্তে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইবেন ॥ ৩২ ॥

গন্ধদানেন গন্ধাঢ্যং সৌভাগ্যং পুষ্পদানতঃ ।

ধূপদানেন রাজ্যাপ্তি দীপাদীপ্তিং প্রযচ্ছতি ॥ ৩৩ ॥

গদাধরদেবকে গন্ধদান করিলে গন্ধাঢ্যতা প্রাপ্তি হয়, পুষ্পদানে
সৌভাগ্য লাভ, ধূপদানে রাজ্যলাভ, দীপদানে কান্তির অতুল্য দীপ্তি
প্রাপ্তি হয় ॥ ৩৩ ॥

ধ্বজদানাং পাপহানি যাত্ৰাক্রদ্রুক্ষলোক ভাক্ ।

শ্রাদ্ধ পিণ্ডপ্রদো যন্ত বিষ্ণুং নেষ্যন্তি বৈপিতুন্ ॥ ৩৪ ॥

গদাধর মন্দিরে ধ্বজা দান করিলে সৰ্বপাপ নাশ হয়, এবং দর্শ-
নাদির অভিলাষে যাত্রা করিলে ব্রহ্মলোক বাসে অধিকার হয়, আর
পিতৃলোকোদ্দেশে গদাধর পাদপদ্মে পিণ্ডদান করিলে, পিণ্ডদাতা-
দিগের পিতৃলোক সকল বিষ্ণুলোকে গমন করেন ॥ ৩৪ ॥

অক্ষরা যে নমস্যস্তি শ্রোত্রৈণাদি গদাধরং ।

শ্রোত্ৰ্যস্তিচ সমভ্যর্চ্য পিতৃশ্লেষ্যন্তি মাধবং ॥ ৩৫ ॥

যে সকল জন ভক্তিপূর্বক আদিদেব গদাধরকে এই শ্রোত্রদ্বারা
স্তব করেন, আর অক্লান্ত হইয়া প্রণাম এবং গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা
ভক্তিভেদে পূজা করিবেন, তাঁহারা আপনং পিতৃলোকদিগকে তদ্বিষ্ণুর
পরমপদে নীত হইবেন ॥ ৩৫ ॥

শিবোপি পরয়া প্রীত্যা তুষ্টিবাদি গদাধরং ॥ ৩৬ ॥

যেহেতু পরমাত্মা শিব, জগত গুরু হইয়াও এই বক্ষ্যমাণ স্তোত্র
দ্বারা প্রীতিপূর্বক আদি দেব গদাধরকে স্তব করিয়া পরমানন্দ
লাভ করিয়াছিলেন । যথা ।

শিব উবাচ ।

অব্যক্তরূপো যো দেবো মুণ্ডপৃষ্ঠাদি রূপতঃ ।

কম্পুতীর্থাদি রূপেণ নমাম্যাদি গদাধরং ॥ ৩৭ ॥

অব্যক্তরূপী যে দেব মুণ্ডপৃষ্ঠাদিরূপে, এবং কম্পুতীর্থাদিরূপে
গয়াধামে অবস্থিতি করিতেছেন, সেই আদি গদাধরকে আমি নম-
স্কার করি ॥ ৩৭ ॥

ব্যক্তাব্যক্ত স্বরূপেণ পদরূপেণ সংস্থিতঃ ।

মুখ লিঙ্গাদি রূপেণ নমাম্যাদি গদাধরং ॥ ৩৮ ॥

যিনি ব্যক্ত ও অব্যক্তরূপী; পদচিহ্নরূপে ও মুখ লিঙ্গাদিরূপে
গয়াক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছেন, সেই আদি গদাধরকে আমি নমস্কার
করি ॥ ৩৮ ॥

অব্যক্ত রূপেণ যো দেবো জনার্দন স্বরূপতঃ ।

মুণ্ডপৃষ্ঠে স্বয়ং জাতো নমাম্যাদি গদাধরং ॥ ৩৯ ॥

ব্যক্তরূপী যে দেব জনার্দন স্বরূপে মুণ্ডপৃষ্ঠে স্বয়ং প্রকাশিত
হইয়াছেন, সেই আদি গদাধরকে আমি নমস্কার করি ॥ ৩৯ ॥

শিলায়াং দেবকপিণ্যাঃ স্থিতং ব্রহ্মাদিভিঃ সুরৈঃ

পুজিতং সংস্তুতং দেবং নমাম্যাদি গদাধরং ॥ ৪০ ॥

গয়াস্থর মল্লকোপরী বেগরূপিনী ধর্ম্মশিলাতে যিনি ব্রহ্মাদি দেব-

গণের সহিত অবস্থিত, এবং ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্তৃক যিনি পরি-
পূজিত ও সংস্কৃত হইয়াছেন, সেই আদি গদাধরকে আমি নমস্কার
করি ॥ ৪০ ॥

যক্ষদৃষ্টা তথা স্পৃষ্টা পূজয়িত্বা প্রণম্যচ ।

শ্রাদ্ধাদৌ ব্রহ্মলোকাগ্নি নমাম্যাদি গদাধরং ॥ ৪১ ॥

যাঁহাকে দর্শন ও স্পর্শন পূর্বক শ্রাদ্ধকালে পূজা প্রণামাদি
করিলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয় সেই আদি গদাধরকে নমস্কার
করি ॥ ৪১ ॥

মহাদেবশ্চজগতো ব্যক্তনৈকংহিকারণং ।

অব্যক্তং জ্ঞানরূপং তৎনমাম্যাদি গদাধরং ॥ ৪২ ॥

যিনি ব্যাক্তরূপে পরিদৃশ্যমান মহত্ত্বাদির এবং প্রকাণ্ডজগতের
একমাত্র কারণ, বস্তুতঃ তিনি অব্যাক্ত রূপী জ্ঞানস্বরূপ হয়েন; সেই
আদি গদাধরকে আমি নমস্কার করি ॥ ৪২ ॥

দেহেন্দ্রিয় মনোবুদ্ধিঃ প্রাণাহকার বর্জিতং ।

জাগ্রৎ স্বপ্নাদি নির্মুক্তং নমাম্যাদি গদাধরং ॥ ৪৩ ॥

যে প্রভু বিগতদেহ, নিরিন্দ্রিয়, নিষ্প্রাণ, মনোবুদ্ধি অহঙ্কারাদি
বর্জিত, জাগ্রৎ স্বপ্ন, সুষুপ্তাদি অবস্থাত্রয় রহিত, সেই আদি গদা-
ধরকে আমি নমস্কার করি ॥ ৪৩ ॥

নিত্যানিত্য বিনিমুক্তং সত্যমানন্দ মব্যয়ং ।

তুরীয়ং জ্যোতিরাআনন্দং নমাম্যাদি গদাধরং ॥ ৪৪ ॥

যে বিভূ নিত্য, অনিত্যাদি দোষে বিমুক্ত, সত্যস্বরূপ, চৈতন্য
স্বরূপ, যিনি অবায়া আ স্বরূপ, তুরীয়া বহু জ্যোতীরূপ হয়েন, সেই
বিভূ এই আদি গদাধর রূপ, তাঁহাকে আমি নমস্কার করি ॥ ৪৪ ॥

সনৎকুমার উবাচ ।

এবং স্তুতো মহেশেন শ্রীতোহাদি গদাধরঃ ।

স্থিতোদেবঃ শিলায়াং স ব্রহ্মাদ্যৈর্দৈবতৈঃ সহ । ৪৫ ।

সনৎকুমার নারদাদিকে কহিতেছেন, যে এইরূপে মহেশ্বর কর্তৃক সংস্তুত, অর্থাৎ স্তব দ্বারা পরম শ্রীতমনা হইয়া ব্রহ্মাদি দেবগণের সহিত ঐ গয়াশিরসি ধর্মশিলাতে গদাধর অবস্থিত হইলেন ॥ ৪৫ ॥

সংস্থিতং মুণ্ডপৃষ্ঠাজ্রৌ দেবমাদি গদাধরং ।

স্তবন্তি পূজয়ন্তীহ ব্রহ্মলোকং প্রযাস্তুতে ॥ ৪৬ ॥

হে নারদ! গয়াম্বর মুণ্ডপৃষ্ঠে পর্কতোপরি সংস্থিত আদি দেব গদাধরকে যে সকল লোক স্তব এবং পূজা করেন তাঁহার। সত্যথা পরমপদ সেই ব্রহ্মলোকে অধিগত হন ॥ ৪৬ ॥

ধর্মার্থী লভতে ধর্ম মর্থার্থী চার্থমাপ্নুয়াৎ ।

কামার্থী প্রাপ্নুয়াৎ কামং মোক্ষার্থী মোক্ষ

মাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৭ ॥

ভগবান গদাধর ভুক্তি মুক্তি প্রদ করেন, তাঁহার অর্চন কলে, ধর্মোচ্চ ব্যক্তির ধর্মলাভ, অর্থান্তিলাষীর অর্থপ্রাপ্তি, কামার্থীর কাম এবং মোক্ষার্থী পরম মোক্ষলাভ হয়; যেহেতু ভগবান চতুর্বার্হ প্রদ, কামনাহুসারে অর্চকের সম্যক অভিলাষ পূরণ করিয়া থাকেন। ৪৭ ।

ব্রহ্মাচ লভতে পুত্রং বেদবেদাঙ্ক পারগং ।

রাজাবিজয় মাপ্নোতি শূন্যস্ত স্তূথ মাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৮ ॥

ব্রহ্মাচারী পদার্থের প্রণামার্চন কলে বেদ বেদাঙ্ক পারগ পুত্র লাভ করে, সংগ্রাহকরা রাজার। গদাধর কর্তৃক সর্বত্র বিজয়ী

হয়েন, বৈশ্য শ্রুতাদিরা গদাধর পূজা করিয়া তৎপ্রসাদে পরম সুখ-
লাভ করেন ॥ ৪৮ ॥

পুত্রার্থী লভ্যতে পুত্রানভ্যর্চ্যাদি গদাধরং ।

মনসা প্রার্থিতং সর্বং পূজাদৌ প্রাপ্নুয়াক্ষরেঃ ॥ ৪৯ ॥

অপুত্রক ব্যক্তির। যদি পুত্র কামনা করিয়া আদি গদাধরের পূজা
করেন, তবে তাঁহার। গদাধরার্চন ফলে বহু পুত্র প্রাপ্ত হইবেন, গদাধর
রূপী ভগবান হরির পূজন বন্দন স্তবনাদি দ্বারা যে ব্যক্তি মানসে বাহ্য
প্রার্থনা করে, তাহার সেই সকল অভিলষিত বিষয় প্রাপ্তি হয় ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রী বায়ুপুরাণে বায়ুপ্রোক্ত সংহিতাম্নাং সূত শৌনক

সংবাদে গরুড়মাহাত্ম্যে আদি গদাধরাখ্যানং

পঞ্চমাধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

যষ্ঠাধ্যায় আরম্ভঃ ।

অথ গয়াধান যাত্রা বিধি ।

অনন্তর যষ্ঠাধ্যায়ে গয়াক্ষেত্র যাত্রাদির অনুষ্ঠান এবং গয়াপ্রাপ্ত
নন্তর শ্রাদ্ধাদির ব্যবস্থা ক্রম নিয়ম বিধি ফলাদি সম্যক্ বর্ণন কবি
রাছেন তাহা ক্রমশঃ বিস্তার করিয়া কহিতেছি । যথা (গয়াযাত্রা মতি)

সনৎকুমার উবাচ ।

গয়াযাত্রাং প্রবক্ষ্যামি শৃণু নারদ মুক্তিদাং ।

নিষ্কৃতিঃ পিতৃকর্তৃণাং ব্রহ্মণা গীয়তে পুরা ॥ ১ ॥

সনৎকুমার নারদকে কহিতেছেন ! বৎস নারদ ! পিতৃ নিষ্কৃতি
কারি ব্যক্তিদেগের মুক্তি প্রদায়িনী গয়াযাত্রার বিশেষ করিয়া বিধান
কহিতেছি শ্রবণ করহ, যাহা পূর্বে ব্রহ্মা কহিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

উদ্যত শ্চেদনয়াং গন্তুং শ্রাদ্ধং কুত্বা বিধানতঃ ।

বিধান কার্পটীবেশং কুত্বা গ্রামং প্রদক্ষিণং ॥

গয়াধামে যদি কেহ গমনোদ্যত হন, তবে সেই ব্যক্তি প্রথমত
তীর্থ গমনীয় বিধিপূর্বক পার্কণ শ্রাদ্ধ করিয়। তীর্থ যাত্রীবেশ ধারণ
পূর্বক দ্বীপ বাস গ্রামকে প্রদক্ষিণ করিবেন ॥ ২ ॥

ততো গ্রামান্তরং গর্ত্বা আক্কেশেষত্ব ভোজনং ।

ততঃ প্রাতঃদিনং গন্তুং প্রাতঃপ্রহ বিবর্জিততঃ ॥ ৩ ॥

অনন্তর তীর্থ গন্তু শ্রাদ্ধকৃত্যপুৰুষ আক্কেশেষ ভোজন করতঃ ঐ
দিন অগ্রহণ হইতে গ্রামান্তরে গিয়া বাস করিবেন । তৎপরে প্রাতঃ-
প্রহ বিবর্জিত হইয়া পরাশ্রিত্যপুৰুষ প্রভিবিশ্ব গমন করিতে পারিবেন । ৩

প্রতিগ্রহাদপারুতঃ সঙ্কটো নিরমঃ সৃষ্টিঃ ।

অহঙ্কারো কিমুক্তো যঃ সতীর্থ কলমশ্মুতে ॥ ৭ ॥

যে ব্যক্তি প্রতিগ্রহণে নিরুত, ও সঙ্কট মানস, ও নিরুত সৃষ্টি
এ অহঙ্কারাদি দোষ বর্জিত হয়। সেই ব্যক্তিকে সমস্ত তীর্থের
ফল লাভ করে ॥ ৮ ॥

বস্তুহস্তোচ পাদৌচ মনশ্চাপি স্ম সংযতং ।

বিদ্যাতপশ্চ কীর্তিশ্চ স তীর্থ কলমশ্মুতে ॥ ৫ ॥

যে ব্যক্তির হস্ত পদ, ও মন স্বরূপে অবস্থিত হয়, এবং যাহার
ধর্ম জ্ঞানোপযোগিনী বিদ্যা আছে, আর তপশ্চ ও সংকীর্তি করণে
বাহ্য মানস আছে, সেই ব্যক্তিকে সম্যক তীর্থের ফল পায় ॥ ৫ ॥

ততোগয়া প্রবেশেচ পূর্বতোন্তি মহানদী ।

তত্রতোয়ং সমুৎপাতি স্নাতবাং নির্মলে জলে ॥ ৬ ॥

অনন্তর গয়াধামে প্রবেশ কবতঃ তৎপূর্বতাপে সংস্থিতা সুবি-
খাতা যে মহানদী, সেই কণ্ডুনাগ্নী নদী হইতে সলিল উৎপাটন
কাঁবরা, সেই নির্মল জলে স্নান কবিবেন। জলোৎপাটন পদে জল
শূন্য। বালুকাময়ী নদীতে বালি খনন দ্বারা জল উৎপাদন করিবেন,
তাত্তে বিক্ষপাদ বিনিঃসৃত। মহানদী কন্ডই প্রসিদ্ধ। ৬ ॥

দেবাদীং স্তূপরিদ্রাথ আকং কুহা যথাবিধিঃ ।

স্ব স্ব বেদ শাখোদিত মর্য্যাবাহন বর্জিতং ॥ ৭ ॥

সেই নির্মল কন্ড জলে স্নানানন্তর, পিতৃগণ ও দেবগণের স্তূপ
করিয়া, যথা বিধি স্বীয় স্বীয় বেদশাখোক্ত মন্ত্র স্মরণ করিয়া
শ্রদ্ধা করিবেন। কিন্তু তীর্থ আকাজকীর্ণ পিতৃ-দেবগণের মর্য্যাবাহন
কর্তব্য বিবর্জন করিবেন গয়ায় এই বিধি হয় ॥ ৭ ॥

অপরেহ্যঃ শুচিভূত্বা গচ্ছৈবৈ প্রেত পর্কতে ।

অক্ষকুণ্ডে ততঃ স্নাত্বা দেবাদীং ত্তর্পয়েৎসুখীঃ ॥ ৮ ॥

কল্লু প্রাক্কের পর দিবস, শুচি হইয়া প্রেত পর্কতে গমন করণ-
নন্তর তৎক্ষণ ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান কবতঃ সুবুদ্ধি বিচক্ষণ ব্যক্তি উচ্ছলে
দেব পিতৃগণের তৃপ্তি সম্পাদনার্থ তর্পণ করিবেন ॥ ৮ ॥

কুর্যাৎ প্রাক্কং সপিণ্ডানাং প্রথমঃ প্রেত পর্কতে ।

প্রাচীনাবীতিনাত্যর্চ্য দক্ষিণাতিমুখঃ স্মরন্ ॥ ৯ ॥

তর্পণনন্তর সংযত ইচ্ছয়বান হইয়া ঐ প্রেত শিলাতে সপিং
বর্গের প্রাক্ক করিবেন, তৎপূর্বে আচমন পূর্বক, বিপরীতভৌমরীয়াবান
হইয়া দক্ষিণাতি মুখে এই মন্ত্রে পিতৃ দেবগণকে স্মরণ করতঃ
আবাহন করিবেন ॥ ৯ ॥ যথা ।

“ কবাবানোনলঃ সোমো যমশ্চৈবাব্যমা স্তথা ।

অগ্নিস্বাত্তা বর্হিবদঃ সোমোপাঃ পিতৃদেবতাঃ ।

• আগচ্ছন্ত মহাতাগা যুযাভী রক্ষিতাস্তিহ , ॥ ১০ ॥

মন্ত্রার্থঃ । কবাবাহ অগ্নি, চক্ষু সূর্য্য যম এবং অগ্নিস্বাত্তা বর্হিবদ,
[সোমপা, ইত্যাদি মহাতাগ পিতৃদেবগণেরা আমাদিগের অতির-
ক্ষিতা রূপে এখানে আগমন করুন ॥ ১০ ॥ অন্যচ্ছ ।

“ মদীয়াঃ পিতরোষেচ কুলেজাতাঃ কুলাস্থরাঃ ।

ভেষাং পিণ্ড প্রদানার্থ মাগতোন্মি গরান্নমিমাং ।

তে সর্কেতৃপ্তি স্মারিত্ত প্রাক্কেনানেন শাস্ততীং ॥ ১১ ॥

এবং মদীর কুলে উৎপন্ন গম্যক পুরুষ ও বে মকল পিতৃলোক,
বাহার কুলজাত রূপে বিখ্যাত ভীষাসিগের উদ্ধার নিমিত্ত পিতৃদান
করিত্ত এই গরান্নাধার প্রদান আশঙ্ক্য হইয়াছে । ১১ ৥

তাঁহারা সকলেই অকণা তৃষ্ণি প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ জনন মরণ রহিত
হইয়া পরম পদে গমন করুন ॥ ১১ ॥

আচম্যোক্তাচ পঞ্চাঙ্গং প্রাণায়ামং প্রবর্ততঃ ।

পুনরাবৃতি রহিতঃ ব্রহ্মলোকাপ্তি হেতবে ॥ ১২ ॥

আচমনানন্তর, পিতৃলোকের পুনরাবৃতি রহিত ও ব্রহ্মলোকের
প্রাপ্তি কামনায়, যন্ত্র পূর্বক যথা বিহিত পঞ্চাঙ্গ প্রাণায়াম করি-
বেন অর্থাৎ পঁচ পঁচিশ পঞ্চদশ মাত্রা পূর্বক, পুরক কুস্তক, রেচক-
কণ প্রাণায়াম করিবেন ॥ ১২ ॥

এবঞ্চ বিধিবৎ আঙ্কং কুত্বাপূর্বং যথাক্রমং ।

পিতৃণাবাহু চাত্যর্চ্য মন্ত্রেঃ পিণ্ড প্রদোত্তবেৎ ॥ ১৩ ॥

এইরূপ বিধিবৎ পিতৃলোকের আঙ্ক করিবেন, তৎপূর্বক্রম যথা
বিধি লিখিতেছি, অর্থাৎ পিতৃলোকের আবাহন করতঃ অর্চনা
করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক পিণ্ড প্রদ হইবেন ॥ ১৩ ॥

তীর্থে প্রেতশিলাদৌচ চরণা সমুত্তেন বা ।

প্রাকাল্য পূর্বং তৎস্থানং পঞ্চগবৈঃ পৃথক্ ॥ ১৪ ॥

তীর্থবর প্রেত শিলাদিতে প্রথম পৃথক্ পৃথক্ পিণ্ডদানের স্থানকে
পঞ্চগবোঃ প্রাকালন দ্বারা পূর্বের পরিশোধন করতঃ স্বীয় শাখোক্ত
মন্ত্রে সমুত্ত চরণে পিণ্ডদান করিবেন ॥ ১৪ ॥ যথা ।

মন্ত্রে তৈ রথ সংপূজ্য পঞ্চগবৈশ্চ দেবতাং ॥ ১৫ ॥

“কব্যানোমল” ইত্যাদি পূর্ববৎ মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক পঞ্চগবা-
দ্বারা পিতৃ দেবগণের পৃথক্ পৃথক্ পূজা করিবেন ॥ ১৫ ॥

রাবতিলা সমুত্তোক্ত পুতীতাঃ পিতৃকর্ষকঃ ।

গচ্ছতি তাবদহরায় নিঃসৃত্য মধ্যমগায় ॥ ১৬ ॥

পিতৃকর্মে যাবৎ সংখ্যক তিল মল্লয়া কর্তৃক গৃহীত হয়, তাবৎ যোজন অন্তরে বিঘ্নকর অন্তরগণেরা পলায়ন করে, যেমন সিংহ কর্তৃক ভীত হইয়া যুগগণেরা অতিদূরে পলায়িত হয়; একারণ পিতৃশ্রাদ্ধে তিলদানের বিশেষ বিধি ॥ ১৬ ॥

অষ্টকাসুচ বৃক্ষৌচ গয়ায়াং চাক্ষয়েহহনি ।

মাতুঃ শ্রাদ্ধং পৃথক্ কুর্যাদন্যত্রপতিনামহ ॥ ১৭ ॥

অষ্টকাদি শ্রাদ্ধে এবং বৃদ্ধি শ্রাদ্ধে, আর মৃতাহ শ্রাদ্ধে মাতার পৃথক্ শ্রাদ্ধ করিতে হয়, এতদ্ভিন্ন স্থলে পতির সহিত তাঁহার শ্রাদ্ধ করা বিধেয়।—মাতা উপলক্ষণ মাত্র পিতামহী প্রপিতামহীতাদিও জানিবেন ॥ ১৭ ॥

অর্থাৎ পিতাদি ষট্‌দেবত শ্রাদ্ধ করিলেই মাতাদির ছয় শ্রাদ্ধ সিদ্ধ হয় কিন্তু গয়াক্ষেত্রে তাহা নহে; গয়া ভিন্ন অন্য তীর্থ স্থানে পিতা পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধ প্রমাতামহ ইত্যাদি ষট্‌ পুরুষের শ্রাদ্ধেই স্ত্রীর একান্ততা প্রযুক্ত মাতা, পিতামহী, প্রপিতামহীর, মাতামহী, প্রমাতামহী বৃদ্ধপ্রমাতামহী এই ছয়ের শ্রাদ্ধ সিদ্ধ হয়; ইহাদিগের আর পৃথক্ শ্রাদ্ধ করিতে হয় না, কিন্তু গয়াক্ষেত্রে এসকলেরি পৃথক্ শ্রাদ্ধ বিধান আছে ।

বৃদ্ধিশ্রাদ্ধেতু মাতাদি গয়ায়াং পিতৃ পূর্ব্বকং ॥ ১৮ ॥

বৃদ্ধি শ্রাদ্ধে মাতৃ শ্রাদ্ধ পূর্ব্বক পিতৃ শ্রাদ্ধ করিতে হয়, গয়াক্ষেত্রে সে বিধি নহে; অর্থাৎ গয়াতে পিতৃ শ্রাদ্ধ পূর্ব্বক মাতাদির শ্রাদ্ধ করিবেন, যজুর্বেদীয়দিগের সর্ব্বত্র এই বিধি কিন্তু গয়াশ্রাদ্ধে সর্ব্ববেদীয়ই এক রূপ বিধান হয় ॥ ১৮ ॥

গৃহীত্বাঞ্জলিনাভুক্ত্যঃ পিতৃতীর্থেনতত্বতঃ ।

শত্ৰুনা মুষ্টিমাত্রেন সদ্যা দক্ষযা পিওকং ॥ ১৯ ॥

অনন্তর, প্রোতপর্কতে মুক্তি প্রমাণ শঙ্কু দ্বারা পিণ্ড হস্তে লইয়া পিতৃভীর্থে “কুবাবানোনল” ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ পূর্বক কুশোপরি অক্ষয়া পিণ্ডদান করিবেন ॥ ১৯ ॥

প্রথমতঃ দক্ষিণাগ্র কুশ দ্বারা আস্তরণ পাতিয়া মূলাদি ক্রমে বিধি উক্ত জল পিণ্ডদান করিবেন । তাহার দক্ষিণ ভাগে শেষে সপিণ্ড-দিগের শ্রাদ্ধ করার বিধি হয় । সেই আস্তীর্ণ কুশে কুশ দ্বারা তিলোদক প্রক্ষেপ করিবেন ।

সম্মানন স্তিলাস্তিচ কুশেনাবাহরৈশ্চুতঃ ॥ ২০ ॥

অনন্তর স্বীয় সম্বন্ধ এবং মৃত পিতৃলোকের বান্ধব মাত্রেয় নামো-চ্চারণপূর্বক তিল জল দ্বারা আস্তৃত কুশোপরি আবাহন করিবেন । তাহার এই মন্ত্র ॥ ২০ ॥ যথা ।

ও আব্রহ্মস্তুস্ত পর্যাস্তং দেবর্ষি পিতৃমানবাঃ ।

তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্কে মাতৃমাতামহা দয়ঃ । ১ ॥ ২১ ॥

আব্রহ্ম স্তুস্ত পর্যাস্ত স্থিত যে সকল দেবগণ, ঋষিগণ, ও পিতৃগণ এবং স্বসম্বন্ধীয় মানবগণ, আর মাতা মাতামহাদি যে সকল পিতৃলোক আছেন, তাঁহারা সদন্ত তিল জলাঞ্জলি প্রাপ্তে পরিতৃপ্ত হউন । ১ ॥ ২১ ॥

অতীত কুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপ নিবাসিনাং ।

আব্রহ্ম ভুবনা লোকা দিদমন্তু তিলোদকং ॥ ২ ॥ ২২ ॥

অন্তঃকূলে কোটি পুরুষ অতীত হইয়াছে যে সকল পিতৃলোক, এবং বাঁহারা সপ্তদ্বীপে বাস করিতেছেন । আর আব্রহ্ম ভুবনস্থ পিতৃগণ, তাঁহারা তথা হইতে এই তিলোদক প্রাপ্তে পরিতৃপ্ত হউন । ২ ॥ ২২ ॥

পিতা পিতামহ শৈব তথৈব প্রপিতামহঃ ।

মাতা পিতামহীশৈব তথৈব প্রপিতামহী ।

মাতামহ স্তম্ভপিতাচ প্রমাতামহকাদয়ঃ ।

ভেষাং পিণ্ডো ময়াদত্তো হক্ষযা মুপতিষ্ঠতাং । ৩।২৩।

পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতা, পিতামহী, প্রপিতামহী
এবং মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধ প্রমাতামহ, আমি তাঁহাদিগকে
অক্ষযা পিণ্ডদান করিতেছি, তাঁহারা সকলে এই দর্ভাসনে আসিয়া
উপস্থিত হউন । ৩।২৩ ॥

এই মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক আবাহন করিয়া ক্রমে সকল নাম উচ্চা-
রণ করতঃ পিণ্ডদান করিবেন । যথা :

মুক্তিমাত্র প্রমাণঞ্চ আদ্র্যামলক মাত্রকং

সমীপত্র প্রমাণংবা পিণ্ডংদদ্যাদয়া শিরে ॥ ২৪ ॥

এক মুক্তি প্রমাণ বা সরস আমলকী ফল প্রমাণ, অথবা সমীপত্র
প্রমাণই বা হউক তিল মিশ্রিত এক এক পিণ্ড গয়াশিরে প্রদান
করিবেন ॥ ২৪ ॥

উদ্ধরেৎ সপ্তগোত্রাণাং কুলানি শতমুদ্ধরেৎ ।

পিতৃমাতৃশুভার্ধ্যারা ভগিন্যা ছহিভুস্তথা ।

পিতৃশ্বশুর মাতৃশ্বশুরঃ সপ্তগোত্রাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥ ২৫ ॥

উপরি উক্ত প্রমাণে গয়াশিরে পিণ্ডদান করিলে, পিতৃগোত্রে
মাতামহ-গোত্রে, শ্বশুর-গোত্রে, ভগিনী-গোত্রে কন্যার-গোত্রে-
মাতৃশ্বশুর, ও পিতৃশ্বশুর-গোত্রের, একোত্তর শতপুরুষের উদ্ধার
হয় ॥ ২৫ ॥

তাৎপর্য্য ।—এই এক শত পুরুষ উদ্ধার হয় এই গোত্রাছুসঙ্গানে
পুরুষ সংখ্যায় একোত্তর শত পুরুষ গণনা করিয়াছেন । যথা :

বিংশতি বিংশতি বিংশতিঃ ষোড়শো দ্বাদশৈবহি ।

রুদ্রাদি বসবশ্চৈব কুলান্যেকোত্তরঃ শতঃ ॥ ২৬ ॥

পতুকুলে বিংশতি পুরুষ, নাতামহ কুলে বিংশতি পুরুষ শত্ব
কুলে ষোড়শ পুরুষ, ভগিনীকুলে দ্বাদশ পুরুষ, কন্যাকুলে একাদশ
পুরুষ, পিতৃস্বমীর কুলে চতুর্দশ পুরুষ, মাতৃস্বমীর কুলে অষ্ট পুরুষ,
এই একোত্তর শত পুরুষের উচ্চাঙ্ক হয় ॥ ২৬ ॥

নাবাহনঃ নদিগঞ্জো ন দোষা দৃষ্টি সন্তবঃ ।

সকলান্যন কর্তব্যঃ তীর্থপ্রাক্ষারঃ বিচক্ষণৈঃ ॥ ২৭ ॥

দীর্ঘ প্রাক্ষে আবাহন, ও দিগ বক্ষন নাই অর্থাৎ দিগের আবরণ
ও বাক্ত হয় না, নীচ জাতিব নর্শন জনা দেশে জন্মে না, শুদ্ধ সকল
দিকের বিচক্ষণগণেরা প্রাক্ষ করিলেই সিদ্ধ হয় ॥ ২৭ ॥

পিণ্ডাসনঃ পিণ্ডদানঃ পুনঃপ্রত্যবনেজলং ।

দক্ষিণাচান্ন সংকল্পঃ তীর্থ প্রাক্ষেদয়ঃ বিধিঃ ॥ ২৮ ॥

পিণ্ডাসন, পিণ্ডদান, পুনঃপ্রত্যবনে জল এবং
দক্ষিণাচান্ন সংকল্প, তীর্থ প্রাক্ষেদয়ঃ বিধিঃ
২৮ ১১৮ ৬

অথ পিতৃষোড়শী প্রাক্ষঃ ।

সংজ্ঞায়াত্র ষোড়শী কলে পিতৃপক্ষে উনবিংশতি পিতৃদান
তৎপূর্বে দক্ষিণাগ্র আস্ত্রত্বকুশোপরি তিলোদক দ্বারা পিতৃপক্ষের
আবাহন করিবেন । ইথা । মন্ত্রঃ ।

ও অস্মৎকুলে মৃত্যুঘেচ গতির্ষেবাং ন বিদ্যতে ।

আবাহন্যিষ্যোতান্ সর্কান্ দর্ভপৃষ্ঠে তিলোদকৈঃ । ১১ ২৮ ১

অম্মং বংশে মৃত যে সকল পুরুষ, যাঁহাদিগের কোন গতি
নাই, এই কুশোপরি তিলোদক দ্বারা আমি তাঁহাদিগকে আবাহন
করি ॥ ১ ॥ ৩১ ॥

ওঁ মাতামহকূলে যেচ গতির্যেষাং ন বিদ্যাতে ।

আবাহয়িষ্যে তান্ সৰ্বান্ দৰ্ভপৃষ্ঠে তিলোদকৈঃ ॥ ২ ॥ ৩১ ॥

আমার মাতামহ কূলে মৃত যে সকল ব্যক্তি, যাঁহাদিগের কোন
গতি নাই, এই কুশোপরি তিলোদক দ্বারা তাঁহাদিগকে আবাহন
করি ॥ ২ ॥ ৩১ ॥

ওঁ বন্ধুবর্গকূলে যেচ গতির্যেষাং ন বিদ্যাতে ।

আবাহয়িষ্যে তান্ সৰ্বান্ দৰ্ভপৃষ্ঠে তিলোদকৈঃ ॥ ৩ ॥ ৩১ ॥

আমার বন্ধু বান্ধবদি কূলে যে সকল মৃত পুরুষ যাঁহাদিগের আর
কোন গতি নাই, এই কুশোপরি তিলোদক দ্বারা আমি তাঁহাদিগকে
আবাহন করি ॥ ৩ ॥ ৩১ ॥

ইত্যেকৈ মম্ব সজ্জলৈ স্তিলৈ দৰ্ভেষু ধ্যানবান্ ।

আবাহাতার্ক্য তেভ্যশ্চ পিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ৪ ॥ ৩২ ॥

অননাচেতা হইয়া এই মন্ত্রত্রয় উচ্চারণে পিতৃলোককে ধ্যান করত
আন্তরীক্শে স্তিল জলে আবাহন করণ পূর্বক অর্চনা করিয়া
দ্ব্যতীক্শে পিণ্ডদান করিবেন ॥ ৪ ॥ ৩২ ॥

ওঁ অম্মং কূলেমৃত। যেচ গতির্যেষাং ন বিদ্যাতে ।

ভেবামুদ্রণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ১ ॥ ৩৩ ॥

আমার বংশে মৃত যে সকল পুরুষ, যাঁহাদিগের কোন গতি নাই
তাঁহাদিগের উদ্ধার নিমিত্তে আমি এই পিণ্ড প্রদান করি ॥ ১ ॥ ৩৩ ॥

ওঁ মাতামহকূলে যেচ গতির্যেষাং ন বিদ্যাতে ।

ভেবা মুদ্রণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ২ ॥ ৩৪ ॥

আমার মাতামহ কুলে মৃত যে সকল পুরুষ, যাঁহাদিগের কোন গতি নাই, তাঁহাদিগের উদ্ধার নিমিত্তে আমি এই পিণ্ড প্রদান করি ॥ ২ ॥ ৩৪ ॥

ও বন্ধুবর্গকুলে যেচ গতির্ঘেযাং ন বিদ্যাতে ।

তেষা মুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ৩ ॥ ৩৫ ॥

আমার বন্ধু বান্ধবদিগের কুলে মৃত গতিরহিত ও যে সকল পুরুষ, তাঁহাদিগের উদ্ধার নিমিত্তে আমি এই পিণ্ড প্রদান করি ॥ ৩ ॥ ৩৫ ॥

ও অজাতদন্তা যে কেচিৎ যেচ গর্তে প্রপীড়িতাঃ ।

তেষা মুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ৪ ॥ ৩৬ ॥

সমস্ত কুলে অজাতদন্ত মৃত অথবা ভূমিষ্ট হইতে না পারিয়া গর্তে পীড়িত হইয়া যে কেহ মৃত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের উদ্ধারার্থ আমি এই পিণ্ড প্রদান করি ॥ ৪ ॥ ৩৬ ॥

ও অগ্নিদক্ষাশ্চ যে কেচিৎস্নাগ্নিদক্ষা স্তথাপরে ।

বিদ্যাকৌর হত্যাযেচ তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ৫ ॥ ৩৭ ॥

অগ্নিতে দক্ষ হইয়া যে সকল পুরুষ মরিয়াছেন, অথবা যে কোন ব্যক্তির ঔর্দ্ধ দোহক বহ্নি সংস্কারাদি হয় নাই, এবং বজ্রাগ্নি হত বা পীড়াদি কর্তৃক হত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের উদ্ধারার্থে এই পিণ্ড প্রদান করি ॥ ৫ ॥ ৩৭ ॥

ও দাবদাহেমৃত্যু যেচ সিংহ ব্যাঘ্র হতাশ্চ যে ।

হংসীভিঃ শৃঙ্গিভির্কাপি তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ৬ ॥ ৩৮ ॥

অশ্বকুলে বা মাতামহ কুলে কি বন্ধুবর্গ কুলে, যাঁহারা দাবাগ্নি দাহে মৃত বা সিংহ ব্যাঘ্রাদি কর্তৃক হত, অথবা হংসী শৃংগালাদি সংগ্রহ কর্তৃক হত, কিম্বা গো মহিষাদি শৃঙ্গবৎ জীব কর্তৃক হত হই-

স্বাছেন, তাঁহাদিগের উদ্ধারোদ্দেশ্যে আমি এই পিণ্ড প্রদান করি ॥ ৬ ॥ ৩৮ ॥

ওঁ উদ্ধক্ষনমৃত্যুং যেচ বিষশস্ত্র হতাশ্চ যে ।

আত্মাপঘাতিনো যেচ তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ৭ ॥ ৩৯ ॥

উদ্ধক্ষনে মৃত অর্থাৎ গলরজ্জ্ব বন্ধনে যে সকল ব্যক্তি মরিয়াছেন, অথবা বিধি কি অস্ত্র শস্ত্রাদি দ্বারা হত হইয়াছেন, কিম্বা যে কোন কারণ দ্বারা ইচ্ছা পূর্বক আপনাকে আপনি নষ্ট করিয়াছেন, তাঁহাদিগের উদ্ধারার্থে আমি এই পিণ্ড প্রদান করি ॥ ৭ ॥ ৩৯ ॥

ওঁ অরণ্যেবানি রণে ক্ষুধ্যা তৃণয়া হতাঃ ।

ভূতপ্রেত পিশাচাশ্চ তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ৮ ॥ ৪০ ॥

অশ্মৎকুলে যে সকল পুরুষ নিবিড় বিগিনে, কি পথিপরিঘাটনে, বা সংগ্রামে কিম্বা ক্ষুধা তৃণায় পীড়িত হইয়া মরিয়াছেন অথবা যাহারা ভূত প্রেত পিশাচ যোনি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের উদ্ধারোদ্দেশ্যে আমি এই পিণ্ড প্রদান করি ॥ ৮ ॥ ৪০ ॥

ওঁ রৌরবে চাক্ষুতামিত্রে কালসূত্রেচ যে গতাঃ ।

তেষা মুক্তরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ৯ ॥ ৪১ ॥

পূর্বোক্ত কুলত্রেয় মৃত হইয়া যে সকল পুরুষ স্বকর্ম বশে রৌরব, অন্ধতামিত্র ও কালসূত্রাদি নরকে গমন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের উদ্ধারার্থে আমি এই পিণ্ড প্রদান করি ॥ ৯ ॥ ৪১ ॥

ওঁ অনেক যাতনা সংস্থাঃ প্রেতলোকঞ্চ যে গতাঃ ।

তেষা মুক্তরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ১০ ॥ ৪২ ॥

যমলোক গত অনেক প্রকার নরক যাতনা ভোগে কষ্টবশত যে সকল পিতৃগণ অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাদিগের উদ্ধার নিমিত্তে আমি এই পিণ্ড প্রদান করি ॥ ১০ ॥ ৪২ ॥

ও অনেক যাতনা সংস্থা যেনীতা যম কিকরৈঃ ।

তেষা মুক্তরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং ॥১১॥৪৩॥

যমদূত কর্তৃক নীত হইয়া বহুবিধ যাতনায় প্রেতলোকে যাহারা অবস্থিত আছেন, তাঁহাদিগের উদ্ধরণ নিমিত্তে আমি এই পিণ্ড প্রদান করি ॥ ১১ ॥ ৪৩ ॥

ও নরকেষু সমস্তেষু যাতনাসু চ যে স্থিতাঃ ।

তেষা মুক্তরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং ॥১২॥৪৪॥

যে সকল পিতৃগণের সমস্ত প্রকার নরক কুণ্ডে যন্ত্রণা ভোগে অবস্থিত আছেন, তাঁহাদিগের তদযন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণের নিমিত্তে আমি এই পিণ্ড প্রদান করি ॥ ১২ ॥ ৪৪ ॥

ও পশুযোনিগতা যেচ পক্ষিকীট সরীসৃপাঃ ।

অথবা বৃক্ষ যোনিহা স্তেভ্যাঃ পিণ্ডং দদাম্যহং ॥১৩॥৪৫॥

আমার বংশে যে সকল পুরুষ মৃতোত্তর পশু যোনি কি পক্ষী যোনি বা কীট যোনি কিম্বা সরীসৃপাদি সর্প যোনি অথবা বৃক্ষ যোনি প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদিগের উদ্ধারোদ্দেশে আমি এই পিণ্ড প্রদান করি ॥ ১৩ ॥ ৪৫ ॥

ও জাত্যন্তর সহস্রেষু ভ্রমন্তে স্তেন কৰ্ম্মণা ।

মানুষাং দুর্লভং যেষাং তেভ্যাঃ পিণ্ডং দদাম্যহং ॥১৪॥৪৬॥

যম বংশজাত যে সকল মৃত পুরুষেরা স্বকৃত কৰ্ম্মানুসারে বহুশঃ জাত্যন্তর প্রাপ্ত হইয়া ভ্রমণ করিতেছেন এবং যাহাদিগের মনুষ্যত্ব প্রাপ্তি অতিদুর্লভ হইয়াছে, সেই সকল পুরুষোদ্দেশে আমি এই পিণ্ড প্রদান করি ॥ ১৪ ॥ ৪৬ ॥

ও দিব্যন্তরীক্ষ ভূমিতাঃ পিতরো বাক্তবাদয়ঃ ।

মৃত্যু অসংস্কৃত যেচ তেভ্যাঃ পিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ১৫॥৪৭॥

স্বর্গত, শূন্যাস্তরালগত বা ভূমিগত পিতৃলোক আর মম বংশে যেসকল বন্ধু বান্ধবগণ মৃত হইয়াছেন, এবং তাঁহাদিগের সংকারাদি কোন কর্ম করা হয় নাই, তাঁহাদিগের উদ্দেশে আমি এই পিণ্ড প্রদান করি ॥ ১৫ ॥ ৪৭ ॥

ওঁ যে কেচিৎ প্রেতরূপেণ বর্ত্তন্তে পিতরো মম ।

* তে সর্ব্বৈভূক্ষিমায়াস্ত পিণ্ডদানেন সর্ব্বদা ॥ ১৬ ॥ ৪৮ ॥

আমার পিতৃলোকের মধ্যে যে সকল পিতৃগণ ইহ জগতে প্রেত রূপে ভ্রমণ করিতেছেন, তাঁহারা সকলে এই পিণ্ডদান দ্বারা সর্ব্বদা পরিতৃপ্ত হউন, অর্থাৎ প্রেত যোনি পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুক্তিপথে অভিগমন করুন ॥ ১৬ ॥ ৪৮ ॥

ওঁ যে বান্ধবা বান্ধবা বা যে অন্যজন্মানি বান্ধবাঃ ।

তেষাং পিণ্ডোন্নয়াদত্তো অক্ষযা মুপতিষ্ঠতাং ॥ ১৭ ॥ ৪৯ ॥

আমার বান্ধব যে সকল, এবং আমার বংশের অবান্ধব ই বা হউক আর জন্ম জন্মান্তরে যাহার সহিত বন্ধুতা ছিল, তাঁহাদিগের পরি-মুক্তার্থে আমাকর্ত্তব্য যে পিণ্ড প্রদত্ত হইল, তাহা তাঁহাদিগের অক্ষয় ভূষিকারক হউক ॥ ১৭ ॥ ৪৯ ॥

ওঁ পিতৃবংশেশ্চ মাতৃবংশেচ যে মৃত্যোঃ ।

গুরুঃ স্বশুর বন্ধূনাং যেচান্যো বান্ধবা মৃত্যোঃ ॥

যে মে কুলে লুপ্তপিণ্ডাঃ পুত্রদার বিবর্জিতাঃ ।

ক্রিয়ালোপগতা যেচ জাত্যক্ষাঃ পক্ষব স্তথা ॥

বিকপা আমগর্ভাশ্চ জাতাজাতা কুলে মম ।

তেষাং পিণ্ডোন্নয়াদত্তো অক্ষযা মুপতিষ্ঠতাং ॥ ১৮ ॥ ৫০ ॥

আমার পিতৃবংশে, ও মাতৃবংশে যে সকল ব্যক্তি সংস্কৃত বা অসংস্কৃতরূপে মৃত হইয়াছেন, গুরুকুলে অথবা স্বশুর কুলে, কি বন্ধু

বাক্যকুলে অথবা অন্য যে সকল বাক্যবগণ মৃত হইয়াছেন, এবং আমার বংশে বাঁহার স্ত্রীপুত্র হীন লুপ্তপিণ্ড ক্রিয়া রহিত হইয়াছেন, আর বাঁহারি জন্মান্ত ছিলেন, কিম্বা চলৎশক্তি রহিত জড় বা পক্ষু হইয়াছিলেন, অথবা বিরূপ অপক্ক গর্ত্তে মৃত হইয়াছেন, এবং জন্মৎ কুলের মৃত যে সকল পুরুষকে আমি জানি বা না জানি, তাহাদিগের উদ্দেশে মৎকর্ত্তক শ্রদান্ত এই পিণ্ড অক্ষয় কলশদ হউক ॥ ১৮। ৫০।

ওঁ আত্মকণো যে পিতৃবংশজাতা মাতৃসুত্থা
বংশভবামদীপাঃ, কুলদ্বয়ে যে মম দাসভূতা
ভৃত্যাস্থথৈবাশ্রিত সেবকাশ্চ । মিত্রাণিসখাঃ
পিশবশ্চ বৃক্ষা দৃষ্টাহদৃষ্টাশ্চ কৃতোপকারাঃ,
জন্মান্তরে যে মম দাসভূতান্তে তেভ্যঃ স্বধাপিণ্ড
মহৎ দদামি ॥ ১৯ ॥ ৫১ ॥

বৃক্ষাবদি এপর্যন্ত আমার পিতৃবংশ ও মাতৃবংশ জাত পিতৃলোক আর এই কুলদ্বয়ের যে দাস দাসী ভূতা, আশ্রিত, সেবক, মিত্র এবং সখা আর পশুযোনি ও বৃক্ষাদি যোনি গভ, ও দৃষ্ট অদৃষ্ট কৃত উপকারী পুরুষ, অপর জন্মান্তরে বাঁহারি আমার সহচর ছিল, স্বধোচ্চারণ পূর্ব্বক তাহাদিগের উদ্দেশে আমি এই পিণ্ড শ্রদান করিতেছি ॥ ১৯। ৫১ ॥

মাতৃষোড়শী শ্রাদ্ধ ।

দক্ষিণাগ্র পাতিত কুশোপরি সতিল জল প্রক্ষেপণ পূর্ব্বক কুশ-
মূলান্দো ক্রমে পিণ্ড নিপাতন করিবেন ।

যথা

ওঁ গর্ত্তাদবগমেচৈব বিষমে ভূমিবস্মনি ।

তস্তা নিষ্ক মণার্থার মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ১। ৫২ ॥

গর্ভ হইতে অবগদকালে মাতা ভুতলশায়িনী হইয়াছিলেন, সেই বিষমাবস্থায় মাতার যে ক্লেশ, তমিস্ক্রমণ কার্যের নিমিত্তে আমি এই মাতৃ পিণ্ড প্রদান করি ॥ ১ ॥ ৫২ ॥

ওঁ মাসি মাসি কৃতং কৰ্ত্তং বেদনা প্রসবেমুচ ।

তস্যা নিষ্কুমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং । ২ ॥ ৫৩ ॥

প্রথম গর্ভাবধি মাসে মাসে মাতা যে কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, এবং প্রসবকালে যে দারুণ বেদনায় অভিভূতা হইয়াছিলেন, তমিস্ক্রমণ কার্যের নিমিত্তে আমি এই মাতৃ পিণ্ড প্রদান করি ॥ ২ ॥ ৫৩ ॥

ও শৈথিল্যে প্রসবেচৈব মাতুরতান্ত দুষ্করং ।

তস্যা নিষ্কুমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ৩ ॥ ৫৪ ॥

প্রসবকালে শরীর শৈথিল্য প্রযুক্ত মাতার যে ততান্ত ক্লেশ সুদূর ক্লেশ প্রাপ্তি হইয়াছিল, তমিস্ক্রমণ কার্যের নিমিত্ত আমি এই মাতৃ পিণ্ড প্রদান করি ॥ ৩ ॥ ৫৪ ॥

পদ্ম্যঃ জনয়তে মাতৃদুঃখৈব সুদুষ্করং ।

তস্যা নিষ্কুমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ৪ ॥ ৫৫ ॥

মদিস্কাং অগ্রে পাদ দ্বয় জন্মে, সুতরাং তাহাতে গর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে মাতার সুদুষ্কর দুঃখ হয় । সেই দুঃসহ দুঃখে নিষ্কুমণার্থে আমি এই মাতৃ পিণ্ড প্রদান করি ॥ ৪ ॥ ৫৫ ॥

অগ্নিনা শোষতে দেহং ত্রিরাত্রানশনেষু চ ।

তস্যা নিষ্কুমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ৫ ॥ ৫৬ ॥

প্রসবানন্তর মাতা ত্রিরাত্র উপবাসে তীব্রাগ্নি দ্বারা যে শরীরকে শোষণ করিয়াছিলেন । তমিস্ক্রমণ কার্যের নিমিত্ত আমি এই মাতৃ পিণ্ড প্রদান করি ॥ ৫ ॥ ৫৬ ॥

নিবেচ্চ কটুদ্রব্যানি ক্লেশানি বিবিধানিচ ।

তস্য নিষ্কৃমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং ॥৬৫৭॥

কটুতরু দ্রব্য পানি ভোজনাদি দ্বারা মাতৃ যে বিবিধ প্রকার ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন। তদ্বিক্রমণ কার্যের নিমিত্ত আমি এই মাতৃ পিণ্ড প্রদান করি ॥ ৬ ॥ ৫৭ ॥

ভুল্লভঃ ভক্ষ্য দ্রব্যস্য ত্যাগে বিন্দতি সংকলঃ ।

তস্য নিষ্কৃমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং ॥৭৫৮॥

ভুল্লভ ভক্ষ্য দ্রব্যের পবিত্রত্যাগে যে ক্লেশ প্রাপ্তি হয়, মাতা পুত্র স্নেহভাবেরে দ্বারা ত্যাগ করিয়া যৎপরো নাস্তি কেশ প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। তদ্বিক্রমণ কার্যের নিমিত্ত আমি এই মাতৃ পিণ্ড প্রদান করি ॥ ৭ ॥ ৫৮ ॥

বাত্তৌমুত্র পুরীষাত্যাং ভিদাতে মাতৃকর্পটং ।

তস্য নিষ্কৃমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং ॥৮৫৯॥

বাত্তিফূলে গুদেব দিষ্ঠৌমুত্রে মাতার পরিধেয় বাস আর্জ হইয়া যায়, সেই ক্লেশকে ক্লেশবোধ না করিয়া ঐ আর্জ বস্ত্রেই সমস্ত মল দ্বারা বাস্তম্য করেন। পুত্র রক্ষার্থে সেই দ্বিষ্টবিধী মাতার যে রশ, তদ্বিক্রমণ কার্যের নিমিত্ত আমি এই মাতৃ পিণ্ড প্রদান করি ॥ ৮ ॥ ৫৯ ॥

পুত্রেব্যাবিসমায়ুক্তে মাতৃদুঃখ মহর্নিশং ।

তস্থানিষ্কৃমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ৯ ॥ ৬০ ॥

কদাপি পুত্র ব্যাধিত হইলে মাতার অহর্নিশি মহান দুঃখ উপস্থিত হয়, তদ্বিক্রমণ কার্যের নিমিত্ত আমি এই মাতৃপিণ্ড প্রদান করি ॥ ৯ ॥ ৬০ ॥

যদাপুত্ৰোনলতে তদামাতৃশ্চ শোচনং ।

তস্থানিষ্কৃমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ১০ ॥ ৬১ ॥

যাবৎ পুত্র লাভ না হয়, মাতার তাবৎকাল অত্যন্ত শোক সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইতে থাকে । সেই শোকাগ্নিনোদন নিমিত্ত আমি এই মাতৃ পিণ্ড প্রদান করি ॥ ১০ ॥ ৬১

কুধর্যাবিস্ফলপুত্রে দদাতি নির্ভবন্তনং ।

তত্শানি ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ১১ ॥ ৬২

পুত্র কুধাতে বিফল হইলে সকল কষ্ট পরিত্যাগ করিয়া মাতৃ জন প্রদানে নির্ভর করেন । তাহাতে যে দুঃখ উপস্থিত হয়, তদ্বিক্রমণ কার্যার্থে আমি এই মাতৃ পিণ্ড প্রদান করি ॥ ১১ ॥ ৬২ ॥

দিবারাত্রৌ যদামাতুঃ শোষণঞ্চ পুনঃপুনঃ ।

তত্শানি ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ১২ ॥ ৬৩

পুনঃ পুনঃ স্তন্য প্রদানার্থ দিবারাত্রি মাতার শরীর পরিশুদ্ধ হয়, তথাপি পুত্রহিতৈষিনী মাতা ক্লেশজ্ঞান করেন না, অতএব তদ্বিক্রমণ কার্যার্থে আমি এই মাতৃ পিণ্ড প্রদান করি ॥ ১২ ॥ ৬৩ ॥

পূর্ণেতু দশমেষামসি মাতুরত্যন্ত দুষ্করং ।

তত্শানি ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ১৩ ॥ ৬৪

গর্ভস্থ বালক দশমাস পরিপূর্ণ হইলে, মাতার অত্যন্ত দুষ্কর কষ্ট হয়, তাহাতে মাতা নিয়ত যে যত্নগা ভোগ করেন, তদ্বিক্রমণ কার্যার্থে নিমিত্তে আমি এই মাতৃ পিণ্ড প্রদান করি ॥ ১৩ ॥ ৬৪ ॥

গাত্রভক্ষোভবেমাতুস্তৃপ্তিং নৈবপ্রযচ্ছতি ।

তত্শানি ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ১৪ ॥ ৬৫

সংপূর্ণ দশমাসে গর্ভস্থবালক মাতার সর্বদা সর্বগাত্র ভক্ষ হয় বিশেষতঃ চরম সময়ে অঙ্গগ্রাসি সকল শৈথিল্য হয়, তজ্জন্য মাতা অত্যন্ত ক্লেশ জন্মে এবং সে সময় কোনমতে কোন বিষয়ে তৃপ্তি

হইয়া, তদ্বিক্রমণ কার্যার্থে আমি এই পাত্ত পিণ্ড প্রদান
করি ॥ ১৪ ॥ ৬৪ ॥

অম্পাংগবদভীমাতা যাবৎ পুত্রোত্তিষ্ঠানলকঃ ।

তত্যান্নিক্রমণার্থীষ্য যাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ১৫ ॥ ৬৫ ॥

নামক পুত্র বালক থাকি তাবৎ বাতা অজ্ঞান হইবে। অর্থাৎ
পুত্র রক্ষার্থে নিম্নকৃত আহার করিয়া থাকিলে কোনমতে স্বৈরা-
ল্যভ্যাদপেক্ষাহীন করিলে পাবেন না। অনভিলষিত আহার কন্য
যে ক্রেশ হইবে তদ্বিক্রমণ কার্যের নিমিত্ত আমি এই মাতৃ পিণ্ড
প্রদান করি ॥ ১৫ ॥ ৬৫ ॥

যমদ্বার মহাঘোরে পথিমাতুলশোচনঃ ।

তত্যান্নিক্রমণার্থীষ্য যাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ১৬ ॥ ৬৬ ॥

যমদ্বারীকাকারূপ যমদ্বার গমনের পথ পথ সেই পথে গমন
কালে নাহক যে অভিশোচন তদ্বিক্রমণ কার্যের নিমিত্ত আমি
এই মাতৃ পিণ্ড প্রদান করিলাম ইতি ॥ ১৬ ॥ ৬৬ ॥

ইতি যোড়শী শ্রীক সমাপন ।



এতাংশে লক্ষমজ্ঞাংশে স্ত্রীলিঙ্গাংশে সমুদ্য চ ।

পিণ্ডান্দদ্যাক্ষথাপূর্বে স্ত্রীণাং মাত্রাদিকান্ক্রমাৎ ॥ ৬৮ ॥

এই সকল পূর্বোক্ত যন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক পিণ্ডদান করিবেন, এবং
স্ত্রীলোকের আক্ষে মন্ত্র বর্ণাদি দ্বারা স্ত্রীলিঙ্গে নিষ্পন্ন করিয়া মাতা-
প্রভৃতি স্ত্রীলোকদিগের প্রত্যেক নামোচ্চারণ করতঃ যথাক্রমে পিণ্ড
প্রদান করিতে হইবেক । ৬৮ ॥

স্বগোত্রৈ পরগোত্রৈবা নম্পত্যাং পিণ্ডপাতনং ।

অপৃথক্নিষ্কলং শ্রীকং পিণ্ডেদৃষ্যকতর্পণং ॥ ৬৯ ॥

মন্ত্রস্থিতশিখ সকল স্ত্রী পুংভেদে উচ্চারণ না করিয়া অতএব
রূপে স্ত্রী পুরুষের উল্লেখ করতঃ অপৃথকরূপে পিণ্ড দান করিলে,
বা পিণ্ডে জল তর্পণ করিলে, সে শ্রাদ্ধ নিষ্ফল হয়, ইহাতে
স্বপ্নোক্তে কি পরগণ্ডে হউক পিণ্ড দানক্রম সমকল্প হয়, স্ত্রীর
পৃথক পৃথক নামোচ্চারণ পূর্বক লিঙ্গ ভেদে মন্ত্রদ্বারা পিণ্ডদান
করা কর্তব্য । ৩৯ ॥

পিণ্ডপাত্রে তিস্রানুক্ষিপ্তা পুরানান্ধা শুভোদকৈঃ ।

পরিণিচ্যাব্রিধানক্কান্ অনিপত্যসমাপয়েৎ ॥

পিতৃনুবিষজ্য চাচম্য সাক্ষিণঃ শ্রাবয়েৎ সুরান্ ॥ ৪০ ॥

পিণ্ডদান করণানন্তর, পিণ্ডপাত্রে তিল নিক্ষেপ করতঃ বিশাল
শুভোদকে পিণ্ডপাত্র পরিপূর্ণ করিয়া গেট সজ্জিত জলদ্বারা, তিস্রবার
পিণ্ডোপরি অভিষেকরূপ পিতৃ তর্পণানন্তর পিতৃগণকে প্রণাম
করিয়া শ্রাদ্ধ সমাপন করিবেন । এবং পিতৃগণের তিস্রজন ও
আচমন করতঃ পিতৃগণের সাক্ষী করণার্থে এই মন্ত্র দ্ববৎসকে শ্রবণ
করাইবেন । ৪০ ॥ অথা

ওঁ সাক্ষিণঃ সন্তমোদেবা ব্রহ্মেশানাদয়স্তথা ।

নরগয়ান্ সমাসাদ্যপিতৃণাং নিষ্কৃতিং কুতা ॥ ৪১ ॥

হে ব্রহ্ম ঈশানাদি দেবগণেরা ! তোমরা সকলে সাক্ষী থাকহ,
আমি গয়াদ্বীপ প্রাপ্ত হইয়া শ্রাদ্ধ পিণ্ডদানাদি দ্বারা পিতৃগণের
নিষ্কৃতি বিধান করিলাম ॥ ৪১ ॥

অনন্তর আদি গদাধরকে সাক্ষীকরণার্থে এই মন্ত্র

পাঠ করিবেন ।—অথা

আগতোস্মি গয়াংদেব পিতৃকার্য্যোগদাধর ।

ত্বমেবসাক্ষি ভগবন্ননুগোহ মৃগজয়াৎ ॥ ৪২ ॥

হে ভগবন্! হে দেব গদাধর! আপনি সাক্ষী থাকিলেন, আমি পিতৃ কাণ্ড সাধনাতে গয়াতে আগত হইয়া, পিণ্ডদান দ্বারা অগ্নয়ন হইতে অত্যাগ হইলাম। ৭২ ॥

দক্ষস্থানেষু চেবং স্যাদ্ পিণ্ডদানন্তু নারিদ ।

শ্রেতপৰ্বতে মাবতাকুর্য্যাভীর্থেষু চ ক্রমাৎ ॥ ৭৩ ॥

অতর্কি সমৎকুসার নারদকে কহিতেছেন। হে নারদ! শ্রেত পৰ্বতে অবধি প্রথমতঃ শাক্ত আচার্য্য করিয়া, সেই বিধির অনুসারে ক্রমে প্রদ্বোক্ত স্থার আদি সকল স্থানে ও সকল ভীর্থে পিণ্ডদান করিবেন ॥ ৭৩ ॥

তিলমিশ্রাংকৃতঃ শক্তুন্ নিঃক্ষিপেৎ শ্রেতপৰ্বতে ।

অপসবেচ্চ দেবর্ষে দক্ষিণাভি মুখেনরং ॥ ৭৪ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ পূর্বচ বিকৃত উত্তরীয়বান, এবং দক্ষিণাভি-মুখ হইয়া তিলমিশ্র শক্ত লইয়া মন্ত্র পাঠপূর্বক শ্রেতপৰ্বতে প্রক্ষেপ করবেন ॥ ৭৪ ॥

ওৎথেকেচিৎ শ্রেতকপেণ বর্তন্তে পিতরো মম ।

তেন সর্বভূক্তিমায়াস্ত শক্তু ভিস্তিলমিশ্রিতঃ ॥ ৭৫ ॥

ইতলোকে আমার পিতৃলোকেরা যে কেহ শ্রেতরূপে বিচরণ করিতেছেন, তাঁহারা সকলে এই মনদন্ত তিলমিশ্র শক্তু ভোজনে সন্তুষ্ট হইয়া পরিমুক্ত হউন ॥ ৭৫ ॥

ওঁ আব্রহ্মশস্ত্রপৰ্য্যাস্তং যৎকিঞ্চিৎ সচরাচরং ।

সয়াদন্তেনতোয়েন ভূক্তিমায়াস্ত সর্বশঃ ॥ ৭৬ ॥

পাতালাদি ব্রহ্মলোক পর্য্যাস্ত ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে যে কিঞ্চিৎ সচরাচর বস্তুরূপে মম পিতৃ লোকেরা বাস করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই মদন্ত এই জলপান করিয়া পরিতুষ্ট হউন ॥ ৭৬ ॥

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ঐ প্রেতপর্কতে তিলোদকাগুলি দানদ্বারা
পিতৃ লোকের তর্পণ করিবেন ।

প্রেতদ্ব্যক্ৰ বিমুক্তাস্মাঃ পিতরন্তম্ভনারদ ।

প্রেতদ্ব্যন্তম্ভমাহাত্ম্যং কুলেচাপিনজায়তে ॥ ৭৭ ॥

হে নারদ ! এই প্রেতপর্কতে শ্রাদ্ধ পিণ্ডদান ও তর্পণ করিলে,
তাহার পিতৃ লোকেরা প্রেতদ্ব হইতে পরিমুক্ত হন। আর ঐ
শ্রাদ্ধ মহাত্ম্যে শ্রাদ্ধকৃত পুরুষের কুলে কেহ কখন মৃত হইয়া
প্রেতদ্ব প্রাপ্ত হয়েন না ॥ ৭৭ ॥

নান্না প্রেতশিলাখ্যাতা গয়াশিরসিমুক্তয়ে ।

তীর্থমন্ত্রাদিকপেণ স্থিতশ্চাদিগদাধরঃ ॥ ৭৮ ॥

এই প্রেতপর্কত গয়াসুর মন্তকে প্রেতশিলা নামে বিখ্যাত হই-
য়াছেন। ফলে জীবগণের পরিমুক্তির নিমিত্তে আপনি স্বয়ং
গদাধর প্রেত পর্কত তীর্থরূপে গয়াসুর শিরে অবস্থিতি করিতে-
ছেন ॥ ৭৮ ॥

ইতি শ্রীবায়ুপুরাণে সনৎকুমার নারদ সংবাদে গয়ামাহাত্ম্যে

পিণ্ডদান পদ্ধতিঃ ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ ৬ ॥

অথ সপ্তম অধ্যায়ঃ ।

সনৎকুমার উবাচ ।

সনৎকুমার দেবর্ষি নারদকে কহিতেছেন । হে নারদ ! এই গয়া-
ধামের মধ্যে যে উত্তর মানসাদি পঞ্চতীর্থ, সেই পঞ্চতীর্থে স্নান
তর্পণ পিণ্ডদানাদি যথাক্রমে করিবেক । অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রেত
পর্কতে শ্রাদ্ধাদি করণানন্তর ক্রমে পঞ্চম দিবস অবধি পঞ্চতীর্থ
কৃত্যাদি করিবেক । তত্রায়ং ক্রমো যথা ।

আদৌতু পঞ্চ তীর্থেষু চোত্তরে মানসে বিধিঃ ।

আচম্য কুশহস্তেন শিরশ্চাত্ত্যাক্ষ্য বারিণা ।

উত্তরং মানসং গচ্ছন্নস্ত্রেণ স্নান মাচরেৎ ॥ ১ ॥

প্রথমতঃ গয়াধামে পঞ্চতীর্থ ভ্রমণ করতঃ আদৌ প্রথম দিবসে
উত্তর মানসে গিয়া যথাবিধি আচমন পূর্বক কুশহস্ত হইয়া মস্ত-
কোপরি শুদ্ধজল প্রক্ষেপ দ্বারা নিম্নোক্ত মন্ত্র পাড়িয়া স্নান করি-
বেন । ১ । যথা ।

ও উত্তরে মানসে স্নানং কৰোম্যাঅবিশুদ্ধয়ে ।

সূর্যালোকাদি সংসিদ্ধিঃ সিদ্ধয়ে পিতৃমুক্তয়ে ॥ ২ ॥ ১

কৃতাজ্জলি বদ্ধপাণি হইয়া প্রণবপূর্বক মন্ত্র পাঠ করিবেন । আমি
আম্মশুদ্ধির নিমিত্তে এবং পিতৃলোকের সূর্যালোকাদি গমনপূর্বক
মোক প্রাপ্তির নিমিত্তে, এই উত্তর মানসে স্নান করিতেছি । ২ । ১ ।

অতঃ পরং তর্পণং স্নানং শ্রাদ্ধং কুর্বাণং সপিণ্ডকং ।

যানসং হি সরো যস্মান্তস্মাত্তত্তর মানসং ॥ ৩ ॥

মহুবাগণেরা এই উত্তর মানসে অত্যাশ্চর্য্যক স্নান ও পিতৃ মুক্তির
নিমিত্তে সপিওক শ্রদ্ধা তর্পণাদি করিবেন । ঐ তীর্থে ব্রহ্মাকর্তৃক
অনীত মানস সর্বোবরের অবস্থিতি আছে, একারণ তাহার নাম
উত্তর মানস হইয়াছে ॥

সূর্য্যং নত্বার্চয়িত্বাথ সূর্যালোকং নয়েৎ পিতৃন ॥ ৪ ॥

ঐ উত্তর মানসে উত্তরার্ক আছেন, অতএব তথায় সূর্য্যদেবকে
নমস্কার ও অর্চনা করিলে পিতৃলোকের সূর্যালোকে গতি হয় ॥ ৪ ॥

অথ সূর্য্য প্রণাম মন্ত্ৰঃ ।

ওঁ নমো ভানবে ভত্রে সোম ভোমস্ত কপিণে ।

জীব ভার্গব সৌরের রাহু কেতু স্বকপিণে ॥ ৫ ॥

প্রণব পূর্ব্বক নম উচ্চারণ করতঃ চতুর্থান্ত ভানু, ভত্, সোম,
মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি শুক্র, শনি, এবং রাহু কেতু স্বরূপী হে সূর্য্য !
আমি তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৫ ॥

উত্তরাশ্বিনুসা য্মোনি ব্রহ্মেদাঙ্গিণ মানসং ।

উদীচী তীর্থ মিত্যুক্তং তত্রোদীব্যং বিমুক্তিদং ।

তত্রস্নাতো দিবং যাস্তি স্বশরীরেণ মানবাঃ ॥ ৬ ॥

অনন্তর উত্তর মানস হইতে মৌনাবলম্বন করতঃ দক্ষিণ মানসে
গমন করিবেন, তত্রাবস্থিত সর্বপূজ্য মুক্তিপ্রদ উদীচীতীর্থে স্নানাদি
করিলে মানবে সশরীরে স্বর্গলোক গমনের ক্রমতা প্রাপ্ত হয় ॥ ৬ ॥

মধ্যে কনখলং তীর্থং ত্রিমুলোকেষু বিস্তৃতং ।

স্নাতঃ কনক বস্ত্রাতি নরোজাতি পবিত্রতাং ॥ ৭ ॥

উত্তর ও দক্ষিণ মানসের মধ্যে, যে ত্রিলোক বিখ্যাত কনখলতীর্থ,
সেই কনখল তীর্থে স্নান করিলে স্বর্ণবৎ দীপ্তমান হইয়া নর সকল
স্বীয় পবিত্রতা লাভ করে ॥ ৭ ॥

তস্য দক্ষিণভাগেতু তীর্থং দক্ষিণ মানসং ।

দক্ষিণে মানসে চৈব তীর্থত্রয় মুদাহৃতং ।

স্নাত্বাত্তেষু বিধানেন কুর্যাৎ শ্রাদ্ধং পৃথক্ ॥ ৮ ॥

কনখল তীর্থের দক্ষিণভাগে দক্ষিণ মানস তীর্থ, সেই দক্ষিণমানসে প্রসিদ্ধরূপ আরও তিন তীর্থ আছে, এই তীর্থত্রয়ে বিধিপূর্বক পৃথক্ স্নান ও পৃথক্ পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিবেন ॥ ৮ ॥

ও দক্ষিণে মানসে স্নান করোম্যাত্ম বিশুদ্ধয়ে ।

সূর্য্য লোকাদি সৎ সিদ্ধিঃ সিদ্ধয়ে পিতৃমুক্তয়ে । ৯ । ১

আত্ম বিশুদ্ধির নিমিত্তে, আর সূর্য্যাদি লোক প্রাপ্তির নিমিত্তে, এবং পিতৃলোকের মুক্তির নিমিত্তে আমি এই দক্ষিণ মানসে স্নান করি ॥ ৯ ॥ ১ ॥

ও ব্রহ্মহত্যাди পাপৌষ ষাতনায় বিশুদ্ধয়ে ।

দিবাকর করোমীহ স্নানং দক্ষিণ মানসে ॥ ১০ । ২ ॥

হে দিবাকর সূর্য্য ! আমি ব্রহ্মহত্যাदि সমূহ পাপ ষাতন নিমিত্ত এবং পিতৃলোকের মুক্তির নিমিত্ত এই দক্ষিণ মানসে স্নান করিতেছি ॥ ১০ ॥ ২ ॥

সূর্য্যং নমস্করিত্বাথ সূর্য্যালোকায়ৈঃ পিতৃনু ॥ ১১ ।

এ তীর্থে সূর্য্যদেবকে প্রণাম ও অর্চনা করাত্তে সূর্য্যালোক হইতে পিতৃগণকে মোক্ষপথে নীত হইবেন ॥ ১ ॥

ও নমামি সূর্য্যং তুণ্ড্যর্থং পিতৃণাং তারণায় চ ।

পুত্র পৌত্র ধনৈশ্বর্য্যাম্বুরারোগ্য বৃদ্ধয়ে ॥ ১২ ॥ ৩ ।

পিতৃলোকের নিস্তারের নিমিত্তে, এবং পুত্র, পৌত্র, ধন, ঐশ্বর্য্য, আরও আশীর্বাদ বৃদ্ধির নিমিত্তে ব্রহ্মদেব সূর্য্যকে আমি নমস্কার করি ॥ ১২ ॥ ৩ ॥

এই সমগ্রায় উক্তাংশ পূর্বক দক্ষিণ দিকের সকল তীর্থে স্নান
তর্পণ করতঃ তদ্বতী দক্ষিণার্কে প্রণাম পূজনাদি করিয়া, অনন্তর
কল্কতীর্থে গমন করিবেন ।

কল্কতীর্থং ব্রহ্মেশ্বরায় সর্বতীর্থোত্তমোত্তমং ।

মুক্তির্ভবতি পিতৃণাং কর্তৃণাং আকৃতঃ সদা ॥ ১৩ ॥

সর্বোত্তম তীর্থ হইতে দক্ষিণ দিকের পরমোত্তম কল্কতীর্থ, তথায়
প্রাক করিলে প্রাক্কূৎ পুরুষের এবং তৎপিতৃলোকের অসংশয়
মুক্তি হয় । অতএব সেই মুক্তিপ্রদ কল্কতীর্থে গমন করিবেন ॥ ১৩ ॥

ব্রহ্মণা প্রার্থিতো বিষ্ণুঃ কল্ককোহভবৎ পুরা ।

দক্ষিণাগ্নি হুতং ন্যূনং তদ্রজঃ কল্কতীর্থকং ॥ ১৪ ॥

পূর্বে ভগবাতা ব্রহ্মাকর্তৃক প্রার্থিত হইয়া সর্বদেবময় সর্বাধার
পর্যাপ্ত প্রভু বিষ্ণু কল্কতীর্থরূপে আপনি স্বয়ং পৃথিবীতে অব-
স্থিত হন । দক্ষিণাগ্নিতে হুত এই সকল রজঃ কারণ তাহার নাম
কল্কতীর্থ হইয়াছে, অতএব সাক্ষাৎ ভগবৎরূপে প্রকাশিত এ প্রযুক্ত
সর্ব তীর্থ হইতে কল্কতীর্থ শ্রেষ্ঠতম হয় ॥ ১৪ ॥

তীর্থানি যানি সর্বাণি ভুবনেষথিলেষাপি ॥

তানি স্নাতুং সমায়াস্তি কল্কতীর্থং সুরৈঃ সহ ॥ ১৫ ॥

অখিল ভুবন মধ্যে যে সকল তীর্থ আছে, সে সকল তীর্থই সমস্ত
দেবগণের সহিত গয়াধামে কল্ক তীর্থে স্নান করিতে আগমন করেন
ইহাতেই কল্কতীর্থের পরম সাহায্য হয় ॥ ১৫ ॥

গঙ্গা পানোদকং বিষ্ণোঃ কল্কতীর্থাদি গদাধরঃ ।

স্বয়ং হি জবকপেণ তস্মাদিগঙ্গা ধিকং বিষ্ণুঃ ॥ ১৬ ॥

ত্রিলোকভারিণী গঙ্গা বিষ্ণুর পানোদক, কিন্তু আদি গদাধর স্বয়ং

দ্রবরূপে কঙ্কতীর্থ হইয়াছেন । একারণ গঙ্গা হইতে কঙ্ক অধিকতর
মান্য জানিহ । ১৬ ।

অশ্বমেধ সহস্রাণাং সহস্রং যঃ সন্নাচরেৎ ॥

নাসৌ তৎফল মাশ্নোতি কঙ্কতীর্থে বদাপুয়াৎ ॥ ১৭

কঙ্কতীর্থে স্নান তর্পণ প্রাক্ষাদি করিলে যে ফল লাভ হয়, সহস্র
অশ্বমেধ বজ্র সহস্র বার সন্নাচ করিলেও তৎসম ফল প্রাপ্তি হয়
না । ১৭ ॥

কঙ্ক স্নান মন্ত্র ।

কঙ্কতীর্থে বিষ্ণুজলে করোমি স্নান মাদৃতঃ ।

পিতৃণাং বিষ্ণুলোকায় ভুক্তিমুক্তি প্রসিদ্ধয়ে ॥ ১৮ ॥

বিষ্ণুই দ্রবরূপে কঙ্কতীর্থ হইয়াছেন, অতএব আমি প্রাক্ষাপূর্বক
পিতৃলোকের বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি এবং স্বীয় ভোগ মোক্ষ সিদ্ধির
নিমিত্তে এই কঙ্কজলে স্নান করি ॥ ১৮ ॥ ১ ।

কঙ্কতীর্থে নরঃ স্নাত্বা তর্পণং প্রাক্ষ মাচরেৎ ।

সপিণ্ডকং স্নস্ত্রকৌতুং নমেদথ পিতামহং ॥ ১৯ ॥

সর্ব তীর্থ হইতে মুক্তিপ্রদ পরমতীর্থোত্তম সাক্ষাৎ বিষ্ণুরূপ
কঙ্কতীর্থ হয়, তাহাতে স্নান করতঃ স্বস্ববেদশাখোক্ত মন্ত্রে সপিণ্ডক
পিতৃপ্রাক্ষ ও তর্পণ করিয়া, অনন্তর তদধিষ্ঠাতা শিবকে পিতামহ
জ্ঞানে প্রণাম করিবেন ॥ ১৯ ॥

ও নমঃ শিবায় দেবায় ঈশায় পুরুষায় চ ।

অঘোর বাসদেবায় নন্দোজাতায় শক্তবে ॥ ২০ ॥

কঙ্কতীর্থে প্রাক্ষাদি করতঃ শিব, দেব, ঈশ, তরুপুরুষ, অঘোর,
বাসদেব এবং নন্দোজাত এই কয়েক শিব নাম উচ্চারণ করতঃ প্রণব

ও নমঃ পূর্বক চতুর্থান্ত দেবাধিদেব মহাদেবকে প্রণাম করি-
বেন ॥ ২০ ॥ ১ ॥

কঙ্কতীর্থে নরঃ স্নাত্বা দৃষ্টাদেবং গদাধরং ।

আত্মানং তারয়েৎ সদ্যো দশপূর্বান দশাপরান ॥ ২১ ॥

মহুখ্যমাক্রে কঙ্কতীর্থে স্নান করতঃ দেবাধিদেব গদাধরকে দর্শন
করিলে, আপনাকে এবং আপনার পূর্ব দশপুরুষ ও পরভূত দশ
দশপুরুষকে পাপ সমুদ্র হইতে নিস্তারণ করেন ॥ ২১ ॥

নত্বা গদাধরং দেবং মস্ত্রেণানেন পূজয়েৎ ॥ ২২ ॥

আদি গদাধরকে প্রণাম করিয়া অনন্তর নিম্নোক্ত এই মন্ত্রদ্বারা
পূজা করিবেন ॥ ২২ ॥ তন্মন্ত্রং যথা ।

ও নমো বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ ।

প্রহ্লাদায়ানিরুদ্ধায় ত্রীধরায় চ বিষ্ণবে ॥ ২৩ ॥

বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রহ্লাদ, অনিরুদ্ধ, ত্রীধর, ও বিষ্ণু, এই ছয় নাম
প্রণব পূর্বক নমঃ পদ দিয়া চতুর্থান্ত উচ্চারণে পূজা করিবেন ॥ ২৩ ॥

পঞ্চতীর্থে নর স্নাত্বা ব্রহ্মলোকং নয়েৎ পিতৃন ।

অমৃতৈঃ পঞ্চভিঃ স্নানং পুষ্পবস্ত্রাদ্যলঙ্কৃতং ।

নকুর্ঘ্যান্ধো গদাপাণে স্তম্য আন্ধ মসার্থকং ॥ ২৪ ॥

অনন্তর উত্তর মানস, উদীচী, ও দক্ষিণ মানস, কনখল, এবং ফল
এই পঞ্চতীর্থে পুনর্বার স্নান করিবেন ; তৎস্নান কলে পিতৃগণের
ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয় । এবং আদি দেব গদাধরকে পঞ্চামৃতে
স্নান করাইয়া ও বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা পরিশোভিত করিবেন, কেননা
গয়াধামে গিয়া প্রাঙ্ক করতঃ পঞ্চামৃতে গদাধরের অভিষেক, ও বস্ত্রা-
লঙ্কারাদি দ্বারা তাঁহাকে অলঙ্কৃত বে না করে, ~~অভিষেক~~ ব্যক্তিগণ গয়াপ্রাঙ্ক
করাই অসার্থক হয়, অর্থাৎ নিষ্ফল হইয়া যায় ॥ ২৪ ॥

অথ গয়াশিরো নিরূপণ ।

নাগকূটাদৃধকূটাদম্বুপাদুত্তর মানসাৎ ।

এতদায়াশিরঃ প্রোক্তং ফল্গুতীর্থে তদুচ্যতে ॥ ২৫ ॥

নাগকূট হইতে গৃধ্রকূট ও তথা হইতে ব্রহ্মবৃষ, ব্রহ্মবৃষ হইতে উত্তর মানস পর্য্যন্ত গয়াসুরের নন্তক, ইহার মধ্যেই সকল তীর্থের অস্থান, ইহাকেই সকলে ফল্গুতীর্থ বলিয়া উক্ত করেন ॥ ২৫ ॥

প্রথমেহি বিধিঃ প্রোক্তো দ্বিতীয়ে দিবসে ব্রজেৎ ।

ধর্ম্মারণ্যং তত্র ধর্ম্মো যশ্মাৎ যজ্ঞ মকারয়ৎ ॥ ২৬ ॥

প্রথম দিবসীয় কর্তব্য কর্ম্ম সকল যথাবিহিত বক্তব্য হইল । অন্তর দ্বিতীয় দিবসে ধর্ম্মারণ্যে গমন করিবেন । পূর্বে সেই স্থানে ধর্ম্ম-রাজ বহুযজ্ঞ করিয়াছিলেন, একারণ তৎস্থানের নাম ধর্ম্মারণ্য ॥ ২৬ ॥

গমনাদ্রাক্ষলোকাগ্নিঃ ভবত্যেবাহি নারদ ॥ ২৭ ॥

সনৎকুমার নারদকে কহিতেছেন । হে নারদ ! ধর্ম্মারণ্যে গমন করতঃ তথায় যথাবিধি স্নান তর্পণাদি করিলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয় ॥ ২৭ ॥

মতঙ্গ বাপ্যাং যঃ স্নাত্বা তর্পণং শ্রাদ্ধ মাচরেৎ ।

গত্বা নত্বা মতঙ্গেশ মিদং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ২৮ ॥

অনন্তর ঐ ধর্ম্মারণ্যস্থ মতঙ্গবাপীতে স্নান করতঃ পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করিবেন । এবং তৎস্থানীয় মতঙ্গেশ্বর মহাদেবকে প্রণাম করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিতে হইবেক ॥ ২৮ ॥

ও প্রমাণং সত্ত্ব মে দেবা লোক পালাশ্চ সাক্ষিণঃ ।

সমাগত্য মতঙ্গেশ্মিন পিতৃণাং নিষ্কৃতিঃ কৃত্বা ॥ ২৯ ॥

আদি এই মতঙ্গতীর্থে সমাগমনপূর্বক তর্পণ ও শ্রাদ্ধাদি করণে

পিতৃলোকদিগের নিস্তার করিলাম, সমস্ত দেবগণ ও সমস্ত নিকপাল-
গণ ইহার সাক্ষীস্বরূপ প্রমাণ থাকিলেন ॥ ২৯ ॥

তৎকুপযুগয়ো মধ্যো সর্বাং স্তারয়তে পিতৃন ।

ধর্ম্যং ধর্মেশ্বরং নম্রা মহাবোধি তরুং নমেৎ ॥ ৩০ ॥

অনন্তর তৎস্থানস্থ কুপ ও যুগের মধ্যে শ্রদ্ধা করিবেন, অর্থাৎ
তৎস্থানে শ্রদ্ধা করিলে পিতৃলোক সকলের নিস্তার করা হয়।
শ্রদ্ধানন্তর ধর্ম ও ধর্মেশ্বর শিবকে নমস্কার করিয়া তরু মহন্তরুর
অশ্বথকে নমস্কার করিবার বিধি আছে ॥ ৩০ ॥ তস্য মন্ত্রং যথা ।

নমন্তেহশ্বথরাজায় ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাঅনে ।

বোধিজ্ঞমায় পিতৃণাং কর্তৃণাং তারণায়চ ॥ ৩১ । ১ ।

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাঅক, হে বোধিবৃক্ষ, হে অশ্বথরাজ ! আমি পিতৃ-
লোকদিগের নিস্তার কারণ তোমাকে নমস্কার করি। যে ব্যক্তি
তোমাকে প্রণাম করে, তাহার পিতৃলোক সকল ঘোর ভবান্নবে
পরিভ্রাণ পান ॥ ৩১ ॥ ১ ॥

চলদলায় বৃক্ষায় অশ্বথায় নমোনমঃ ।

বোধি সত্বায় যজ্ঞায় অশ্বথায় নমোনমঃ ॥ ৩২ । ২ ।

চলদল মহাবৃক্ষ অশ্বথ, তোমাকে ভূয়ো ভূয়ো নমস্কার করি।
তুমি জ্ঞানস্বরূপ, যজ্ঞস্বরূপ, অশ্বথ, তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার
করিতেছি ॥ ৩২ ॥ ২ ॥

একাদশোহসি রুদ্রাণাং বস্তুনাং পাবকস্তথা ।

নারায়ণোহসি দেবাণাং বৃক্ষরাজ্যসি পিতৃণাম । ৩৩ । ৩ ।

হে অশ্বথ ! তুমি একাদশ রুদ্রের মধ্যে কালামি রুদ্র, অষ্টবস্তু
মধ্যে পাবক, দেবতাদিগের মধ্যে তুমি নারায়ণ, তুমি সর্ব বৃক্ষরাজ,
তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৩৩ ॥ ৩ ॥

অশ্বপথ বস্মাত্ত্বয়ি বৃক্ষরাজ,

নারায়ণ স্তিষ্ঠতি সৰ্বকালং ।

অতঃ শুভস্থং সততং তকণাং,

ধন্যোসি দুঃস্বপ্ন বিনাশন্যোসি ॥ ৩৪ ॥

হে অশ্বপথ হে বৃক্ষরাজ ! সৰ্বকাল তোমাতে নারায়ণ বাস করেন,
এ কারণ তুমি ধনা, তুমি দুঃস্বপ্ন বিনাশন, তুমি সৰ্বতোভাবে সকল
বৃক্ষ হইতে শুভ বৃক্ষ হও ॥ ৩৪ ॥

অশ্বপথ কপিণং দেবং শস্ত্র চক্র গদাধরং ।

ননামি পুণ্ডরীকাকং বৃক্ষকপধরং হরিং ॥ ৩৫ ॥

যিনি শস্ত্র চক্র গদাধর দেব নারায়ণ তিনিই অশ্বপথরূপ, অতএব
বৃক্ষরূপী পুণ্ডরীকাক হরিকে আমি প্রণাম করি ॥ ৩৫ ॥

যেহস্মৎ কুলে মহাবংশে বান্ধবা দুর্গতিং গতঃ ।

ব্রহ্মদর্শনাং স্পর্শনাচ্চ স্বর্গতিং বাস্তু শাস্বতীং ॥ ৩৬ ॥

হে অশ্বপথবর ! মহাবংশোদ্ভব আমার কুলে যে সকল বন্ধুবান্ধবগণ
স্বকৃত কর্মের ফলাহুসারে দুর্গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমি তাঁহা-
দিগের পরিত্রাণার্থে তোমাকে স্পর্শপূর্বক নমস্কার করিলাম, সেই
কালে তাঁহারা সকলে সৰ্ব সুখাকর মোক্ষপদ প্রাপ্ত হউন ॥ ৩৬ ॥

ঋণত্রয়ং মর্যাদন্তং গরামাগত্য বৃক্ষরাট্ ।

ত্বং প্রসাদামহাপাপা বিশ্বক্ৰোহং তবার্ণবাৎ ॥ ৩৭ ॥

হে বৃক্ষরাজ ! আমি অকণীহইবার কামনায় গরাক্ষেত্রে আগমন
পূর্বক তোমাতে ঋণত্রয় অর্পণ করিয়া তব প্রসাদে মর্যাদাপ্রাপ্ত হইতে
এবং তবসমুদ্রে হইতে একগুণে নারিবৃত্ত হইলাম ॥ ৩৭ ॥ ৭ ॥

তৃতীয় দিন কৃত্যং ।

তৃতীয়ে ব্রহ্মসরসি স্নাত্বা শ্রাদ্ধং সপিণ্ডকং ।

কৃত্বা সৰ্ব্ব প্রমাণেন মন্ত্ৰেণ বিধিবৎ কৃতং ॥ ৩৮ ॥

তৃতীয় দিবসে ব্রহ্ম সরোবরে নিম্নোক্ত মন্ত্ৰে বিধিবৎ স্নান করিয়া, পিতৃলোকের নিস্তারার্থ সপিণ্ডক শ্রাদ্ধ করিবেন ॥ ৩৮ ॥

ও স্নানং করোমি তীর্থেশ্বিন্ ঋণত্রয় বিমুক্তয়ে ।

তৎকূপ যুপয়োর্মধ্যে ব্রহ্মলোকং নয়েৎ পিতৃন ॥ ৩৯ ॥

পিতৃ ঋণ, ঋষিঋণ এবং দেবঋণে পরিমুক্তির নিমিত্তে আমি এই তীর্থে স্নান করি । অর্থাৎ উক্ত সরবরে কূপ যুপের মধ্যে স্নান করিলে, পিতৃলোকের ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হয় ॥ ৩৯ ॥

যাগংকৃত্বোচ্ছিতোযুপো ব্রহ্মণোযুপ ইত্যনৌ ।

কৃত্বা ব্রহ্মসরঃ শ্রাদ্ধং সৰ্ব্বাংস্তারয়তে পিতৃন ॥ ৪০ ॥

গয়াক্ষেত্রে যাগ করিয়া যে সরোবরে ব্রহ্মাকর্তৃক সমুচ্ছিতরূপে যুপ সংস্থাপিত হইয়াছিল তাহার নাম ব্রহ্মযুপ । ঐ ব্রহ্মসরোবরে শ্রাদ্ধ করিয়া ব্রহ্মযুপে পিণ্ডদান করিলে, সমস্ত পিতৃলোকের নিস্তার হয় ॥ ৪০ ॥

যুপং প্রদক্ষিণী কৃত্য বাজপেয় ফলং লভেৎ ।

ব্রহ্মাণঞ্চ নমস্কৃত্য ব্রহ্মলোকং নয়েৎ পিতৃন ॥ ৪১ ॥

ব্রহ্মযুপকে প্রদক্ষিণ করিলে বাজপেয় যজ্ঞের ফল প্রাপ্তি হয় । আর সেই যুপ কূপে ব্রহ্মার উদ্দেশে নমস্কার করিলে নমস্কার কর্তার পিতৃলোক সকল ব্রহ্মলোকে গমন করেন ॥ ৪১ ॥

অথ ব্রহ্ম নমস্কার মন্ত্ৰ ।

ও নমো ব্রহ্মণেহকার জগজ্জ্বাতি কারিণে ।

ভক্তানাঞ্চ পিতৃণাংহি তারকায় নমো নমঃ ॥ ৪২ ॥

অঙ্ক, জগৎ জন্মাদিক্রপী, ব্রহ্মা, ভক্তগণের এবং ভৎষিতৃগণের
তারক, এই মাত্র নামোদ্দেশে প্রণবপূর্বক নমঃ পদ দিয়া চতুর্থান্ত
প্রয়োগদ্বার ভূয়ো ভূয়ো নমস্কার করিবেন ॥ ৪২ ॥

গোপ্রচার সমীপস্থা আত্মব্রহ্ম প্রকল্পিতাঃ ।

তেষাং সেচনমাত্রেণ পিতরো মোক্ষগামিনঃ ॥ ৪৩ ॥

এ ব্রহ্ম সরোবর সমিহিত যে গোচারণ স্থান, তাহার সমীপে
ব্রহ্ম কল্পিত যে সকল আত্মব্রহ্ম আছে, তাহাদিগকে এই মন্ত্রদ্বারা
সেচন করিবেন, তৎসেচনমাত্রে পিতৃলোকেরা মোক্ষগামী হয়েন ৷৷ ৪৩ ॥

ওঁ আত্মং ব্রহ্ম সরোহু তং সর্বদেব ময়ং তরুং ।

বিষ্ণুরূপং প্রধিক্ষামি পিতৃণাং মুক্তিহেতবে ॥ ৪৪ ॥

দেবর উচ্চারণপূর্বক, এই মন্ত্রে আত্মকে সেচন করিবেন। ব্রহ্ম
সরোবর হইতে উদ্ভূত সর্ব দেবময় সাক্ষাৎ বিষ্ণুরূপ যে সকল আত্ম
তব, পিতৃলোকের মুক্তির নিমিত্ত আমি তাহাদিগকে অভিষেচন
করি ॥ ৪৪ ॥

ওঁ একোকুনিঃ কুস্ত কুশাগ্রহস্ত আত্মশ্চ মূলে

সলিলং দদামি । আত্মশ্চ সিন্ধুঃ পিতরশ্চ তৃপ্তা

একাক্রিয়া দ্বার্থকরী প্রসিদ্ধা ॥ ৪৫ ॥

আমি কলশী ও কুশাগ্রপাণি হইয়া সজ্জবর্জিত মৌনাবলম্বনপূর্বক
আত্মের মূলে জলপ্রদান করিতেছি। অতএব আত্ম অভিসিক্ত
হইলে পিতৃলোকেরা পরিতৃপ্ত হইবে। যেহেতু কার্যদ্বয় সাধিনী
যে একাক্রিয়া তাহাই স্তপ্রসিদ্ধা হয় ॥ ৪৫ ॥

ততো যমবলিং ক্ষিপ্ত্বা মন্ত্ৰেণানেন সংযতঃ ॥ ৪৬ ॥

অনন্তর সংযত ইন্দ্রিয়বান হইয়া এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক যম
বলি প্রদান করিবেন যথা ।

ওঁ যমরাজ ধর্মরাজৌ নিশ্চলার্থং ব্যবহিতৌ ।

তাভ্যাং বলিং প্রযচ্ছামি পিতৃণাং মুক্তিহেতবে ॥ ৪৭ ॥

গয়াস্বরকে নিশ্চল করিয়া রাখিবার নিমিত্ত যমরাজ ও ধর্মরাজ উভয়ে গয়াতে অবস্থিত আছেন; আমি পিতৃলোকের মুক্তির কারণ তাঁহাদিগের দুইজনকে এই বলি প্রদান করি ॥ ৪৭ ॥

ততঃ স্থানবলিং ক্ষিপ্ত্বা মন্ত্ৰেণানেন নারদ ॥ ৪৮ ॥

সনৎকুমার দেবর্ষিনারদকে কহিতেছেন। হে নারদ! অতঃপর এই মন্ত্রদ্বারা শ্যাম ধবল কুকুরদ্বয়ের উদ্দেশে বলি প্রদান করিবেন ॥ ৪৮ ॥

ওঁ দ্বৌশ্বানৌ শ্যামধবলৌ বৈবশ্বতকুলোদ্ভবৌ ।

তাভ্যাং বলিং প্রযচ্ছামি রক্ষতাংপাথি সর্বদা ॥ ৪৯ ॥

যমরাজ কুলে উদ্ভূত শ্যাম ও ধবল নামে কুকুরদ্বয়, তাহাদিগকে আমি পিতৃরূপ বলি প্রদান করিতেছি, তাঁহারা যমরাজ পথে সর্বদা রক্ষা করিবেন ॥ ৪৯ ॥

ততঃ কাক বলিং ক্ষিপ্ত্বা মন্ত্ৰেণানেন নারদ ॥ ৫০ ॥

কায়োণী সনৎকুমার দেবর্ষিনারদকে পুনর্বার কহিতেছেন। হে নারদ! অনন্তর এই মন্ত্র দ্বারা কাক বলি ফেপণ করিবেন ॥ ৫০ ॥

ওঁ ঐশ্বর্যাকরণ বায়ব্যাং বামাং বৈ নৈঋতীকৃত্য ।

বায়সাঃ প্রতিগৃহ্যন্ত ভূমোপিওং মরোজ্জিততং ॥ ৫১ ॥

প্রথম পূর্বক এই মন্ত্র পাঠিবেন। যে সকল কাক পূর্ব পশ্চিম বায়ু দক্ষিণ নৈঋতাদিগত্যাগে অবস্থিতি করিতেছেন, তাহাদিগের উদ্দেশে আমি ভূমিতলে এট পিও সমর্পণ করিলাম, তাঁহারা সকলে মন্ত্রক বলি প্রতি গ্রহণ করুন ॥ ৫১ ॥

অথ চতুর্থাহঃ কৃত্য ।

কঙ্কতীর্থে চতুর্থেকি মানাদিক মধাচরেৎ ।

গয়াশিরস্থথ শ্রাদ্ধং পদে কুর্ঘ্যাৎ সপিণ্ডকং ॥ ৫২ ॥

সাক্ষাৎ গয়াশির স্তম্ভ কঙ্কতীর্থাশ্রিতং কৃতং ॥ ৫৩ ॥

অনন্তর চতুর্থ দিবসে কঙ্কতীর্থে মানাদি ক্রিয়ার সমাচরণ পূর্বক পরে বিষ্ণু পাদাদিতে সপিণ্ডক শ্রাদ্ধ করিবেন ॥ ৫২ ॥ এই গয়া-ধামের মধ্যে সাক্ষাৎ গয়াশির কঙ্কতীর্থকে সমাশ্রয় করিয়া রহি-
য়াছেন । অতএব সর্বশ্রেষ্ঠ উৎকৃষ্ট তীর্থ গয়াধাম অতি পবিত্র,
তাহাতে পবিত্রোত্তম ফলযোগ হওয়াতে স্তম্ভরং এস্থানের মাহাত্ম্য
অধিকতর হইয়াছে, এখানে শ্রাদ্ধ করায় পিতৃগণের অক্ষয় তৃপ্তি
কারণ হয় ॥ ৫৩ ॥

গয়ানির্দেশ ।

নাগার্জ্জুনাৰ্দ্দিনা ব্রহ্ম যুগা চোত্তর মানসাৎ ।

এতদগয়াশিরঃ প্রোক্তং কঙ্কতীর্থং তদুচ্যতে ॥ ৫৪ ॥

নাগকূট পর্বত হইতে জনার্দন, তথা হইতে ব্রহ্মযুগ, ব্রহ্মযুগ,
হইতে উত্তর মানস তথা হইতে সাক্ষাৎ গয়াশির পর্যন্ত কঙ্কতীর্থ
বলিয়া শাস্ত্রে খ্যাত করেন ॥ ৫৩ ॥

পিতামহং সমাসাদ্য যাবদুত্তর মানসং ।

কঙ্কতীর্থন্ত বিজ্ঞেয়ং দেবানাংপি দুর্লভং ॥ ৫৪ ॥

এবং পিতামহ তীর্থাবধি উত্তর মানস পর্যন্ত যে সকল স্থান, সেই
সকল স্থানকেও দেবদুর্লভ কঙ্কতীর্থ বলিয়া জানিবেন ॥ ৫৪ ॥

কৌঞ্চপাদাং কঙ্কতীর্থাদ্যাবৎ সাক্ষাৎগয়াশিরঃ ।

ব্রুং গয়াস্তরস্তেব তস্মাৎ শ্রাদ্ধ মধাকল্পং ॥ ৫৫ ॥

কৌঞ্চপাদতীর্থাবধি কঙ্কতীর্থপর্যন্ত যে সকল স্থান, তাহাই

সাক্ষাৎ গয়াশিরঃ, অর্থাৎ গয়াস্বরের মুখঃ সেই কারণ তথায় শ্রাদ্ধ করিলে, অক্ষয় ফল হয় । ৫৫ ॥

মুণ্ডপৃষ্ঠোৎসবগাদাশ্চ সাক্ষাত্তৎ কঙ্কতীর্থকং ।

আদ্যো গদাধরো দেবো ব্যক্তাব্যক্তাঅনাস্তিতঃ । ৫৬ ।

মুণ্ড পৃষ্ঠে নগাদি পরিত সকল সাক্ষাৎ কঙ্ক তীর্থ হয়, ব্যক্তা-
ব্যক্তাশ্চ আদি দেব গঙ্গাধর তথায় ব্যক্তাব্যক্ত তীর্থরূপে অবস্থিত
আছেন ॥ ৫৬ ॥

বিষ্ণুদি পদরূপেণ পিতৃণাং মুক্তিহেতবে ।

এতদ্বিষ্ণু পদং দিব্যং দর্শনাৎ পাপনাশনং ।

স্পর্শনাৎ পূজনাছাপি পিতৃণাং বিমুক্তিদং ॥ ৫৭ ॥

গয়াশিরঃ, স্থানে পিতৃলোকের মুক্তির নিমিত্তে বিষ্ণুপ্রভৃতি দেব-
গণেরা কোথাও ব্যক্তভাবে পদচিহ্নরূপে, কোথাও বা অব্যক্তভাবে
সর্বদা অবস্থিতি করিতেছেন। এবং আদিদেব গদাধর পদচিহ্নরূপে
যে গয়াশিরের মধ্যে অবস্থিত আছেন, সেই বিষ্ণুপাদপদ্ম অতি
মনোহর, তাহার দর্শনে সর্বপাপ প্রণাশন হয়, আর তৎ স্পর্শনে,
পূজনে ও তাহারে পিতৃলোকের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিলে, তাহা
অক্ষয় ফলের নিমিত্ত হয় যেহেতু ঐ বিষ্ণুপাদপদ্মই পিতৃলোকের
মুক্তিপ্রদ হয়েন ॥ ৫৭ ॥

বিষ্ণু পাদপদ্মে পিণ্ডদান মহিমা ।

শ্রাদ্ধং সপিণ্ডকং কুত্বা কুলসাহস্র মাংসনা ।

নয়েৎ বিষ্ণুপদং দিব্য মনন্তং শিবমব্যয়ং । ৫৮ ।

পরম স্তিন্ধীয় বোগীজনধোয়, মনোহর বিষ্ণু পাদপদ্ম, তদ্ব্যপরি
সপিণ্ডক শ্রাদ্ধ করিলে, শ্রাদ্ধকৃত পুরুষ আপনার সহিত সকলের সহস্র
পুরুষকে তৎবিষ্ণুর পরম পদে নীত হয়েন, অর্থাৎ অনীর জীবায়
পরম মঙ্গলান্বিত পরম মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৫৮ ॥

শ্রীকিংকড়া রুদ্রপদে নয়েৎকুল শতংনরঃ ।

মহাঅ্যানং শিবপুরং তথাব্রহ্ম পদে নরঃ ।

ব্রহ্মলোকং কুলশতং সমুদ্ভূতা নয়েৎ পিতৃন্ ॥ ৫৯ ॥

রুদ্রপদে পিণ্ডদান করিলে এক শত পুরুষের ব্রহ্মলোকে গতি হয়। অনন্তর ব্রহ্মপদের ফল প্রবণ করহ। ব্রহ্মার পদচিহ্নে সপি-
ওক শ্রদ্ধা করিলে নব নরক হইতে একশত কুল উদ্ধার করিয়া পিতৃ-
লোকে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত করায় ॥ ৫৯ ॥

কশ্যপস্য পদে শ্রীকী ব্রহ্মলোকং নয়েৎ পিতৃন্ ।

দক্ষিণাগ্নি পদে শ্রীকী বাজপেয় ফলং লভেৎ ॥ ৬০ ॥

অনন্তর কশ্যপের পদচিহ্নে শ্রীক পিণ্ড দান করিলে, শ্রীককৃৎ
যজ্ঞির পিতৃগণের ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়েন। এবং দক্ষিণাগ্নিপদে
শ্রীক করিলে বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ হয় ॥ ৬০ ॥

গার্হপত্য পদে শ্রীকী রাজসূয় ফলং লভেৎ ।

শ্রীকৃষ্ণ হবনীয়ে তু বাজিমৈধ ফলং লভেৎ ॥ ৬১ ॥

গার্হপত্য অগ্নিপদচিহ্নে শ্রীক করিলে শ্রীককৃৎ যজ্ঞির রাজসূয়
যজ্ঞের ফল হয়। এবং আহবনীয় অগ্নিপদে শ্রীক করিলে অশ্ব-
মৈধ যজ্ঞের ফল লাভ করে ॥ ৬১ ॥

শ্রীকিংকড়া মতাপদে জ্যোতিষ্ঠোমং সমশ্রুতে ।

আবমতাপদে শ্রীকী সোমলোক মবাপ্তুরাৎ ॥ ৬২ ॥

মতাপদে শ্রীক করিয়া জ্যোতিষ্ঠোম যজ্ঞের ফল পায়। এবং
আবমতাপদে শ্রীক ও পিণ্ডদান করিলে শ্রীককৃৎ পুরুষ চন্দ্রলোক
প্রাপ্ত হয় ॥ ৬২ ॥

শ্রীকিংকড়া শক্রপদে ইন্দ্রলোকং নয়েৎ পিতৃন্ ।

অগস্ত্য পদে শ্রীকী পিতৃন্ ব্রহ্মপুরং নয়েৎ ॥ ৬৩ ॥

ইন্দের পদচিহ্নে শ্রদ্ধা করিয়া শ্রদ্ধী স্বীয় পিতৃগণকে ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত করায় । এবং অগস্ত্যপদে পিণ্ড দানে পিতৃলোকেরা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন ॥ ৬৩ ॥

ক্রৌঞ্চ মাতঙ্গয়োঃশ্রদ্ধী ব্রহ্মলোকং নয়েৎ পিতৃন ।

শ্রদ্ধী সূর্য্যপদে পঞ্চপাপিনোহঁক পুরং নয়েৎ । ৬৪ ।

ক্রৌঞ্চপদে এবং মাতঙ্গপদে শ্রদ্ধা করিলে শ্রদ্ধকৃত ব্যক্তির পিতৃ-লোকের ব্রহ্মলোকে গতি হয় । আর সূর্য্যপদচিহ্নে শ্রদ্ধা করায় শ্রদ্ধা-কর্তার পিতৃগণেরা পঞ্চম মহাপাতকের পাতকী হইলেও সূর্য্যালোক প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৬৪ ॥

কার্ত্তিকেশ পদে শ্রদ্ধা বাজিমেষধফলং লভেৎ ।

গণেশস্থ পদে শ্রদ্ধা রুদ্রলোকং নয়েৎ পিতৃন । ৬৫ ।

কার্ত্তিকেশপদে শ্রদ্ধা করিলে অশ্বমেধের ফল লাভ হয় । এবং গণেশস্থ পদে পিণ্ডদানে পিতৃগণের রুদ্রলোকে গতি হয় ॥ ৬৫ ॥

গজকর্ণে তর্পণকৃতং নির্মলং স্বর্ণয়েৎ পিতৃন ।

অন্যোষাঞ্চ পদে শ্রদ্ধা পিতৃন ব্রহ্মপুরং নয়েৎ । ৬৬ ।

গজকর্ণ তীর্থে পিতৃ তর্পণ করিলে তর্পণকারী পুরুষের পিতৃ-লোকেরা নির্মল স্বর্গধাম প্রাপ্ত হন । এতদ্ভিন্ন অন্যান্য দেবতা-দিগের পদচিহ্নে পিণ্ডদানে শ্রদ্ধাকর্তা পূর্ব্বপুরুষগণকে ব্রহ্মপুরে নীত হয়েন ॥ ৬৬ ॥

সর্কেষাং কাশ্মপংশ্চৈষ্ঠং বিষ্ণোরুদ্রস্থ বৈপদং ।

ব্রহ্মগণ্ড পদং চাপি শ্চৈষ্ঠং তত্র প্রকীৰ্ত্তিতং । ৬৭ ॥

গয়াধামে বত্ৰ বত পদ চিহ্ন আছে সে সকল চিহ্ন হইতে কশ্ম-পের ও বিষ্ণুর এবং রুদ্রের পদচিহ্ন অভিষয় শ্চৈষ্ঠ এবং ব্রহ্মগণ্ড পদচিহ্ন শ্চৈষ্ঠতর হয়, ইহা পাত্রে কহিয়াছেন ॥ ৬৭ ॥

প্রারম্ভেচ সমাপ্তৌচ তেবামন্যতমঃ স্মৃতং ।

শ্রেয়স্করং ভবেত্তত্র শ্রীক কতুশ্চ নারদ ॥ ৬৮ ॥

সনৎকুমার নারদকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন, হে দেবর্ষি নারদ ! গয়াশ্রীক্কের প্রারম্ভে এবং সমাপ্তিতে কশ্চপ পাদাদি ব্রহ্মার পদচিহ্ন পর্য্যন্ত যে কোন এক পদ চিহ্নে পিণ্ডদান করিলে শ্রীক-
কর্তার পরম শ্রেয়স্কর হয় ॥ ৬৮ ॥

অত্রান্তরে এক পুরাতন ইতিহাস । যথা

কশ্চপস্য পদেদিব্যো ভারদ্বাজো মুনিঃপুয় ।

শ্রীকঃ কুহোদ্যাতো দাতুং পিত্রাদিত্যশ্চপিণ্ডকং ॥

শুক্ৰ কুষৌ ততোহস্তৌ পদমুদ্ভিদ্য নির্গতৌ ।

দৃষ্ট্বাহস্তদ্বয়ং তত্র মুনিঃ সংশয় মাগতঃ । ৬৯ । ৭০ ।

পূর্বকালে ভারদ্বাজ বংশীয় ভারদ্বাজ নামে এক মুনিবর এই
শ্রেষ্ঠতম কশ্চপের পদচিহ্নে শ্রীক করিয়া পিতৃগণকে পিণ্ডদিতে
উদ্যত হইলেন । এমত সময় পিণ্ড গ্রহণার্থে ঐ পদচিহ্নকে তেদ
করিয়া শুক্লবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ হস্তদ্বয় বহিনির্গত হয় । তদ্ব্যক্টে মহামুনি
ভারদ্বাজ পরম সংশয়বিষ্ট চিত্ত হইয়াছিলেন ॥ ৬৯ । ৭০ ॥

অর্থাৎ ভারদ্বাজ মুনি শিতান্বিত হস্তদ্বয় দর্শনে ভাবিতে লাগিলেন,
যে আমি কোন হস্তে পিণ্ডদান করিব, এই হস্তদ্বয়ের মধ্যে কোন
হস্তই বা আমার পিতৃ হস্ত হয় ।

ততঃ স্বমাতরং শাস্ত্রাং পপ্রচ্ছ স মহামুনিঃ ।

কশ্চপস্য পদেদিব্যো শুক্রে কৃষ্ণেহথ বা করে ।

পিণ্ডোদেয়ো নয়া মাতর্জানাসি পিতরং বদ ॥ ৭১ ॥

এই সংশয় নিরাসার্থে সেই মহামুনি ভারদ্বাজ তৎক্ষণে হিতা
স্বমাতা শাস্ত্রদেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মাতা ! এই অলৌকিক

কমজাবিশিষ্ট কণ্ঠ্যপমুনির পাদপদ্মে আমি পিতৃলোকের প্রাণ
করিয়া পিণ্ডদান করিতে সমুদ্যত হইয়াছি, কিন্তু পিণ্ড গ্রহণার্থ পদ-
চিহ্ন হইতে গুরু কৃষ্ণ হস্তদ্বয় বহির্নির্গত হইয়াছে। এক্ষণে আমি
আমার পিতাব হস্ত নিশ্চয় করিতে পারি নাই, অতএব গুরু কৃষ্ণ
হস্তের মধ্যে কোন হস্তে পিণ্ডদান করিব, তুমি যদি উভয় হস্তেব
মধ্যে আমার পিতাব হস্ত নিশ্চয় জান তবে আমাকে বল ॥ ৭১ ॥

শান্তোবাচ ।

ভারদ্বাজ মহাপ্রাজ্ঞ দেহি কৃষ্ণায় পিণ্ডকং ।

ভারদ্বাজস্ততঃ পিণ্ডং দাতুং কৃষ্ণায় চোদ্যতঃ ।

শ্বেতোদৃশ্তো ব্রবীত্তত্র পুত্রত্বং হি মমোরসঃ ॥ ৭২ ॥

সংশয়াপন্ন ভারদ্বাজকে তন্মাতা শান্তা কহিতোছেন, 'হে পুত্র' হে
মহাপ্রাজ্ঞ ভারদ্বাজ! তুমি ঐ কৃষ্ণবর্ণ হস্তে পিণ্ডদান করহ। এতৎ
মাতৃবাক্য শ্রবণে ভারদ্বাজ যখন কৃষ্ণবর্ণ হস্তে পিণ্ড প্রদানে উদ্যত
হইলেন, তখন শ্বেত হস্ত পুরুষ অদৃশ্য হইয়া অশরীরিণ বাক্যে
ভারদ্বাজকে কহিতে লাগিলেন। হে পুত্র! তুমি আমার ঔরস
পুত্র। অতএব আমার হস্তে পিণ্ডদান করহ ॥ ৭২ ॥

কৃষ্ণো ব্রবীন্মমক্ষেত্রং ততোমে দেহি পিণ্ডকং ।

স্মৈরিণ্যাখা ব্রবীন্দ্রাতুং ক্ষেত্রিণে বীজিনে ততঃ । ৭৩ ।

এই কথা শ্রবণে পুরুষ কহিলে পর কৃষ্ণ হস্ত পুরুষ প্রত্যক্ষ
হইয়া ভারদ্বাজকে কহিলেন; হে ভারদ্বাজ! তুমি শ্বেত পুরুষের
ঔরস পুত্র নভা, কিন্তু আমার ক্ষেত্রে অন্নিয়াছ, এবিধায় আমার
ক্ষেত্রজ পুত্র হও। বীজাপেক্ষা ক্ষেত্রের প্রাধান্য, অতএব অগ্রে
এমার হস্তে পিণ্ড প্রদান করহ। তখন তন্মাতা স্মৈরিণীশান্তা ভার-
দ্বাজকে কহিলেন, বৎস! তুমি অগ্রে ক্ষেত্রীকে পিণ্ডদান করহ। পরে

বীজীকে পিণ্ড প্রদান করিহ; ইহারা উভয়েই তদন্ত পিণ্ডাধিকারী
হয়েন ॥ ৭৩ ॥

ভারদ্বাজ স্ততঃ পিণ্ডং কশ্যপস্য পাদেদদৌ ।

হংসযুক্ত বিমানেন ব্রহ্মলোক সুভোগভৌ ॥ ৭৪ ॥

অনন্তর ভারদ্বাজ মাতার বাক্য প্রতিপালনার্থে মহামুনি
কশ্যপের পদচিহ্নে উভয়ের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিলেন । এবং পিণ্ড-
দান মাত্রতঃ তাঁহারা তৎক্ষণাৎ হংসযুক্ত বিমানারূঢ় হইয়া ব্রহ্ম-
লোকে গমন করেন ॥ ৭৪ ॥

রামো রুদ্রপদেপ্রাকী পিণ্ডদানায় চোদ্যতঃ ।

পিতা দশরথঃ স্বর্গাৎ প্রসার্য্য করমাগতঃ ॥ ৭৫ ॥

নাদাৎ পিণ্ডং করেরামো দদৌরুদ্র পদে ততঃ ।

শাস্ত্রার্থাতিক্রমাস্তীভৌ রামং দশরথো হব্রবীৎ । ৭৬ ।

নিলোকনাথ শ্রীরামচন্দ্র যিনি পরিপূর্ণ ব্রহ্ম স্বয়ং তগবান তিনিও
মহুঘাচারে শ্রাদ্ধকর্ত্তারূপে যখন পিতার প্রাক্ক করিয়া রুদ্রপদে
পিণ্ড প্রদানে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখন প্রসারিত হস্তে পিণ্ড গ্রহ-
ণার্থ তৎপিতা রাজা দশরথ স্বর্গ হইতে তথায় সমাগত হইয়া কহি-
লেন বৎস ! তুমি আমার হস্তে পিণ্ডদান করহ । শ্রীরামচন্দ্র
শাস্ত্রাতিক্রম ভয়ে ভীত হইয়া সাক্ষাৎ পিতৃ হস্তে পিণ্ড প্রদান না
করিয়া রুদ্রপদে পিণ্ডদান করেন । তাহাতে পরিতুষ্ট হইয়া রাজা
দশরথ শ্রীরামচন্দ্রকে এই কথা কহিয়াছিলেন ॥ ৭৫ ॥ ৭৬ ॥

ভারিতোহহং স্বরাপুত্র রুদ্রলোক মবাগ্নুয়াৎ ।

হস্তে পিণ্ড প্রদানেন সুগতিং নহিমে ভবেৎ ॥ ৭৭ ॥

হে পুত্র শ্রীরাম ! তুমি সাক্ষাৎ আমার হস্তে পিণ্ডদান না করিয়া
যে রুদ্রপদে পিণ্ড দান করিলে, তাহাতেই আমি ভবাবধে নিস্তার

হইয়া রুদ্রলোক প্রাপ্ত হইলাম। আমার সাক্ষাৎ হস্তে পিণ্ডদান
করিলে একপ স্নগতি লাভ হইত না ॥ ৭৭ ॥

ত্বঞ্চরাজ্যং চিরংভুত্বা পালয়িত্বা দ্বিজান্ প্রজাঃ ।

যজ্ঞান্ সদক্ষিণান্ কৃত্বা বিষ্ণুলোকং প্রযাচ্ছসি ॥ ৭৮ ॥

পূৰ্ব্বাযোধ্যাজনৈঃ সাক্ষং কৃমি কীটাদিভিঃ সহ ।

ইত্যুক্তাসৌ দশরথো রুদ্রলোকং পরং যযৌ ॥ ৭৯ ॥

যথা শাস্ত্র বিধানক্রমে শ্রীরামের ধর্ম দেখিয়া মহা হর্ষিত হইয়া
আশীর্বাদ করতঃ রাজা দশরথ রামকে কহেন, হে পুত্র! তুমি
বহুকাল পৃথিবীতে থাকিয়া রাজ্যভোগ ও ব্রাহ্মণগণকে এবং
প্রজাগণকে প্রতিপালন করিয়া, আর সদক্ষিণ বহুবিধ য সম্পন্ন
করতঃ পরে মর্ত্যলীলা সম্বরণ পূর্বক কৃমি কীট পর্য্যন্ত অযোধ্যা
পূর্ববাসী জনগণের সহিত, বিষ্ণুলোকে গমন করিবে ॥ ৭৮ ॥

মহারাজা দশরথ শ্রীরামচন্দ্রকে এই কথা কহিয়া মোদমান রূপে
সেই পরমপদ রুদ্রলোকে গমন করিয়াছিলেন ॥ ৭৯ ॥

ভীষ্মো বিষ্ণুপদেদিবো আহুয়পিতরংস্বকং ।

সাক্ষং কৃত্বাবিধানেন পিণ্ডদানায় চোদ্যতঃ ॥ ৮০ ॥

পিতৃ বিনির্গতৌ হন্তৌ গয়াশিরসি শান্তনোঃ ।

মান্দাং পিণ্ডকরে ভীষ্মোদনৌ বিষ্ণুপদে ততঃ ॥ ৮১ ॥

কুরুকুলাবতংস জিতেন্দ্রিয় পরমধার্মিক শান্তহৃদভূজ মনুজবর
ভীষ্ম স্বীয় পিতাকে আহ্বান করতঃ পরম ধর্ম গয়াশিরে শ্রীবিষ্ণু
পাদপদ্মে যে সময়ে পিতৃ পিণ্ডদানোদ্যত হন ॥ ৮০ ॥ সেই সময়ে
ভৎপিতা শান্তহৃ হস্তদ্বয় বাহির করতঃ পিণ্ডদান করিয়াছিলেন ।
কিন্তু ভীষ্ম স্বীকৃতিস্বপ্ন শান্তহৃ হস্তে পিণ্ড না দিয়া পিতৃ উদ্দেশে
বিষ্ণু পদে সেই পিণ্ড প্রদান করেন ॥ ৮১ ॥

শান্তনুঃপ্রাহ সন্তুষ্কঃ শাস্ত্রার্থে নিশ্চলোত্তবান্ ।

ত্রিকালদৃষ্টি ভবতু চাস্তে বিযুচ্চ তে গতিঃ ॥ ৮২ ॥

স্বচ্ছরামরণংচাস্ত ইত্যুক্তা মুক্তিমাগতঃ ॥ ৮৩ ॥

তীর্থ কার্য দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া শান্তনু তীর্থাৎকে কহিলেন । হে পুত্র ! তুমি শাস্ত্রার্থে অতি স্থনিশ্চল, অতএব আমি তোমাকে এই বরপ্রদান করিতেছি, তুমি ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান ত্রিকালদর্শী হইবে, আর অস্ত্রে ভগবান বিযুঃই তোমার এক গতি হইবেন ॥ ৮২ ॥ এবং তোমার মৃত্যু ইচ্ছাধীন হইবে, তীর্থাৎকে এই বর দিয়া শান্তনু মুক্তি প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৮৩ ॥

কনকেশঞ্চ কেদারং নরসিংহঞ্চ বামনং ।

রথমার্গং সমভ্যর্চ্য পিতৃন সর্ক্সাংচ্চ তারয়েৎ ॥ ৮৪ ॥

এ গয়াক্ষেত্রে স্থিত কনকেশ্বর, কেদার, নরসিংহ, বামন দেবকে এবং রথমার্গকে অর্চনা করায় পিতৃ লোকের নিস্তার কারণ হয় ৮৪।

গয়াশিরসি পিণ্ডদানমহাত্ম্য ।

গয়াশিরসি যঃ পিণ্ডানযেষাং নাম্নাতুনির্বপেৎ ।

নরকস্থাদিবংযাস্তি স্বর্গস্থামোক্ষমাণ্ড্যুয়ঃ ॥ ৮৫ ॥

গয়াস্তর সন্তুকে যে কোন ব্যক্তির নামে পিণ্ডদান করিলে, তাঁহার। নরকস্থ থাকিলে স্বর্গে গমন করেন, এবং স্বর্গস্থ হইলে তৎক্ষণ মাত্রেই মোক্ষ পদ প্রাপ্ত হইয়েন ॥ ৮৫ ॥

সর্ক্সত্রয়ুপুষ্ঠাদিঃ পাদৈরেভিঃ স্থলক্ষিতঃ ॥

প্রস্রাস্তিপিতরঃ সর্ক্সত্রক্কালোক মনাময়ং ॥ ৮৬ ॥

এই মূণ্ড পুষ্ঠাদির সর্ক্স স্থানই দেবদির পদচিহ্ন দ্বারা স্থলক্ষিত, এই হেতু গয়াশিরের যে কোন স্থানে হউক প্রাক্ষ করিয়া পিণ্ডদান করিলেই পিতৃ লোকের সেই অনাময় ব্রহ্মলোকে গমন হয় ॥ ৮৬ ॥

অথ পঞ্চম দিবসকৃত্যং ।

পঞ্চমে হ্রিগদালোলে স্নাত্বাকুর্য্যাং সপিণ্ডকং ।

শ্রাদ্ধং পিতৃনৃত্কলোকং নরেন্দ্রাণাম মেব চ ॥ ৮৭ ॥

সকল তীর্থ হইতে পরমতীর্থ গদালোল, পঞ্চম দিবসে তাহাতে স্নান করতঃ সপিণ্ডক শ্রাদ্ধ করিলে, সেই শুভাদৃষ্টাধীন শ্রাদ্ধকর্ত্তা পিতৃগণকে ব্রহ্মলোকে নীত হইয়া অশ্বৈ আপনিও স্বয়ং ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৮৭ ॥

অথ স্নানমস্ত্রাদি যথা ।

ওঁ গদালোলে মহাতীর্থে গদাপ্রক্ষ্যালনাকরেং ।

স্নানং করোমিসিদ্ধার্থ মক্ষয়্য স্বরাষ্ট্রে ॥ ৮৮ ॥ ১।

মহাতীর্থ বর গদালোল, ইহাতে ভগবান্ বিষ্ণুর গদা প্রক্ষালিতা হইয়াছিল, অতএব অক্ষয় স্বর্গ প্রাপ্তির নিমিত্ত আমি এই তীর্থবরে যথাবিধি স্নান করি ॥ ৮৮ ॥ ১ ॥

গদালোলমিতিথ্যাতং সর্কেষামুত্তমোত্তমং ।

হেতাস্থরস্বচ্ছীর্ষং গদয়া তদ্বিধাকৃতং ।

যতঃ প্রক্ষ্যালিতা তীর্থং গদালোলং ততঃ স্মৃতং ॥ ৮৯ ॥

সকল উত্তম তীর্থ হইতে পরমোত্তম রূপে স্মৃতিথ্যাত এই গদালোল তীর্থ। পূর্বে ভগবান্ হেতিনামা অশ্বরের মন্তক যে গদা দ্বারা দ্বিখণ্ড করিয়াছিলেন, এবং অশ্বরাস্থক বসাপক্ষমিথিতা সেই গদাকে যে সরোবরে প্রক্ষালন করেন, সেই সরোবরের নাম গদালোল তীর্থ হয় ॥ ৮৭ ॥

তত্র শ্রাদ্ধাদিকং কৃত্বা পিতৃনৃত্কপুংসনরেন্দ্রং ।

শ্রাদ্ধং সপিণ্ডকং কুর্য্যাৎ ততোহক্ষয়বটেনরঃ ॥ ৯০ ॥

গদালোলতীর্থে শ্রাদ্ধাদি করিলে পিতৃলোকের ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়, অর্থাৎ শ্রাদ্ধকৃৎ পুরুষ পিতৃগণকে ব্রহ্মপুরে নীত করেন। অনন্তর অক্ষয়বটে সপিওক পিতৃশ্রাদ্ধ করিবেন ॥ ১০ ॥

ব্রহ্মপ্রকল্পিতান্ বিপ্রান্ হব্যাকব্যাদিনার্চয়েৎ ।

তৈস্ত্বকৈস্তোষিতাঃ সর্গাপিতৃভিঃ সহ দেবতাঃ ॥ ১১ ॥

অনন্তর ব্রহ্ম কল্পিত ব্রাহ্মণগণকে হব্য কব্যাদিদ্বারা যথাবিধি অর্চনা করিবেন, যেহেতু সেই সকল ব্রাহ্মণেরা পরিতুষ্ট হইলে পিতৃগণের সহিত সকল দেবগণেরা পরিতোষিত করেন ॥ ১১ ॥

কুতেশ্রাদ্ধে অক্ষয়বটে অনেনৈব প্রযত্নতঃ ।

পিতৃনয়ৎ ব্রহ্মলোক মক্ষয়ন্তু সনাতনং ॥ ১২ ॥

অতি প্রযত্ন সহকারে পূর্বোক্ত বিধি বিধানে অক্ষয় বট সন্নিধানে শ্রাদ্ধ করিলে, নিত্য সত্যাখ্য অক্ষয় ব্রহ্মলোকে পিতৃগণের গতি হয় ॥ ১২ ॥

বটবৃক্ষসমীপস্থঃ শাকেনাপ্যাদকেন বা ।

একস্মিন্ ভোজিতে বিপ্রৈঃ কোটির্ভবন্তি ভোজিতাঃ ॥ ১৩ ॥

ঐ অক্ষয় বট সমীপস্থিত শাকাদিকদ্বারা একটি ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলে, অনাত্র কোটি ব্রাহ্মণ ভোজনের তুল্য ফল লাভ হয়, ইহাতে প্রভূত উপকরণদ্বারা অনেক ব্রাহ্মণ ভোজনে যে কি ফল হয়, তাহা কথনাপাধ্য ॥ ১৩ ॥

দেয়ং দানং ষোড়শকং গয়াতীর্থে পুরোধসে ।

বস্ত্রং গজাদিতিস্তত্র সম্যকসংপূজ্য যত্নতঃ ॥ ১৪ ॥

ঐ অক্ষয় বট মূলে বস্ত্র গজ পুষ্পাদিদ্বারা যত্ন পূর্বক পূজা করতঃ গয়াতীর্থে পুরোধিত ব্রাহ্মণকে ভূষাদি ষোড়শ দান প্রদান করিবেন ॥ ১৪ ॥

দুর্ভান্ধাচ সংপূজ্য বটেশংসুসমাহিতঃ ।

পিতৃমুয়েং ব্রহ্মলোক মক্ষয়ন্তু সনাতনং ॥ ৯৫ ॥

গয়ায়াং ধর্মপূর্তেচ সরসিব্রহ্মণ স্তথা ।

গয়াশীর্ষেবটৈচৈব পিতৃণাং দন্তমক্ষয়ং ॥ ৯৬ ॥

সুসমাহিত হইয়া বটেশ্বরকে বন্দন পূজন দর্শন করিলে, অক্ষয় সত্যাখ্য ব্রহ্মলোকে পিতৃগণকে নীত করেন ॥ ৯৫ ॥ গয়াতে ধর্ম-শিলাপুষ্ঠে, ও ব্রহ্মারশ্মানস সরোবরে, আর গয়াশীর্ষে এবং অক্ষয় বটে পিতৃ উদ্দেশে যে দান, তাহা অক্ষয় হয় ॥ ৯৬ ॥

অনন্তর বটপত্রশায়ী ভগবানের প্রণাম ।

ওঁ একার্ণবে বটস্থাগ্রে যঃশেতে যোগনিদ্রয়া ।

বালরূপধরস্তস্মৈনমস্তে যোগশায়িনে ॥ ৯৭ ॥

অক্ষয় বটগ্রে পত্র পুটক মধ্যে বালক রূপ ধারণ পূর্বক বিনি একার্ণবে যোগ নিদ্রার সহিত শয়ন করিয়া থাকেন, সেই যোগশায়ী ভগবানকে আমি নমস্কার করি ॥ ৯৭ ॥ ১ ॥

ওঁ সংসারবৃক্ষশস্ত্রায়া শেষপাপ হরায়চ ।

অক্ষয় ব্রহ্মদাত্তেচ নমোহক্ষয় বটৈব ॥ ৯৮ ॥ ২ ॥

এই সংসারবৃক্ষচ্ছেদক কুঠারাস্ত্ররূপ এবং শেষ পাপ হারক, অক্ষয় ব্রহ্মপদ প্রদাতা যে অক্ষয়বট, তাঁহাকে আমি নমস্কার করি, এই মন্ত্রে অক্ষয়বটকে প্রণাম করিবেন ॥ ৯৮ ॥ ২ ॥

ওঁ কলৌমহেশ্বরালোক। যেন তস্মাদাদাদায়ঃ ।

লিঙ্গরূপোত্তবস্তঞ্চ বন্দে ত্রী প্রপিতামহং ॥ ৯৯ ॥ ৩ ॥

কলিযুগে লোকের অদর্শন জন্য সর্বলোক মহেশ্বর আদি গদাধর, প্রতিমারূপ হইয়া গয়াক্ষেত্রে অবস্থিতি করিয়াছেন, সেই সর্বলোক পিতৃদেহ অগণিতা আদি দেবগদাধরকে আমি বন্দনা করি ॥ ৯৯ ॥ ৩ ॥

এই সকল প্রণাম মন্ত্রে নারায়ণকে ও অক্ষয়বটকে, এবং আদি-
দেব গদাধরকে প্রণামরূপ স্তুতি করিবেন ইতি !

ইতি ত্রীবায়ুপুরাণে সূতশৌনক সংবাদে গয়ামাহাত্ম্যে সপ্তমাধ্যায়ঃ ।

ইতি পঞ্চ দিবসীয় কৃতা কথনং সম্পূর্ণং ।

অষ্টম অধ্যায়ঃ ।

গয়যজ্ঞোপাখ্যান ।

সনৎকুমার উবাচ ।

যজ্ঞং চক্রে গয়রাজাবহ্নমং বহুদক্ষিণং ।

যত্র দ্রব্য সমূহানাং সংখ্যাকত্বং নশক্যতে ॥ ১ ॥

মহাযোগী সনৎকুমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা দেবর্ষি নারদকে কহিতেছেন ।
হে নারদ ! কেবল গয়ান্নর মন্তক আছে বলিয়া ইহার নাম গয়া-
ক্ষেত্র এমত নহে, পূর্বে মনুবংশ প্রসূত গয়নামে এক মহাপুণ্যবান
রাজার বাস ছিল, এবং তিনিও ঐ স্থানে বহুযজ্ঞ করেন একারণ
ইহার নাম গয়াধাম হইয়াছে । অতএব সেই গয়রাজার উপাখ্যান
শ্রবণ করহ ইত্যাদ্যাসঃ ।

পূর্বকালে এই স্থানে অতি পুণ্যশীল মহাতেজস্বী গয়রাজা বহু
অন্ন ও বহু দক্ষিণা দিয়া বহুতর যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন । যে যজ্ঞে
আহুত দ্রব্য সমূহের সংখ্যা করিতে শক্তি হয় না ॥ ১ ॥

সিকতা বা যথালোকে যথার্থ দিবিতারকাঃ ।

তথাবহ্নসুবর্ণাদৌ রসংখ্যাতাস্ত দক্ষিণাঃ ॥ ২ ॥

পৃথিবীতে যেমন বালুকার, আকাশে যেমন তারকার সংখ্যা হয়
না, সেইরূপ গয়রাজার যজ্ঞের বহুদ্রব্য জাত সুবর্ণাদি দক্ষিণারও
অসংখ্যত্ব জানিবে ॥ ২ ॥

নৈবেহ পূর্কে যেকৈচিৎ নকরিষ্যস্তি চাপরে ।

প্রশংসন্তি দ্বিজাস্তথা দেশে দেশে সুপূজিতাঃ ॥ ৩ ॥

পূর্বে একপা বহুদ্রব্য বায়ে কোন ব্যক্তি যে এমন যজ্ঞ করিয়া-
ছিল তাহার জ্ঞান নাই, পরে ভবিষ্যৎকালেও যে কোন ব্যক্তি
এমত যজ্ঞ করিতে সক্ষম হইবে তাহাও অজ্ঞাত দিগ্ধ হয় না ।
অদৃষ্টোক্ত পূর্বে সেই যজ্ঞে দেশ দেশান্তরাগত বিপ্রাংগেরা গয়কর্তৃক
দানমানে পূজিত ও পরিতুষ্ট হইয়া দেশেদেশে গয়রাজার ও গয়-
যজ্ঞের নিরন্তর প্রশংসা করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

স্বয়ংবিষ্ণুদয়স্তৃষ্ণাবরং ক্রহীতিচাক্রবন্ ।

গয়স্থান প্রার্থয়ামাস অতিশপ্তাশ্চ বেষুরা ।

ব্রহ্মণা তে দ্বিজাঃপূতাতবস্ত ক্রতুপূজিতাঃ ॥ ৪ ॥

ঐ যজ্ঞে বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণেরা স্বয়ং উপস্থিত হইয়া পরিতু-
ষ্ণাস্তঃকরণে গয়রাজাকে জ্ঞাতিষিত বর ষাট্শ্রী করিতে কহিলেন ।
গয়রাজা সম্মুখে সমুপস্থিত দেবগণের নিকট এই বর প্রার্থনা করি-
লেন, হে দেবগণেরা ! পূর্বে গয়াধামে ব্রহ্মকল্পিত বেসকল ব্রাহ্মণ-
গণ বিধিবাক্যোক্তানাংপরাধে ব্রহ্মাকর্তৃক অতিশপ্ত হইয়া পতিত
প্রায় রহিয়াছেন, নেই সকল ব্রাহ্মণগণেরা পবিত্র হইয়া পরিতুষ্ট-
রূপে যজ্ঞে স্পৃহিত হউন ॥ ৪ ॥

গয়াশ্রাদ্ধবিধানায় দ্বিজামূর্ত্যশ্চতুর্দশ ।

তেষাংবাক্যং প্রকুবীত যদিব্রহ্মাস্বয়ং ব্রজেৎ ॥ ৫ ॥

গয়াশ্রাদ্ধ বিধান নিমিত্তে ঐ ব্রহ্মকল্পিত চতুর্দশ গোত্র ব্রাহ্মণে-
রাই পৌরহিত্য করিবেন । তাঁহাদিগের বাক্যেই গয়াশ্রাদ্ধ সম্পন্ন
করিতে হইবে । যদি ব্রহ্মা স্বয়ং আপনি গয়ায় আসিয়া শ্রাদ্ধ
করিতে প্রবৃত্ত হন তথাপি এই ব্রাহ্মণদিগের বাক্যে তাঁহাকে কার্য্য
সম্পন্ন করিতে হইবে, এই বর মাত্র আমি প্রার্থনা করিলাম ॥ ৫ ॥

গয়ানিদিগের গোত্র চতুর্দশ কথন ।

গৌতমং কাশ্যপং কৌৎসং কৌশিকং কুণ্ঠমেবচ ।

ভারহাজং হৌশনসংবাৎস্তং পারাশরং তথা ।

হরিৎকুমারমাণ্ডব্যং লোকাক্ষিং লোমসংমহৎ ।

বাশিষ্ঠঞ্চতথাত্রেয়ং গোত্রাণ্যেবাং চতুর্দশ ॥ ৬ ॥

গৌতমগোত্র, কাশ্যপগোত্র, কোৎসগোত্র, কৌলিকগোত্র, কুথ-
গোত্র, ভারহাজগোত্র, উশনাগোত্র, বাৎস্তগোত্র, পারাশরগোত্র,
হরিৎ, কুমার, মাণ্ডব্যগোত্র, লোকাক্ষিগোত্র, বাশিষ্ঠগোত্র ইত্যাদি
চতুর্দশ গোত্রবিশিষ্ট ব্রহ্মকল্পিত গয়াধামের ব্রাহ্মণগণ পবিত্ররূপে
ষড়াহত হইবেন ॥ ৬ ॥

গয়াপুরীতি মন্মানাখ্যাতা ব্রহ্মপুরীযথা ।

এবমস্ত বরংদত্বা তথাচাস্তদধুঃ সুরাঃ ॥ ৭ ॥

গয়শ্চভোগান সংভূজ্য বিষ্ণুলোকং পরংযযৌ ॥ ৮ ॥

হে দেবাঃ ! আমার নাম গয়, অতএব গয়াপুরী নামে এই ক্ষেত্র
বিখ্যাত হইয়া সাক্ষাৎ ব্রহ্মপুরীর তুল্য পবিত্র হউক । এতৎ শ্রবণে
দেবগণেরা তথাস্ত বলিয়া বরপ্রদান পূর্বক তথাহইতে অন্তর্দ্বান
করিলেন ॥ ৭ ॥ অনন্তর গয়রাজ্যও বহুকাল তথায় রাজ্য করতঃ
নানাপ্রকার সম্পদে যুক্ত থাকিয়া অশেষ ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া পরে
নশ্বর পাঞ্চভৌতিক দেহ পরিত্যাগ পূর্বক সেই বিষ্ণুর পরমধামে
গমন করেন ॥ ৮ ॥

বিশালায়াং বিশালোহভূদ্রাজ পুত্রোহিব্রবীন্দ্রজান্ ।

কথং পুত্রাদয়োমেত্যা বিশালং চাক্রবন্দ্ৰিজাঃ ॥ ৯ ॥

বিশালা নগরীতে বিশালনামক এক রাজপুত্র সন্তুষ্টিতে ব্রাহ্মণ-
গণের নিকট প্রায় করিলেন, হে ভূদেবগণ ! আমি অপুত্রকতা
নিমিত্ত অতি কাতর হইতেছি, অতএব কি কর্ম করিলে আমার
পুত্রাদি উৎপত্তি হয় তাহা আমায় করুন, এই রাজবাচ্য শ্রবণে
তঁাহাকে ব্রহ্মণেরা কহিয়াছিলেন ॥ ৯ ॥

গয়ায়াং পিণ্ডদানেন তৎসর্বং কবিষ্যতি ।

বিশালোপি গয়াশীর্ষে পিণ্ডঃ পুত্রবানভুং ॥ ১০ ॥

হে বিশালরাজ ! তুমি গয়াক্ষেত্রে গিয়া পিতৃলোকের উদ্দেশে পিণ্ডদান কর, তাহা হইলে পিতৃ প্রসাদে তোমার মনোভিলাষ সকল পরিপূর্ণ হইবে । ব্রাহ্মণগণের এই বাক্য শ্রবণে বিশালরাজাও গয়াধামে গিয়া পিণ্ডদান করতঃ পুত্রবান হইয়াছিলেন ॥ ১০ ॥

দৃষ্ট্যাকাশে সিতংরক্তং কৃষ্ণং পুরুষমব্রবীৎ ।

কেযূরংতেমুচৈবৈকঃ সিতপ্রোচে বিশালকং ॥ ১১ ॥

যৎকালে বিশালরাজা গয়াশীর্ষে পিণ্ডদান করিয়াছিলেন, তৎকালে গগনমণ্ডলে অবস্থিত শ্বেতবর্ণ, ও রক্তবর্ণ এবং কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ ত্রয়কে দেখিয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনারা কে কি নিমিত্ত গগনস্থ হইয়া রহিয়াছেন, আমি আপনাদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসু হইয়াছি, অতএব আমাকে আপন আপন পরিচয় প্রদান করুন । এতৎ বিশালবাক্য শ্রবণে, প্রথমতঃ শ্বেতবর্ণ পুরুষ রাজাকে কহিতেছেন । ১১ ।

অহংসিতস্তেজনক ইন্দ্রলোকাদিহাগতঃ ॥

মমপুত্র পিতারন্তোব্রহ্মহা পাপকুতমঃ ।

অয়ংপিতামহঃ কৃষ্ণোঋষয়োষেন যাতিতাঃ ॥ ১২ ॥

হে পুত্র ! আমি শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট পুরুষ তোমার পিতা হই, পূর্বে স্বপুণ্যফলে ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, এক্ষণে তদন্ত পিণ্ড গ্রহণার্থে ইন্দ্রলোক হইতে আগত হইলাম ; যিনি কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ তিনি আমার পিতা, ইনি ব্রহ্মহত্যাকরণ নিমিত্ত রক্তকুণ্ড নদ্রকবানে রক্তবর্ণ হইয়াছেন, সংপ্রতি তবদত্ত পিণ্ড প্রাপ্ত্যাশয়ে অত্রাণত হইয়াছেন । যিনি কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ, তিনি আমার পিতামহ, তোমার পিতামহ, ইনি মহা পাপাত্মা সমস্ত ঋষিলোকধাত্ত হইলেন । ১২ ।

অবীচী নরকঃ প্রাপ্তৌ মুক্তোত্তং পিণ্ডদানতঃ । ১৩ ।

হে রাজন! অবীচী নাম নরকপ্রাপ্ত এই রক্ত কুক পুরুষদ্বয়
অর্থাৎ তোমার পিতামহ, ও প্রপিতামহ, এক্ষণে গয়াশিরে পিণ্ড-
দান হেতুক দারুণ যম বস্ত্রণায় পরিমুক্ত হইয়া ইঁহারা নরক হইতে
উদ্ধার হইলেন । ১৩ ।

তর্পণ মন্ত্রঃ ।

ও পিতৃন্ পিতামহাংশৈব তথৈব প্রপিতামহান্ ।

প্রীগয়ামীতি যতোয়ং ত্রয়াদত্ত মরিন্দম ॥ ১৪ ॥

পিতা পিতামহ এবং প্রপিতামহ, ইঁহারা সকলে পরিতৃপ্ত হউন,
আমি তাঁহাদিগের তৃপ্তার্থে তর্পণ করিতেছি । হে অরিন্দম! এই
মন্ত্র উচ্চারণতঃ তৎকর্তৃক জলদানে এবং পিণ্ডদানে আমরা পরিতৃপ্ত
হইলাম । ১৪ ॥ যথা মন্ত্রের পৃথক উচ্চারণ ।

(পিতৃন্ প্রীগয়ামি । পিতামহান্ প্রীগয়ামি,

প্রপিতামহান্ প্রীগয়ামি) । ১৪ ।

ভেনাস্মদ্যুগপদ্যোগো যাতো বাক্যেন সত্তম ।

মুক্তোহং ত্রিদিবাং পুত্র এজামঃ স্বর্গমুত্তমং । ১৫ ।

হে পুত্র! তোমার দত্ত পিণ্ড ও জল প্রাপ্তে আমরা এক কলীন
সকলেই পরিমুক্ত হইয়া স্বর্গপ্রাপ্ত হইলাম, এবং আমিও স্বকৃত
শুভকর্ম ফলে ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, এক্ষণে সেই ইন্দ্র-
লোক হইতে তদন্ত পিণ্ডদানকালে উত্তম স্বর্গে চলিলাম, অর্থাৎ
অজর অক্ষয় অলোক ঋত্বিকুর পরমপদে গমন করিলাম । ১৫ ।

এবং পুত্রৈশ্চ কর্তব্য। পিতৃণাং মুক্তিরুত্তমা ।

অধরাজ্যং চিরং কুত্বা ভুক্তা ভোগান্ স্বহস্ততান্ ।

যজ্ঞান্ সদক্ষিণান্ কুত্বা চান্তে মোক্ষং মবাশ্রমি । ১৫।

এইরূপ পিতৃগণের পরমামুক্যপায়িনী ক্রিয়া করা পুত্রদিগের সর্বতোভাবে কর্তব্য হয়। অতএব তুমি অতি সংপুত্র, পুত্রোচিত কর্ম দ্বারা আমাদিগের উদ্ধার করিলে, এ কারণ সংপুত্র আশীর্বাদ করিতেছি। তুমি বহুকাল ব্যাপিয়া জীবিত থাকিবে, এবং স্বহস্তে মর্ত্যসুখ সম্ভোগ করতঃ নরলোকোচিত সদক্ষিণ বহু যজ্ঞাদি কর্ম করিয়া অন্তকালে নশ্বর পাঞ্চভৌতিক কলেরর ত্যাগে বিমুক্তলোকে গমন করিবে। ১৬।

এবং লক্ষ বরে। রাজা রাজ্যং কুত্বা দিবং গতঃ ।

প্রেতরাজঃ সহ প্রেতো গয়াশ্রাদ্ধাদিবং গতঃ ॥ ১৭॥

এতৎ বর প্রদান করতঃ তাঁহার পিতৃলোকেরা স্বর্গে গমন করিলে পর, বিশাল ভূপতি পিতৃলোক কর্তৃক বর লাভ করতঃ স্বরাজ্যে আগত হইয়া যথাধর্ম্মে রাজ্য রক্ষণ করিয়া অন্তে স্বর্গলোকগামী হন। অপর প্রেতরাজ নামে কোন রাজা পূর্বে ছিলেন, তিনিও গয়াশ্রাদ্ধ ফলে প্রেত পরিবার সহিত পবিত্র হইয়া স্বর্গপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতীতরে সংক্ষেপতঃ তদাখ্যান ব্যস্তীকৃত হইয়াছে ১৭।

প্রেতঃ কশ্চিৎ বিমুক্ত্যর্থং বাণিজ্যং কঞ্চিদব্রবীৎ ।

যস্য নাম্না গয়াশীর্ষে পিণ্ড নিষ্কাপণং কুরু ॥ ১৮ ॥

কোন এক প্রেত আত্মবিমুক্তির নিমিত্তে তীর্থগত্, কোন এক বণিককে কহিয়াছিলেন। হে জাতঃ! তুমি গয়াক্ষেত্রে গিয়া অল্পগ্রহ পূর্বক গয়াশীর্ষে আমার নাম উল্লেখ করতঃ পিণ্ডদান করিহ। ১৮।

প্রেতভাব বিষ্ময়ার্থং স্বং গৃহাণ ধনং মম ।

তদ্বনং সর্বমাদায় গয়াযজ্ঞে ব্যয়ং কুরু ॥ ১৯ ॥

আমার প্রেতভাব বিষ্মতির নিমিত্ত আমি তোমাকে আমার সমস্ত ধন প্রদান করিতেছি, তুমি গয়াশ্রাদ্ধরূপ মহদযজ্ঞে সেই ধন ব্যয় করিহ । ১৯ ।

অত্ৰান্তরে আখ্যায়িকা যথা ।

*পূর্বকালে কোন এক বণিকবৃদ্ধুপজীবী ব্যক্তি প্রভূত ধনরত্নাদি লইয়া এবং বহু প্রেযাগণ সঙ্গে বণিজ্যার্থে স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্বক বিদেশে গমন করেন । পরে এক দেশে সনাগত হইয়া বাসার্থ এক বাটী নির্মাণ করিয়া তথায় ব্যবসায় করিতে আরম্ভ করিলেন । কিন্তু ব্যবসায় উপযোগী কতক ধন বাজে রাখিয়া অপর প্রভূত মূল্যবান রত্নাদি মুক্তিকাতলে পোষিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহার সম্ভান কেহই জানিতে পারেন নাই । তাহাকে প্রভূত ধনবান জানিয়া কতকগুলিন শত্রুপাণি সম্মুখ একদা নিশিযোগে তৎপরে আগমন করতঃ সহ দলবল বণিককে নিহত করিয়া বাহ্যস্থিত সমস্ত ধন অপহরণ করিয়া লইয়া যায় । অপঘাত মৃত্যু জন্য বণিক সহ ক্ষত্যাগণ প্রেতরূপাপ্ত হইয়া তদবধি সেই স্থানে ঐ পোষিত ধন মোহে অধিবাস করিতেছিলেন, কিন্তু প্রেতরূপ প্রাপ্তহেতু সমূহ বস্ত্রাঙ্গালালে আবদ্ধ হইয়া আত্মা পরিমুক্তির উপায় চিন্তা করিয়াই করিতেন । দৈবায়ত্ত কোন এক বণিক আত্ম পিতৃগণের পরিমুক্ত্যার্থে কাৰ্পটিক বেশে গয়াধামে গমন করিতেছিলেন, দৈবায়স্যাকালে ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া সেই রাত্রি বাপনার নিমিত্ত তথায় অবস্থিতি করিলেন । তদ্রূপে ঐ প্রেতরাজ নিশীথ সময়ে বণিককে কহিলেন । হে বণিকবর ! তোমাকে অতি ধার্মিক দেখিতেছি, যে হেতু তুমি পিতৃশ্রাদ্ধ করিতে গয়াধামে গমন করিতেছ, অতএব আমি আপনাকে একটি নিবেদন করিব, আপনি তাহা শ্রবণ করতঃ

অন্য প্রতি দয়া প্রকাশ করহ; আমিও বণিকজাতি, সহ ভৃত্যদলস্বাগণ কর্তৃক হত হইয়া এই স্থানে প্রেতর প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছি, এই বৃক্ষতলে আমার প্রভূত ধন পোষিত আছে, এক্ষণে আর প্রেত দেহে যন্ত্রণাতার বহন করিতে পারি না, অতএব তুমি আমার সমস্ত ধন গ্রহণ করতঃ গয়াতে গিয়া আমার নামে পিণ্ডদান করহ, এই সমস্ত ধন আমি তোমাকে বিভাগ করিয়া দিতেছি। যথা ।

• ষড়ংশং পঞ্চভাগাংশচ তুভ্যাং বৈ দত্তবানহং ।

স্বনামনি যথা ন্যায় সম্যাগাখ্যাতবানহং ॥ ২০ ॥

হে বণিক জাতিঃ ! আমার ঐ সমস্ত ধনকে ছয়ভাগ করতঃ তাহার পঞ্চমভাগ তোমাকে প্রদান করিলাম, তুমি সেই ধনের স্বত্বাধিকারী হইয়া অপর সকল ধন মন্যমোহে গয়াপ্রাক্ষার্থে ব্যয় করিবে, ইহা তোমাকে বিখ্যাত করিয়া কহিলাম । ২০ ।

গত্বা বণিক গয়াশীর্ষে প্রেতরাজ্য পিণ্ডকং ।

প্রদদৌ মনুজৈঃ নার্কং স্থপিতৃভ্যস্ততো দদৌ ॥ ২১ ॥

প্রেতরাজ্যে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ঐ বণিক ভূতলস্থ তদ্বন উত্তোলন করতঃ তদ্ব্যক্তিগত বিভাগক্রমে গ্রহণপূর্বক গয়া-ধামে গিয়া সন্তৃত্যাদি প্রেত রাজার নানোন্মেষ করিয়া গয়াশীর্ষে পিণ্ডদান করিলেন । অনন্তর আপন পিতৃলোকের উদ্ধারার্থে পিণ্ডদান করিয়া বণিক স্বগৃহে গমন করেন । ইহা উত্তরলোকায়নয় । ২১ ॥

প্রেতঃ প্রেতরূপে নিশ্চরিত্বা বণিক স্বগৃহে মগতঃ । ২২ ।

ঐ গয়াশীর্ষে পিণ্ডদানাদীন সহ পরিবারে প্রেত রাজার প্রেতরূপে পরিমুক্তি ও বণিকেরও পিতৃগণের উদ্ধার হয় । অতঃপর বণিক স্বগৃহে গমন করেন । ২২ ॥

ভাৎপর্য্য।—গয়াদ্বারের কি অপরীক্ষিত মাহাত্ম্য ও পিণ্ডদানের কি আশ্চর্য্য কনতা? দেখ যে কোন ব্যক্তির নামোল্লেখ করিয়া পিণ্ডদান করিলেই তাহার পরিমুক্তি হয় । ২২ ॥

এবং গয়স্য শস্তোশ্চ ক্ষেত্রং বিকোরবেন্তথা ।

উপোষিতোহথ গায়ত্রী তীর্থে নদ্যাং সমাহিতঃ ।

গায়ত্র্যাঃ পুরতঃ স্নাত্বা প্রাতঃ সন্ধ্যাং সমাচরেৎ ।

শ্রাদ্ধং সপিণ্ডকং কুত্বা নয়েৎ ব্রহ্মণ্যতাং কুলং ॥ ২৩

যে প্রকার গয়ানীর্ষে পিণ্ডদানের মাহাত্ম্য, সেইরূপ গয়াক্ষেত্র, শস্তুক্ষেত্র, বিষুক্ষেত্র, এবং সূর্য্যাক্ষেত্রের মহিমাও জানিবে, অর্থাৎ এই সকল তীর্থে স্নান ভর্পণ শ্রাদ্ধে পিতৃলোকের উদ্ধার হয়। এবং মহানদীস্থিত গায়ত্রীতীর্থে উপবাস করতঃ গায়ত্রী মূর্ত্তির সম্মুখে প্রাতঃস্নান পূর্ব্বক প্রাতঃ সন্ধ্যোপাসনা করিয়া পিতৃলোকের সপিণ্ডক শ্রাদ্ধ করিলে, স্রীয বংশের সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যত্ব প্রাপ্তি হয় । ২৩ ।

ভাৎপর্য্য।—যেমন গয়ামাহাত্ম্য, তদ্রূপ, শস্তুতীর্থ কান্ধী, বা কান্ধী বিষ্ণুতীর্থ, মথুরা, বা কান্ধী, প্রয়াগ এবং গয়াক্ষেত্র, রবীতীর্থ কোণার্ক, গায়ত্রীতীর্থ, পুষ্কর, এ সকল স্থানেও পিণ্ডদান করিলে ব্রহ্মতা প্রাপ্তির অনুশাসন আছে। কিন্তু গয়াক্ষেত্রে এ সমুদায় তীর্থের সমাগমন হেতু গয়ার মধ্যেই সেই সেই তীর্থ স্থানে পিণ্ডদানাদি করিবার বিধি দিয়াছেন। অর্থাৎ গয়াতে শ্রাদ্ধ করিলে আর তন্ত্ৰ-তীর্থে গমন করিবার বড় আবশ্যকতা রাখে না । ২৩ ॥

তীর্থে সমুদিতে স্নাত্বা সাবিত্র্যাঃ পুরতোনরঃ ।

সন্ধ্যাষুপাস্য মধ্যাহ্নে নয়েৎ কুলশতং দিবং ॥ ২৪ ॥

অনন্তর প্রকাশ্যমান সূর্য্যোদয়ে সাবিত্রীতীর্থে স্নান করতঃ সান্নি-
তীর অগ্রে মধ্যাহ্নে সন্ধ্যা উপাসনায় একশত পুরতঃ স্নানপ্রাপ্তি
হয় । ২৪ ।

পিণ্ডদানং ততঃ কুর্যাৎ পিতৃণাং মুক্তিকাময়া ।

প্রাচী সরস্বতী তীর্থে স্নাত্বা চাপি যথাবিধিঃ । ২৫ ।

বহুজন্মকৃতাং সন্ধ্যা লোপান্নুক্ত্রিসন্ধ্যাকুৎ ।

সন্ধ্যা মুপাশ্চ সায়াহ্নে বিষ্ণুলোকং নয়েৎ পিতৃন্ । ২৬ ।

ঐ সাবিত্রীতীর্থে পিতৃলোকের মুক্তি কামনায় পিণ্ডদান করিলে এবং তৎসান্নিপ, প্রাচীসরস্বতীতীর্থে স্নান করতঃ যথাবিধি সায়াহ্ন সন্ধ্যাণাসনা করিলে, পিতৃলোকের বিষ্ণুলোকে গতি হয় ॥ ২৫ ॥ এবং ঐ সরস্বতী তীর্থে ত্রিসন্ধ্যাকুৎপুরুষ বহু জন্মকৃত সন্ধ্যালোপ, পাতক হইতে পরিমুক্ত হয় । ২৬ ।

বিশালায়াং লেলিহানে তীর্থেচ ভরতাশ্রমে ।

পাদাক্ষিতে মুণ্ডপৃষ্ঠে গদাধর সমীপতঃ ।

তীর্থেচাকাশ গঙ্গায়াং গিরিকর্ণ মুখেষুচ ।

স্নাতোহথ পিণ্ডদো ব্রহ্মলোকং কুলশতং নয়েৎ । ২৭ ।

এব বিশালা, লেলিহান, ভরতাশ্রম, পাদচিহ্নাবিত মুণ্ডপৃষ্ঠ, গদাধর সমীকট, আকাশগঙ্গা, ও গিরিকর্ণমুখ ইত্যাদি সকল তীর্থে স্নান করতঃ পিণ্ডদান করিলে শত সংখ্যক পিতৃলোকের ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয় । ২৭ ।

দেবনদ্যাং বৈতরণ্যাং স্নাতঃ স্বর্গং নয়েৎ পিতৃন্ ।

স্নাতো গোদো বৈতরণ্যাং ত্রিঃসপ্ত কুলমুচ্ছরেৎ । ২৮ ।

গয়াতে দেবরূপা বৈতরণী নদীতে যে ব্যক্তি স্নান করে, তাহার পিতৃলোকের স্বর্গে গমন হয় । আর ঐ বৈতরণী নদী জলে স্নান করিয়া গোদান করিলে, দাতার একবিংশতি কুলের উদ্ধার হয় । ২৮ ।

সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং বৈতরণ্যাস্তু নারদ ।

একবিংশ কুলান্যাস্তু স্তারয়ে স্তাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৯ ॥

মহাযোগী সনৎকুমার নারদকে কহিতেছেন । হে নারদ ! আমি
তোমাকে দ্বিগতা করিয়া ইহা কহিতেছি, যে গয়াক্ষেত্রস্থিতা পিতৃ
নিস্তারিণী বৈতরণী নদীতে স্নান দানাদি করিলে এক বিংশতি
কুলকে নিস্তার করা হয় তাহাতে সংশয় নাই । ২৯ ॥

যমদ্বারে মহাঘোরে যাসা বৈতরণী নদী ।

তামহং তত্তু মিচ্ছামি কৃষ্ণাংগাং প্রদদন্নিমাং ।

অশক্তো যদিবা শক্তো গোপ্রদানং করোতিযঃ ।

দেবনদ্যাং গোপ্রদানে শ্রাদ্ধকৃৎ স্বর্গয়েৎ পিতৃন্ ।

যাস্তে বৈতরণী নাম্নী নদী ত্রৈলোক্য বিপ্রতা ।

সাবতীর্ণা গয়াক্ষেত্রে পিতৃণাং তারণায় বৈ । ৩০ ।

ত্রিলোক বিখ্যাতা যে বৈতরণীনাম্নী নদী আছে, সেই বৈতরণী
পিতৃলোকের নিস্তারণার্থে গয়াক্ষেত্রে স্বয়ং অবতীর্ণা হইয়াছেন ।
মহাঘোরভীষণা যমরাজ দ্বারে যে বৈতরণীনদী, সেই বৈতরণী ত্রিতে
ইচ্ছা করিয়া আমি এই কৃষ্ণা গাবিদান করিলাম । শক্ত বা অশক্ত
হইয়াও যে গোদানকরে, অর্থাৎ সাক্ষাৎ গো বা তন্মূলা দান করে,
এবং ঐ মহানদীতে শ্রাদ্ধ করে, তাহার পিতৃগণের স্বর্গলোকে
গতি হয় ॥ ৩০ ॥

ত্রিরাত্রোপধনেনৈব তীর্থাভিগমনে নচ ।

অদত্বা কাঞ্চনং কাশ্চ দরিদ্রো জায়তে নরঃ ॥ ৩১ ॥

বৈতরণী তীর্থে অতিগমনপূর্বক ত্রিরাত্র বাস ও উপবাস দ্বারা
যে ব্যক্তি গোদান, ও কাঞ্চন দান না করে, সে ব্যক্তি অসংখ্য
দরিদ্র হইয়া লব্ধ গ্রহণ করে, অর্থাৎ গয়াক্ষেত্রে গিয়া যে ব্যক্তি

বৈতরণীতে স্নান ও গো হিরণ্যাদি দান না করে, সে ব্যক্তি জন্মান্তরে
নিশ্চয় হয় ॥ ৩১ ॥

যুতকুলা মধুকুলা দেবিকাচ মহানদী ।

শিলায়াঃ সঙ্গমো যত্র মধুশ্রবা প্রকীর্তিতা ।

অযুতং চান্ধমেধানাং স্নান ক্লান্তততে নরঃ । ৩২ ॥

দর্শনশিলা সহিত মিলিতা যুতকুলা, মধুকুলা, এবং মহানদী,
দেবিকা এই চারি সরিৎকে মধুশ্রবা বলিয়া বিখ্যাত করেন ।
ইহাতে স্নান করিলে স্নান ক্লান্ত পুরুষের দশ সহস্র অশ্বমেধের ফল
লাভ হয় ॥ ৩২ ॥

গোদাবর্যাং বৈতরণ্যাং যমুনায়াং তথৈবচ ।

শ্রাদ্ধং নপিতৃকং কুত্র পিতৃদানং তথৈবচ ।

কুলানাং শত মুক্ত্য বিষ্ণুলোকং নয়েন্নরঃ ॥ ৩৩ ॥

সর্বলোক বিখ্যাতা মধুশ্রবাদিতে এবং গোদাবরী, বৈতরণী ও
যমুনাতে পিতৃদানপূর্বক শ্রাদ্ধ অথবা কেবল পিতৃদান মাত্র করিলে
শতকুলের উদ্ধার করিয়া শ্রাদ্ধ পিতৃগণের সহিত বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত
হয় ॥ ৩৩ ॥

দশাশ্বমেধিকে হংসতীরে চামর কংকটে ।

কোটিতীরে রুক্মকুণ্ডে পিতৃদঃ স্বর্ণয়েৎ পিতৃন ॥ ৩৪ ॥

এবং দশাশ্বমেধিকতীরে, হংসতীরে, অমরকংকটতীরে, কোটি
তীরে এবং রুক্মকুণ্ড তীরে, পিতৃলোকের উদ্দেশে পিতৃদান করিলে,
পিতৃদাতা পিতৃগণকে স্বর্গলোকে নীত হন ॥ ৩৪ ॥

বৈতরণ্যাং যুতকুলাং মধুকুলাং তথৈবচ ।

কোটিতীরে নরমাতা দৃষ্টাকোটিশ্রবশ্বযঃ ॥ ৩৫ ॥

কোটি জন্মভবেদ্বিশ্রো ধনাঢ্যো বেদপারগঃ ।

মার্কণ্ডেয়েশ কোটিশৌ নত্মাস্তাং পিতৃতারকঃ । ৩৬ ।

বৈতরণী, ঘৃতকুলা, মধুকুলা ও কোটিতীরে যে ব্যক্তি স্নান করতঃ কোটিশ্বর মহাদেবকে দর্শন করে, সেই ব্যক্তি কোটি জন্ম ব্রাহ্মণ হয়, এবং ধনবান, ও বেদপারগ হয় । মার্কণ্ডেয়েশ্বর ও কোটিশ্বর দেবকে প্রণাম করিলে, প্রণামীজন পিতৃলোকের নিস্তারক হয় অর্থাৎ তাহার পিতৃলোক অসংশয় উদ্ধার হয় ॥ ৩৫ ॥ ৩৬ ॥

অত্রান্তরে মরীচির আখ্যান কহিতেছি ।

পূর্বে মরীচি যখন নিরপরাধিনী নিজপত্নী ধর্মসুতা ধর্মব্রতাকে নিজারণে অভিগুপ্ত করিয়াছিলেন, তৎকালে ঐ পতিব্রতা মাধ্বী নিজপতি মরীচিকেও এই শাপ দিয়াছিলেন, যে আমি আপনাকে আর কি বলিব ? আপনি অনাদিনিধন কল্যাণ কারণ মহাদেব শিব হইতে অভিগুপ্ত হইবেন, বর্তমান সময়ে সেই অভিশাপের কারণ কহিতেছি, অর্থাৎ মরীচি মুনি যে প্রকারে শিব সন্নিধানে শাপগ্রস্থ হন, তাহা শ্রবণ করহ ।

রুক্ম পার্ধ্যাতক বনে পার্কত্যাসহ শঙ্করঃ ।

রহস্যে সংস্থিতোরেমে যুগানামযুতং পুরা ॥ ৩৭ ॥

ষড়্বি সনৎকুমার নারদকে কহিতেছেন । হে নারদ ! পূর্বকালে মন্দরপর্বতোপরি কনক পারিজাত কাননে ভগবান ভব অতি নির্জনে অবস্থিত হইয়া পর্বতীর সহিত দশ সহস্র যুগ পরিমাণ কালপর্যন্ত ক্রীড়া করেন ॥ ৩৭ ॥

মরীচিঃকল পুষ্পার্থং পার্ধ্যাতক বনংগতঃ ।

দৃষ্টাশঙ্কো মহেশেন যন্তুংসুখ বিঘাতকঃ ॥ ৩৮ ॥

একদা মরীচি মুনি কল পুষ্পাহরণার্থে ঐ পারিজাত বনে গিয়া

উপস্থিত হন, সেই স্থান হরপার্বতীর বিহরণ স্থল ; তাহা মরীচি বিজ্ঞাত হইতে না পারিয়া দৈবাৎ প্রবেশ করিয়া ক্রীড়াসক্ত হর-গৌরিকে দর্শন করিলেন । এবং ভূতভাবন শঙ্করও তৎকালোচিত স্মৃতিবিঘাতক রূপ মরীচিকে দেখিয়া রতি স্মৃতিভঙ্গজনিত মহাক্রোধে মরীচিকে এই অভিশাপ প্রদান করেন । রে মহামূঢ় ! তুই রতি স্মৃতিভঙ্গ, অতএব আমার শাপে চির দ্বঃখী হইয়া যন্ত্রণা ভোগ কবিবে ইত্যন্তরে অময় ॥ ৩৮ ॥

দ্বঃখী ভাবতি তদ্রীতো মরীচিস্তুষ্টুবে শিবং ।

তুষ্টিঃ প্রোবাচ তৎ শস্তু রুগ্ষ বর মুত্তমং ॥ ৩৯ ॥

মহাদেব মরীচিকে এই অভিশপ্ত করিলেন রে রতিস্মৃতি বিঘাতক । তুমিরতিবিঘাতে দ্বঃখী হইবে, তখন ভীতহইয়া মরীচি কাতরগর্ত্ত বহুবচন বিন্যাসপূর্বক শিবকে স্তব করিতে লাগিলেন, তৎকৃত স্তবে মহাদেব পরিতুষ্ট হইয়া পুনর্বার প্রসন্নতা সূচক বর প্রদানার্থ তাহাকে কহিলেন । রে বৎস ! আমি প্রসন্ন হইয়াছি, তুমি এক্ষণে আশ্রয় অভিলষিত বরপ্রার্থনা করহ ॥ ৩৯ ॥

শাপান্তবতু মুক্তির্মে মরীচিঃ প্রাহশঙ্করং ।

ভবেদারায়ানং মুক্তিস্তে শিবোক্তঃ প্রযযৌগয়াং । ৪০ ।

মরীচি মহাদেবকে প্রসন্ন দেখিয়া প্রার্থনা করিলেন, হে প্রভো ! যদি মৎপ্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে ভবদন্ত শাপ হইতে আমাকে পরিমুক্ত করুন । মহাদেব আশুতোষ, তিনি স্বীয় আশুভোধতা-গুণে পরিতুষ্ট চিন্তে কহিলেন, বৎস ! তুমি সত্ত্বর গয়াধামে গমন করহ, তথায় তোমার শাপমুক্তি হইবে, এতৎ শস্ত্বাকা শ্রবণে মহামুনি শিবকে প্রণাম করিয়া গয়াতে গমন করিলেন ॥ ৪০ ॥

শিলাস্থিত স্তপস্তেপে সর্বেষাং কৃষ্ণরক্ষসং ।

মরীচিরীশ্বরাচ্ছৃণুঃ কৃষ্ণং মগমৎ পুরা ॥ ৪১ ॥

মরীচি গয়ামাকে আজ শাপ বিমোচন স্থান জানিয়া তত্রাগত হইয়া ধর্মশীলার উপর সংস্থিত করতঃ সর্বলোকের সুচক্রণীয় কষ্টগ্রহণপূর্বক তপস্তা করিতে লাগিলেন। পূর্বে যৎকালে মহাদেব হইতে শাপগ্রস্ত হন তখন তাহার কলেবর কলুষ ভূতত্ত্ব প্রযুক্ত ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছিল ॥ ৪১ ॥

তপসাদারুণে হ সবিশ্র শুক্লতাং গতঃ ।

হরিকৃচে মরীচিঞ্চ বরং বৃণুহি পুত্রকং ॥ ৪২ ॥

সুদারুণ তপস্তাদ্বারা মরীচি কিছুকাল পরে কৃষ্ণতা পরিত্যাগ করতঃ শুক্লতা প্রাপ্ত হইলেন, অর্থাৎ নিক্সিলিষ হওয়াতে তাঁহার পরিপূর্ণ শরীর হইল! অনন্তর তত্তপপ্রভাবে ভগবান নারায়ণ তৎ সন্নিধানে সমাগত হইয়া মরীচিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন। হে পুত্র আমি বরদ হইয়াছি, মৎসকাশে তুমি বর যাচঞা করহ ॥ ৪২ ॥

কি মলভ্যং হি ত্রুতুষ্টে মরীচিঃপ্রাহ মাধবং ।

হরশাপাদ্বিমুক্তোহং শিলাভবতু পাবনৌ ॥ ৪৩ ॥

মরীচি ভগবানকে সাক্ষাতে দর্শন করিয়া কহিলেন। হে প্রভো! তুমি সর্বপ্রদ সর্বেশ্বর সর্ব সন্তুজনীয়, তুমি প্রসন্ন হইলে আর কি অলভ্য থাকে, এক্ষণে তবদর্শনে আমি হরশাপ হইতে বিমুক্ত হইলাম, তথাপি তবাক্রায়সারে এই প্রার্থনা করিতেছি, যে আমি যে শিলাতে উপবিষ্ট হইয়া তপস্তা করিলাম, সেই মত্তপশ্চোপ যোগিনী শিলা অধুনা তব প্রসাদে সর্বলোকের পবিত্রকারিণী হউন ॥ ৪৩ ॥

ভূয়ান্মুক্তি করীচেষং তথেষুক্তা দিবংগতঃ ॥ ৪৪ ॥

মরীচির প্রার্থনামুসারে ভগবান কহিলেন। হে মরীচে! মৎ প্রসমভাতে তুমি শিলা শাপে পরিমুক্ত হইবে, আর এই শিলাও সর্ব

পাবনগুণ শালিনী জীবের মুক্তি কারিণী হইবেক । এই কথা কহিয়া
শ্রীহরি বৈকুণ্ঠাখ্য স্বর্গলোকে গমন করিলেন ॥ ৪৩ ॥

দিবৌকমাং পুষ্করিণী সমাসাদ্য নরঃশুচিঃ ।

যত্রদত্তং পিতৃভ্যস্তু ভবত্যক্ষয় মিত্যুতঃ ॥ ৪৫ ॥

গয়াধামে দেবতাদিগের কৃত যে পুষ্করিণী আছে, তাহার নাম
দেব সরোবর, তাহাকে প্রাপ্ত হইয়া শুচি শুদ্ধচিত্তে পিতৃলোকের
শ্রাদ্ধ তর্পণ পিণ্ডদানাদি করিলে পিতৃলোকে তৎফল অক্ষয়রূপে
প্রাপ্ত হয় ॥ ৪৪ ॥

তত্রস্নাতো দিবং যাতি সশরীরেণ মানবঃ ।

পাপমূলাং প্রজাহাত্যেব জীর্ণত্বচ মিবোরগঃ । ৪৬ ।

সেই সরোবর জলে মনুষ্য মাত্র স্নাত হইলে সমস্ত পাপকে পরি-
মুক্ত হয়, যেমন জীর্ণ হইলে সর্পগণ পুরাতন ত্বকু পরিভ্যাগ করে ;
ঐ রূপ মনুষ্যের সশরীরে স্বর্গ গমনের ক্ষমতা জন্মে ॥ ৪৬ ॥

তৎপাক্ৰমবনং তত্র পুণ্যকৃষ্টি নির্ষেবিতং ।

পাণ্ডু শিলা বৈ তত্রাস্তে শ্রাদ্ধং যত্রাক্ষয়ো ভবেৎ । ৪৭

ঐ গয়াধামে তৎ সরোবরে পুণ্য কুৎ ব্যক্তিদিগের নিষেবিত যে
পাক্কজ কানন আছে, কেহ কহেন চম্পক বন আছে, উন্মধ্যে যে
পাণ্ডুবর্ণ শিলা, তাহাতে পিতৃলোকের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিয়া পিণ্ড-
দান করিলে তৎফল অক্ষয় হয় ॥ ৪৭ ॥

যুধিষ্ঠিরস্তু তস্মাৎহি শ্রাদ্ধং কৰ্ত্তুং যযৌমুনে ।

তত্রকালে পাণ্ডুনোক্তং মদ্বস্তে দেহি পিণ্ডকং ।

হস্তং ত্যক্তাশিলায়াঞ্চ পিণ্ডদানং চকারসঃ । ৪৮ ।

মহারাজা সত্যধর্ম প্রতিপালক যুধিষ্ঠির, গয়াধামে গিয়া স্থপিতা
পাণ্ডুরাজার উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিয়া যখন পিণ্ডদানের উদ্দেশ্য করেন,

তৎকালে স্বয়ং পাণ্ডু সাক্ষাৎ হইয়া কহিলেন, পুত্র! যুধিষ্ঠির! আমি স্বয়ং আসিয়াছি, তুমি আগার হস্তে পিণ্ডদান করহ। এতৎ পিতৃবাক্য শ্রবণে সৰ্ব্ব দর্শাজ্ঞ মহারাজা যুধিষ্ঠির তদ্বাক্যে বিমোহিত না হইয়া বিধি শাস্ত্রানুসারে ঐ শিলাতে পিণ্ডদান করিলেন, সাক্ষাৎ পিতার হস্তে পিণ্ডদান করিলেন না ॥ ৪৮ ॥

শিলায়াং পিণ্ডদানেন প্রহৃষ্টোবাস নন্দনঃ ।

বরং স্বপুত্রায়দদৌ রাজ্যং কুরু মহীতলে ।

অকণ্টকঞ্চ সম্পূর্ণং ত্বং মে ভ্রাতাহি পুত্রক ॥ ৪৯ ॥

শিলোপরি যখন রাজা পিতৃ উদ্দেশে পিণ্ডদান করিলেন, তখন তৎকর্ম ফলে বাসনন্দন পাণ্ডুরাজা অতিশয় হৃষ্টমনা হইয়া স্বপুত্র যুধিষ্ঠিরকে এই বর দিলেন। হে বৎস! তুমি এই মহীতলে নিষ্কণ্টক সম্পূর্ণ রাজ্য অর্থভোগ কর, আমি এই আশীর্বাদ করিতেছি, যেহেতু তুমি পুত্র হইয়া আনাকে উদ্ধার করিলে ॥ ৪৯ ॥

স্বর্গং ব্রজ শরীরেণ ভাতৃভিঃ পরিবারিতঃ ।

দৃষ্টিমাত্রেন সম্পুতান্নরকস্থান্ দিবং নয় ॥ ৫০ ॥

ইত্যুক্তা প্রযযৌ পাণ্ডুঃশাস্ত্রতং পদমব্যয়ং ॥ ৫১ ॥

এবং ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সশরীরে স্বর্গ গমনানন্তর দৃষ্টিমাত্রে নরকস্থ লোক সকলকে পরিভ্রম করিয়া স্বর্গলোক প্রাপ্ত করাইবে। এই মাত্র বাক্য যুধিষ্ঠিরকে কহিয়া রাজা পাণ্ডু নিত্য অব্যয় তদ্বিস্ময়ের পরম পদে গমন করিলেন ॥ ৫১ ॥ ৫০ ॥

নির্মধ্যাগ্নিং শমীগর্ভে বিধ বিশ্বাদিভিঃ সহ ।

লেভেপুত্রস্ত বজ্রার্থং ত্রিযু লোকেষু বিক্রমতং । ৫২ ॥

বিধাতা বিশ্বদেবাদির সহিত বজ্রার্থ শমীকাঠে বর্ষণ করিয়া তদমর্গে

স্ব পুত্ররূপ অগ্নিকে যে স্থানে লাভ করিয়াছিলেন । ত্রিলোক
লিখাত সেই স্থানের নাম লাভ তীর্থ ॥ ৫২ ॥

মথসংজ্ঞকৃত তত্তীর্থং পিতৃণাং মুক্তিদায়কং ।

নান্নাচ তর্পণং কুত্বা পিণ্ডদোমুক্তি মাণ্ডুয়াং ॥ ৫৩ ॥

ঐ লাভ তীর্থকে মথসংজ্ঞকতীর্থও বলে, এতীর্থ পিতৃলোকের পরম
মুক্তিদায়ক । তত্তীর্থে স্নানতর্পণ ও পিতৃ পিণ্ডদানে পিতৃলোকের
অক্ষয় স্বর্থ ও পিণ্ডদাতার পরমামুক্তি লাভ হয় ॥ ৫৩ ॥

পিতৃন্ স্বর্গং শিবং নত্বা সঙ্গমেহঙ্কারকেশ্বরং ।

গয়াকূটে পিণ্ডদানাদম্বমেধ ফলং লভেৎ ॥ ৫৪ ॥

শিলা সঙ্গমস্থানে অঙ্কারকেশ্বর শিবকে নমস্কার করিলে, পিতৃ-
লোকের স্বর্গ হয় । এবং গয়াকূটে পিতৃলোকের পিণ্ডদানে পিণ্ড-
দাতা অম্বমেধ যজ্ঞের ফল পায় ॥ ৫৪ ॥

ভস্মকূটে ভস্মনাথং নত্বাচ তারয়েৎ পিতৃন্ ।

তাত্তপাপো ভবেম্মুক্তঃ সঙ্গমে স্নান মাচরেৎ ॥ ৫৫ ॥

ভস্মকূটে ভস্মনাথ শিবকে নমস্কার করিলে, পিতৃলোকের পরিব্রাণ
হয় । আর সঙ্গম স্থানে স্নান করিলে তাত্তপাপ হইয়া স্নায়ীপুরুষ
তৎক্ষণ মাত্র মুক্ত দেহ প্রাপ্ত হন ॥ ৫৫ ॥

উখিতো নির্গতঃ শস্ত্র বীরং বৃণু বশিষ্ঠক ।

ক্রত্বা প্রাহ তং বশিষ্ঠঃ শিবভুক্তোসি মে যদি ।

বস্তব্যাক্ষাঙ্গ দেবেশ তথৈভুক্তা শিবঃস্থিতঃ ॥ ৫৬ ॥

পূর্বের বশিষ্ঠ ঋষি ঐ সঙ্গম স্থানে তপস্বী করেন, এ কারণ তাহার
নাম বশিষ্ঠতীর্থ । তথায় বশিষ্ঠ প্রাতি প্রসন্ন হইয়া ভূমি ভেদ করতঃ
উখিত স্তম্বরূপে সাক্ষাৎ শিব বশিষ্ঠকে বলিলেন, বৎস ! আমি
প্রসন্ন হইয়াছি, তুমি অভিলষিত বস্তু গ্রহণ করহ । বশিষ্ঠ কহিলেন,

হে প্রভো! যদি আপনি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে এই বর প্রার্থনা করি যে, এতৎস্থানে আপনি নিত্য অবস্থান করুন। কদাপি এস্থান পরিভ্রাণ করিবেন না। এতৎ প্রবণে তথাস্থ বলিয়া মহাদেব তথায় অবস্থিতি করিলেন। অতএব বশিষ্ঠতীর্থে বশিষ্ঠেশ্বরকে প্রণাম পূজনাদি করিয়া পিতৃকার্য্য করিলে, অসংশয় পিতৃলোকের মুক্তি এবং আত্ম সুখস্বর্গ লাভ হয়। ৫৬।

পিণ্ডদো ধেনুকারণ্যে কামধেনু পদেষুচ ।

স্নাতো নত্ৰাথ সংপূজ্য ব্রহ্মলোকং নয়েৎ পিতৃন ॥ ৫৭ ॥

ধেনুকারণ্যে কামধেনুপদে পিণ্ডদান করিলে, এবং স্বয়ং স্নানানন্তর কামধেনুকে পূজা করিয়া প্রণাম করিলে, আত্মকৃত পুরুষের পিতৃলোকেরা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়েন। ৫৭।

কর্দমালে গয়ানাভৌ মুণ্ডপৃষ্ঠ সমীপতঃ ।

স্নাত্বা আত্মাদিকংকৃত্বা পিতৃণাম ঋণোভবেৎ ॥ ৫৮ ॥

মুণ্ডপৃষ্ঠ সমীপে কর্দমাল স্থানে গয়ানাভিতে স্নান করতঃ পিতৃ উদ্দেশে আত্মাদি করিলে, আত্মকর্তা পিতৃঋণ হইতে পরিনুক্ত হয়। ৫৮।

কল্কচণ্ডীশ মারাদ্য মঙ্গলাদ্যাঃ সমর্চয়েৎ ।

গয়ায়াথ বৃষোৎসর্গাজিঃসপ্ত কুলমুদ্বরেৎ ॥ ৫৯ ॥

হে নারদ! গয়াক্ষেত্রস্থ কল্কচণ্ডীশ্বরকে আরাধনা করতঃ এবং মঙ্গলাদি দেবী দিগকে ভক্তিপূর্বক অর্চনা করিবেক। এবং গয়াধামে বৃষোৎসর্গ করিলে, তৎফলে তৎকর্তার এক বিংশতি কুলের উদ্ধার হয়। ৫৯।

যত্র যত্র স্থিতা দেবা ঋষয়োপি জিতেন্দ্রিয়াঃ ।

আদৌ গদাধরং ধ্যাত্বা আত্ম পিণ্ডাদিকং ততঃ ।

কুলানাং শত মুদ্বার্য ব্রহ্মলোকং নয়েৎ পিতৃন ॥ ৬০ ॥

এই গয়াক্ষেত্রের যে যে স্থানে যে যে দেবতা সকল, ও যে যে জিতেন্দ্রিয় ঋষিগণ আছেন । সৰ্ব্বাঙ্গে গয়াধামের অধিষ্ঠাতা পরম দেব গদাধরকে ধ্যান করিয়া, পরে সেই সকল দেবস্থানে ও ঋষিদিগের স্থানে শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদানাদি করিবে । এইরূপ যথাবিধানে পিতৃকার্য্য সম্পাদন করিলে, শ্রাদ্ধীপুরুষ শতকুলের উদ্ধার করতঃ পিতৃগণকে ব্রহ্মলোকে নীত হয়েন । ৬০ ।

গয়াগজো গয়াদিত্যো গায়ত্রীচ গদাধরঃ ।

গয়া গয়াশিরশ্চৈব ষড়্ গয়া মুক্তিদায়িকা ॥ ৬১ ॥

গয়াগজ, গয়াদিত্য, গায়ত্রী, গদাধর, গয়া, এবং গয়াশিরঃ এই ছয় গয়ামুক্তি প্রদায়িনী, ইহাতে শ্রাদ্ধ পিণ্ডাদি দানে পিতৃগণ, ঋষিগণ ও দেবগণ হইতে পরিমুক্ত হয়, এবং পিতৃলোকেরও ব্রহ্মলোকে গতি হয় । ৬১ ।

ভ্রাতৃ দদ্যো দনেনৈব দদ্যান্নৈবেদ্য মুত্তমং ।

জনর্দ্দনায় দেবায় সমভ্যর্চ্য যথাবিধি ।

দদ্যান্নিক্ষিপ্য তদ্বস্ত্রে তচ্ছেষেণৈব জীবনং ॥ ৬২ ॥

অনন্তর দর্পযুক্ত নৈবেদ্য দানে জনর্দ্দনের যথা বিধি পূজা করতঃ তাঁহার হস্তে আত্ম জীবনস্বরূপ তৎশেষাংশ প্রদান করিবেন । অর্থাৎ মরণোত্তর ঐ অন্ন তিনি তাহাকে দিবেন । ৬২ ।

গয়াখ্যান মিদং পুণ্যং যঃ পঠেৎ সততং নরঃ ।

শৃণুয়াৎ শ্রদ্ধয়া যস্ত সযাতি পরমাং গতিং ॥ ৬২ ॥

এই স্মৃপুণ্যজনক, গয়ামাহাত্ম্যাপবিত্রাখ্যান যে নর নিরন্তর পাঠ করে, আর যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত চিত্তে নিত্য শ্রবণ করে, সেই সকল ব্যক্তির অন্তে পরমাগতি লাভ হয় । ৬২ ।

পাঠয়েছা গয়াখ্যানং বিপ্রৈভ্যঃ পুণ্য কল্পরঃ ।

গয়াশ্রাদ্ধং কৃতং তেন কৃতং তেন নসংশয়ঃ ॥ ৬২ ॥

আর পুণ্যখান যে ব্যক্তি স্বয়ং পাঠ সমর্থ ব্রাহ্মণদ্বারা এই
গয়াখান পাঠ করান, তাঁহার গয়াশ্রাদ্ধ করার সম্যক ফল লাভ
হয়, অর্থাৎ গয়াগমন পূর্বক শ্রাদ্ধ না করিলেও অংশয় তাঁহার
গয়াশ্রাদ্ধ করা সিদ্ধ হয় । ৬৩ ।

গয়ায়া মহিমানঞ্চ অভ্যাসেন্দ্র্যঃ সমাহিতঃ ॥

তেনেচৈং রাজসুয়েন চাশ্বমেধেন নারদ ॥ ৬৪ ॥

সনৎকুমার নারদকে কহিতেছেন । হে নারদ ! যে ব্যক্তি
সমাহিত চিত্তে এই গয়ামাহাত্ম্য অভ্যাস করেন, তাঁহার সুনিশ্চিত
রাজসুয় এবং অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করা সিদ্ধ হয় । ৬৪ ।

লিখেদ্বা লেখয়েদ্বাপি পূজয়েদ্বাপি পুস্তকং ।

তস্যাগেহে স্থিরালক্ষ্মীঃ স্তপ্রসন্ন ভবিষ্যতি ॥ ৬৫ ॥

যে ব্যক্তি এই গয়ামাহাত্ম্য পুস্তক, আপনি স্বহস্তে লিপি করেন
অথবা অন্যের দ্বারা লেখাইয়া রাখেন, কিম্বা গৃহস্থিত পুস্তককে
নিভ্য পূজা করেন, তাঁহার গৃহে সর্বদা লক্ষ্মী সুস্থিরা হইয়া অধি-
বাস করেন । ৬৫ ।

উপাখ্যান মিদং পুণ্যং গৃহেতিষ্ঠতি পুস্তকং ।

সর্পাগ্নি চৌর জনিতং ভয়ং তত্র নবিন্দতে ॥ ৬৬ ।

এই পুণ্যখান গয়ামাহাত্ম্য পুস্তক, যে ব্যক্তির গৃহে অবস্থিতি
করিলেন । তাঁহার গৃহে কদাপি সর্পাগ্নি চৌর জনিত ভয়োৎপন্ন
হইতে পারিবেক না । ৬৬ ।

শ্রাদ্ধকালে পঠেদ্যন্ত গয়ামাহাত্ম্যমুত্তমং ।

বিধিহীনস্ত তৎসর্বং পিতৃণাম্ গয়াসমং ॥ ৬৭ ॥

শ্রাদ্ধকালে যে ব্যক্তি এই গয়মোত্তম গয়ামাহাত্ম্য পাঠ করিবেন,

তাহার শ্রাদ্ধ পিণ্ডদানাদি কৰ্ম্ম সকল বিধিহীন হইলেও তাহাতে
গয়াশ্রাদ্ধতুল্য পিতৃগণের পরিতৃপ্তি জন্মিবে । ৬৭ ।

যানি তীর্থানি ত্রৈলোক্যে তানি দৃষ্টানি তত্রৈবৈ ।

যেনজ্যাতং গয়াখ্যানং শ্রুতংবা পঠিতং মুনৈ ॥ ৬৮ ॥

যে সকল ব্যক্তি কর্ত্ত্বক এই গয়াখ্যান জ্ঞাত কি শ্রুত বা পঠিত
হয় । হে নারদ ! সেই ব্যক্তি কর্ত্ত্বক ত্রিলোক মধ্যে যে সকল
তীর্থ আছে, সে সমুদায় তীর্থই দৃষ্ট হইয়াছে জানিবেন । অর্থাৎ
গয়ামাহাত্ম্য পাঠে ও শ্রবণে সম্যক তীর্থ দর্শন জনিত ফল সিদ্ধ হয়
ইতিভাবঃ । ৬৮ ।

স্মৃত উবাচ ।

সনৎকুমারো মুনি পূজবায় পুণ্যং কথ্যং চাথ-

নিবেদ্য উক্ত্য । স্বমাত্মমং পুণ্যবনৈরুপেতং

বিসৃজ্য সঙ্গীত গুরুং জগাম ॥ ৬৯ ॥

অনন্তর শ্রীস্মৃত গোস্বামী শৌনকাদি ঋষিগণকে কহিতেছেন ।
হে কুলনন্দন শৌনক ! মহাযোগী সনৎকুমার মুনিশ্রেষ্ঠ নারদকে
ভক্তিপূর্ব্বক এই গয়ামাহাত্ম্যশ্রুত পুণ্যকথা নিবেদন কবির। পুণ্য-
বনে পরিশোভিত স্রীয় আশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক এবং নারদাদি
ঋষিগণকে বিদায় করতঃ স্রীয় সংগীত গুরু সমিধানে গমন করি-
লেন । ৬৯ ।

ইতি শ্রীস্মৃতশৌনক সম্বাদীয় বায়ু পুরাণোক্ত গয়ামাহাত্ম্যে

অষ্টমোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ ৮ ॥

শ্রিয়ানন্দকুমারেণ কবিরঞ্জন ধীমতা ।

কৃত্য বায়ুপুরাণোক্তা গয়াস্থতান পদ্ধতিঃ ॥

